আচার্য্যের উপদেশ

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রদত্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

বিধান যন্ত্রে

শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটীর দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১৮ শক।

 মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র ।

আচার্য্যের উপদেশ।

স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস।

রবিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক।

স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, উৎসাহী হও, আনন্দিত হও, অনেক বার পৃথিবী এই শুভ সমাচার শুনিয়া আশাপূর্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরপ্রেরিত কত মহাজন এই কথা বলিয়া কত লোকের মনে আশাদীপ প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু অনেক শতাব্দী চলিয়া গেল, তথাপি স্বর্গরাজ্য আসিল না এবং তাঁহাদের সেই কথা সফল হইল না, ইহা দেখিয়া জগৎ নিরাশ হইল। সকলেই মনে করিতেছে পুরাকালে যাহা পূর্ণ হয় নাই এখনও তাহা পূর্ণ হইতে পারে না। পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের জন্যই হউক, অথবা ঈশ্বরশূন্য বিদ্যা এবং সভ্যতাপ্রচার জন্যই হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান অবস্থায় স্বর্গরাজ্য অসম্ভব। এখনকার লোকের ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই, তাহাতে আবার নাস্তিকতা এবং ধর্ম্মশূন্য সভ্যতার উৎপাত। অতএব স্বর্গরাজ্য-সম্পর্কে পুরাকাল যেমন বিরোধী, মানবজাতির বর্ত্তমান প্রকৃতিও তেমনিই প্রতিকূল, তবে যে "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে," "স্বর্গরাজ্য

আসিতেছে," এই কথা উঠিল, ইহা কি মিথ্যা? ইহার গূঢ়-তত্ত্ব অবধারণ করিলে দেখিবে যে, হৃদয়ের মধ্যে পরিবার না হইলে বাহিরে কখনই যথার্থ স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব হয় না। অন্তরের স্বর্গরাজ্য আগে, বাহিরের স্বর্গরাজ্য পরে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ভক্তের আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আপনাপনি তাহা যথাসময়ে বাহিকরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের পরিবার এখানে নয়, ওখানে নয়, হিমালয়ে নয়, ইংলণ্ডে নয়; কিন্তু মনুষ্যের অন্তরে। এই জন্যই তোমাদিগকে বারংবার বলিতেছি, আগে হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের সেই আদর্শ ভাল করিয়া দেখ, ভক্তিপ্রেমনয়নকে তদুপার স্থির করিয়া রাখ; এইরূপে যতই সুন্দর এবং পরিষ্কাররূপে সেই আদর্শ দেখিতে পাইবে ততই প্রবলবেগে তোমাদের সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রেম, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় উদ্যম, এবং সমস্ত জীবন বাহিরে তাহা সাধন করিবার জন্য নিযুক্ত হইবে। অন্তর ভাবপূর্ণ হইলে আপনা আপনি তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইবে। গর্ভস্থ সন্তান যখন সম্পূর্ণাবয়ব লাভ করে, তখন আর ইহা সেই অন্ধকারময় জরায়ু মধ্যে থাকিতে পারে না, দশমাস যে পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, যাই তাহার সমুদয় অঙ্গ পূর্ণ হইল তখনই সে পৃথিবীতে আসিয়া প্রকাশিত হইল। সেই শিশুকে দেখিয়া সকলের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল। সেইরূপ যখন ভক্তহৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের ছবি সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়, যথাসময়ে তাহা আপনি পৃথিবীতে প্রকাশিত

হইয়া পড়ে। অতএব, বন্ধুগণ, তোমাদের আত্মাতে সেই শান্তিনিকেতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দাও, তাহা হইতে যথাসময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য প্রসূত হইবে। এইরূপে যদি দশটী আত্মা হইতে ঈশ্বরের এই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হয়, পৃথিবী নূতন ভাব ধারণ করিবে। তখন যাঁহাদের হৃদয় হইতে তাহা প্রকাশিত হইবে তাহাদেরত আনন্দ হইবেই, আবার তাহা দেখিয়া জগৎও প্রফুল্ল হইবে। আমাদের মনের ভিতর আদর্শ স্থির হয় নাই, এই জন্যই এ পর্যন্ত জগতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যত দিন এই আদর্শসম্পর্কে জগতের সংশয় থাকিবে, এবং ইহার সঙ্গে পৃথিবীর ধূলি মিশ্রিত থাকিবে, ততদিন কোন মতেই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবার নহে, অথবা এক জন কিংবা দুই জনের দ্বারাও ইহা হইতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীতে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহা কি দুই এক জনের অনুরাগের দ্বারা হইতে পারে? যে দিন একই সময়ে সকলের হৃদয়ে প্রেম এবং প্রণয়পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, সে দিন দেখিবে স্বর্গ কেমন। স্বর্গসাধনের প্রথম মন্ত্র স্বর্গের আদর্শ দর্শন, দ্বিতীয় মন্ত্র বাহিরে তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান, তৃতীয় মন্ত্র ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কখনই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন বিশ্বাস করিলেই স্বর্গরাজ্য আসিবে, এ কথা নিতান্ত অমূলক এবং ইহা স্বপ্নের কথা, কিন্তু এখনই এক ঘণ্টার

মধ্যে সমুদয় ভাই ভগ্নীদের ভিতরে স্বর্গরাজ্য আসিবে, মহাপাপী স্বার্থপর ব্যক্তিরা প্রেমপরিবার হইবে। যদি তোমরা বিশ্বাস কর, ঈশ্বর এখনই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাঁহারা একপ্রাণ এবং একহৃদয় হইয়া বলিতে পারেন স্বর্গরাজ্য না দেখিয়া আজ ঘরে ফিরিয়া যাইব না, নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিকট এখনই স্বর্গরাজ্য আসিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ বিশ্বাসের বল কেমন বল, বিশ্বাসই আমাদের পরম বন্ধু, অবিশ্বাসই আমাদের পরম শত্রু। কত মহাত্মা জন্ম ধারণ করিলেন, কত বড় বড় শাস্ত্র প্রণীত হইল, কত মহাজন পরাস্ত হইলেন; কিন্তু এত শতাব্দী অতীত হইল, তথাপি কিছুই হইল না, আর আজ কোথায় বঙ্গদেশের কয়েক জন সামান্য লোক পৃথিবীতে স্বর্গ আনিয়া দিবে ইহা কি সম্ভব? এই অবিশ্বাস মহাশত্রু আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যাহারা স্বর্গরাজ্যকে পরিহাস করে তাহাদের কাছে কিরূপে সেই রাজ্য আসিবে? যদি তোমাদের মধ্যে সর্ষপকণার ন্যায়ও বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, পর্ব্বত অমনই স্থানান্তরিত হইবে। যেখানে বিশ্বাসের বল সেখানে বিঘ্ন বাধা কি করিতে পারে? তোমরা কি জান না যে, প্রকৃত বিশ্বাসের মূলে সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত বল রহিয়াছে? স্বর্গীয় বিশ্বাস হইতে স্বর্গীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, ইহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? অতএব কেবল ইচ্ছা করিলে হইবে না; কিন্তু যথার্থ বিশ্বাস চাই। এত দিন যে, পৃথিবী স্বর্গ হয় নাই, ইহার কারণ লোকে ইহা বিশ্বাস করে

নাই। যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ করিতে পারেন, পৃথিবী হইতে নিশ্চয়ই সকল প্রকার পাপ অশান্তি চলিয়া যাইবে। এ সকল সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসে কি না? বিশ্বাসের অর্থ কেবল জ্ঞানগত কতকগুলি শুষ্ক মৃত মত নহে; কিন্তু যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে, সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় আত্মা এবং সমুদয় জীবন পরিচালিত হয় তাহাই বিশ্বাস। পৃথিবীকে আমরা বিশ্বাস করি, ইহার অর্থ এই যে আমাদের মন, হৃদয়, ইচ্ছা, জীবন সমুদয় ইহাতে নিযুক্ত হইয়াছে; সেইরূপ তিনিই স্বর্গ-রাজ্যের প্রকৃত বিশ্বাসী যাঁহার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, এবং সমুদয় জীবন স্বভাবতই সেই দিকে ধাবিত হয়। যাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস হয় তিনি নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয় প্রাণ আকর্ষণ করিবেন, যেখানে অবিশ্বাস সেখানে টান নাই; এই জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, আগে বিশ্বাসী হও, পরে স্বর্গরাজ্য আপনা আপনি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি সাহস করিয়া বলিতে পার, কালই কলিকাতা নগরে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের সুখশান্তি নাই, কালই তোমাদের মধ্যে স্বর্গ-রাজ্য আসিবে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এখানে এই মন্দিরে আছেন, তাঁহাদের হৃদয় মন নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে কল্য প্রাতেই স্বর্গরাজ্য আসিবে, তাঁহারা আজই তাহার পূর্ব্বাস্বাদ ভোগ করিতেছেন। বিশ্বাস করিবার পক্ষে

ব্যাঘাত অনেক, যদি কাহাকেও একটু রাগ করিতে দেখ অমনই বলিয়া উঠিবে স্বর্গরাজ্য আসিতে আরও ৩০০০ বৎসর বিলম্ব আছে। আবার যখন দেখিতে পাও, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের পরিবার সাধনের জন্য সমস্ত জীবন সমর্পণ করিলেন, সে সমুদয় প্রচারকদিগের মধ্যেই যখন সম্পূর্ণ কুশল এবং প্রণয় নাই, তখন অন্য লোকের মধ্যে নিস্বার্থ প্রেম কিরূপে সম্ভব। যাহারা দিবা রাত্রি স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলিতেছে, তাহাদেব মধ্যেই যখন তেমন একটী নিগূঢ় স্বর্গীয় বন্ধন হয় নাই, তখন কিরূপে অন্য লোকের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতে পারে? যাহারা অবিশ্বাসী এবং নিরাশ হইয়া এইরূপ বৃথা আলোচনা করে, যাহাদের মধ্যে এক বিন্দু ক্ষমা দয়া নাই, তাহাদের মধ্যে কিরূপে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু, বন্ধুগণ, যদি প্রেমরাজ্যে বিশ্বাস না কর, তোমাদের মধ্যে যে টুকু প্রেম আছে তাহাও শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে। ঘোরান্ধকার ও মহাবিপদ্ দেখিয়া, প্রচারক, তুমি ভীত হইও না, আজ রজনীর অন্ধকার, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই প্রেমসূর্য্য প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বর বলিতেছেন, পৃথিবীর সমুদয় নরনারী, তাঁহার সমুদয় পুত্র কন্যা আর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, শীঘ্রই স্বর্গীয় প্রেমযোগে তাহারা সম্মিলিত হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্য, তুমি কে যে তাঁহার কথা অস্বীকার করিবে? পাছে অপবিত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হই, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব এবং স্ত্রী পুত্রের প্রেম হারাইতে হয়, এই ভয়ে আমরা কয়েক জন

স্বর্গ চাই না; কিন্তু এই জন্য কি তোমরা মনে করিয়াছ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে না? এক দিন আমাদের পাপাসক্তি চূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। অতএব সাবধান হও, কেহই এই রাজ্যের প্রতিবন্ধক হইও না, প্রতিবন্ধক হইলে আপনারাই মরিবে, তাহাতে ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি হইবে না। অবিশ্বাসের কথা চির দিনের জন্য গঙ্গা জলে নিক্ষেপ কর। তুমিই বা কে আমিই বা কে, স্বর্গরাজ্য যিনি আনিবেন তিনিই আনিবেন। ঈশ্বরের অধীন না হইলে আমরা কেহই বাঁচিব না। পাপের দাসত্ব করিতে করিতে মরিলাম, এখন যদি দয়াময়ের রাজ্য দেখিতে না পাই, তবে আর নিস্তার নাই। স্বর্গরাজ্যের আদর্শ দৃঢ় করিয়া ধর। বলিও না ইহা বুঝি কল্পনা, কেন না যাই বলিবে, ইহা কল্পনা, অমনি তোমার সম্পর্কে ইহা কল্পনা এবং অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। যত ক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে এই রাজ্য দেখিতে না পাইবে, তত ক্ষণ নিশ্চয় জানিও কোন মতেই ইহা তোমার বাহিরে দেখিবার সময় হয় নাই। আগে অন্তরের মধ্যে এই রাজ্য সাধন কর, পরে দেখিবে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে ইহা আসিয়াছে। ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস কর, জগৎকে বিশ্বাস কর। একটু দয়া করিয়া পৃথিবীকে ভালবাস, ঈশ্বরের পুত্র কন্যার দুঃখ দেখিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত কর, দেখিবে প্রত্যেক নিরাকার ভাই ভগ্নী তোমার হইয়াছেন। ভাই ভগ্নীদের জন্য না কাঁদিলে কখনই

তাঁহাদিগকে পাইবে না। পর হইয়া আর পরস্পরকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না। আর কোন ভাই ভগিনীকে এরূপ বলিও না যে, ১০ বৎসর যাউক, পরে পরীক্ষা করিয়া তোমাকে ভালবাসিব, না জানিয়া শুনিয়া আর কাহাকেও স্বর্গীয় প্রেম ঢালিয়া দিতে পারি না। কিন্তু তুমি কে যে, ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে লইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিবে? ঈশ্বর কি তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যথাসময়ে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া তুমি তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিবে? ভাই ভগিনীদের পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে, কে তোমাদিগকে এই কুৎসিত ভাব শিক্ষা দিল? ঈশ্বর বলিতেছেন, "এখনই আমার পাপী সন্তানদিগকে প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" তোমরা কে যে ঈশ্বরের এই কথা লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের নিজের বুদ্ধিমতে উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে চাও? এখনই যদি প্রতি জনকে ঠিক ভাই এবং ঠিক ভগ্নী বলিয়া ভালবাসিতে না পার, তবে ঈশ্বরের পরিবার পাইলে না, শ্মশানে পড়িয়া কাঁদিতে হইবে। যদি পিত্রালয়ে ঈশ্বরের গৃহে বাস করিতে চাও, পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না, কিন্তু একটু দয়া করিয়া তাঁহার জন্য পিতার কাছে কাঁদিতে হইবে। যদি তোমরা পরস্পরের দুঃখ দেখিয়া এরূপ দয়ার্দ্র হও, দেখিবে শীঘ্রই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাওয়া দূরের কথা, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণে ইহলোকে

থাকিয়াই আমরা স্বর্গ ভোগ করিব। এক বার বিশ্বাস করিলেই, এক বার ডাকিলেই যদি স্বর্গরাজ্য আসে, তবে কেন বিশ্বাস কর না, কেন ডাক না, কেন আর অচেতন হইয়া থাক ? অন্তরের সহিত বল ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা হইলে শীঘ্রই জগতের দুঃখ দূর হইবে।

বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য।

রবিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৭৯৪।

যিনি যাহা বিশ্বাস করেন তিনি তাহা দেখিতে পান, এবং যথাসময়ে তিনি তাহা লাভ করেন। যাহা বাঞ্ছা করি তাহা পাইতে পারি না, যত ক্ষণ তদুপরি বিশ্বাস না করি। বিশ্বাস ভিন্ন ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহার পরিবার পাইতে পারি না। আমরা পাপী সুতরাং পবিত্র ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, যত দিন এই সংস্কার থাকিবে তত দিন তাঁহাকে পাইতে পারি না। সেইরূপ যত দিন মনে করি এই যে ভাই ভগিনী, ইহাঁদের সঙ্গে আমার এত বিভিন্নতা আছে, যে যত কেন যত্নবান্ হই না, কোন মতেই ইহাঁদের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা নাই, তত দিন কখনই আমরা একটী পরিবার হইতে পারি না। বিশ্বাস মনের একটী সামান্য মত, অথবা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কিংবা মুখের কথা নহে ! ইহা সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত জীবনের একটী অবস্থা। যে দিকে বিশ্বাস, সে দিকে

জীবনের সমস্ত স্রোত প্রবাহিত হয়। যদি এক বার তাহাতে অবিশ্বাস হয়, কোন মতেই আর তাহা জীবনের দ্বারা সাধন করিতে পারি না। জগতের পিতা ঈশ্বর আছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহাকে পাইবার জন্য, এজন্যই আমাদের এত চিন্তা, এত অনুরাগ, এবং এত উদ্যম। তাঁহার অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস না থাকিত, কে বা ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত, কে বা ধর্ম্ম প্রচার করিত, এবং কে বা উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিত? সেই-রূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অনন্তকালের সহযাত্রী ভাই ভগিনী আছেন, তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য সহজেই তাঁহাদের জীবন আকৃষ্ট হইবে। অতএব বিশ্বাসই ঈশ্বরের পরিবার-প্রাপ্তিসম্বন্ধে মূল মন্ত্র এবং ইহাই সাধকের প্রথম প্রয়োজনীয়। যখন আমার বিশ্বাস হইল যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আছেন ইহারা আমার ভাই ভগিনী, এবং চিরকাল আমরা সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের ঘরে বসিতে পারিব, তখন সহজেই ইহাঁদিগকে লাভ করিবার জন্য আমার অন্তরে স্বর্গীয় বাসনা উদিত হইবে। আমরা যে পরস্পরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে এত বিরোধ এবং এত অপ্রণয়, ইহার মূল অবিশ্বাস। এখনও আমরা পরস্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করি না। পরস্পরকে পর জ্ঞান করি, এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগসাধনের ইচ্ছা নাই। কেহ কেহ বলেন আমাদের ইচ্ছা আছে, কিন্তু এত দূর বল নাই যে, বিবাদ মীমাংসা করিয়া শীঘ্র সম্মিলিত হই;

অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার তেমন বল নাই। কিন্তু যে যথার্থই ভ্রাতাকে ভ্রাতা, এবং ভগিনীকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে, সে কি উদাসীন থাকিতে পারে? ভাই ভগিনীদিগকে লাভ করিতে কেন ব্রাহ্মের অনিচ্ছা হইবে? ভাই ভগিনীকে ছাড়িয়া কি মানবপ্রকৃতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ঈশ্বর কি মনুষ্যকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তবে কেন পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হয় না? এই বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই স্বাভাবিক সাধু ইচ্ছার শত শত শত্রু আছে। যে সকল হৃদয়ে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, পরের প্রতি ঔদাসীন্য এবং নিষ্ঠুরতা আছে, সে সমুদয় হৃদয়ে কোন মতেই এই শুভ ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। এই শুভ ইচ্ছা এবং ভালবাসা এক; কিন্তু ভালবাসা অসম্ভব যদি অপরের সুখ ও ধর্ম্ম দেখিয়া ঈর্ষা হয়। যত দিন বৈরনির্যাতন করিবার ইচ্ছা আছে, তত দিন কাহারও সঙ্গে আমাদের যথার্থ মিলনের সম্ভাবনা নাই। যত দিন মনের মধ্যে অপবিত্র ভাব থাকে, তত দিন পরস্পরের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ অসম্ভব। কোন নারী কিংবা কোন পুরুষের প্রতি যদি মলিন ভাব থাকে, তাহাদের মধ্যে কখনই মিল হইতে পারেনা। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মনুষ্যের আন্তরিক শত্রু সকল পরস্পরের প্রতি এই শুভ ইচ্ছা বিনাশ করিতেছে। এই সকল শত্রু দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থ সহজ এবং নিস্বার্থ

প্রেম বিনষ্ট হইতেছে। এ সকল শত্রুই পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। যে বল পরস্পরকে সংযুক্ত করে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনও তাহা নিতান্ত ক্ষীণ; কিন্তু যাহা বিচ্ছিন্ন করে তাহাই প্রবল রহিয়াছে। ভাই ভগিনীদিগকে চিরদিনের জন্য প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া লই, সময়ে সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে এবং উপাসনার সময় এরূপ ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাই সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনই তাঁহাদিগকে পর বোধ হয়, তখন তাঁহাদের সুখ্যাতি শুনিলে অমনই হিংসা হয়। সেই শুভ ইচ্ছা বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া অমনই চলিয়া যায়, কিন্তু বিদ্যুতের আলোকে কখনই পরিবারবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় না। সেই শুভ ইচ্ছা চিরস্থায়ী না হইলে কোন মতেই আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু যত দিন আমাদের মনের ভিতরে এ সকল শত্রু থাকিবে, তত দিন সহস্র উপদেশ শুনিলেও পরের দুঃখে আমাদের দুঃখ হইবে না। আমাদের নিজের সুখ হইলেই হইল, অপর এবং যাহারা আমাদের ছোট তাহাদের জন্য আমরা কি করিব যত দিন এই ভাব থাকিবে, তত দিন আমাদের মধ্যে প্রেমের রাজ্য আসিতে পারে না। কি ছোট কি বড় দুঃখী ভাইদিগকে যত দিন ভালবাসিতে ইচ্ছা না হইবে, তত দিন কোন মতেই আমাদের অন্তরে পরিবারের ভাব উপলব্ধ হইবে না। ভাই ভগিনীরা পর রহিলেন, ইহাতে যদি যন্ত্রণা না হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিবে যে তাঁহাদিগকে আমরা চাই না। যাই কোন ভাই ভগিনী পর হইলেন, অমনই তাঁহাকে তোমরা

ঘরে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে বল, এই যে ইহাঁকে অন্তরে বাঁধিলাম আর কখনই ছাড়িব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে এক বার অন্তরে স্থান দাও, দেখিবে ভাই ভগিনীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অশান্তি অসম্ভব হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতে কখনই আমরা ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এ সমুদয় শত্রুকে যত দিন অন্তরে স্থান দিব, তত দিন স্বীকার করিতে হইবে যে ভাই ভগিনীদের প্রতি ভালবাসা জন্মে নাই। যত দিন পিতার জগৎকে ভালবাসিতে না পারিব, তত দিন ইহা নিশ্চয় যে এক জনও পৃথিবীতে নাই যাহাকে আমরা যথার্থরূপে ভালবাসি। কাম, ক্রোধ, এ সমস্ত নির্ম্মূল কবিয়া না ফেলিলে কখনই নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা জন্মে না।

অতএব যদি অন্তরের এই পশু ভাবকে জয় করিতে পার, তবে ইহলোকেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে। এক একটী করিয়া যে রিপু দমন করিতে হইবে তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন কর, তিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি প্রেরণ করিয়া সমুদয় রিপুর মূল ভস্মীভূত করিবেন। তাঁহা হইতে জ্বলন্ত অগ্নি আসিয়া অন্তরের সমুদয় পাপ দগ্ধ করিবে। তাঁহার শ্রীচরণ হইতে প্রেমস্রোত আসিযা অন্তরের সমুদয় মলা প্রক্ষালন করিবে। "সেই প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু হয় সিন্ধু প্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়।" সেই প্রেমের তরঙ্গ আসিয়া যাহার হৃদয়ে লাগে তাহার কি আর

মলিনতা থাকিতে পারে? অনেকে বলেন, আমরা দুই চার জনকে ভালবাসিতে পারি; কিন্তু সমস্ত জগৎকে আমরা কোন মতেই ভালবাসিতে পারি না, ইহা মিথ্যা কথা। যাহারা ঈশ্বরের সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে পারে না তাহারা বাস্তবিক কাহাকেও ভাল্‌বাসে না। তবে যে তাহারা অনেকের প্রতি ভালবাসা দেখায়, তাহার মূলে নিশ্চয়ই স্বার্থপরতা রহিয়াছে। যথার্থ স্বর্গীয় অকৃত্রিম ভালবাসা পক্ষপাতী নহে, ইহা দোষ-গুণনির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানকেই আলিঙ্গন করে। তবে পাত্র এবং ঘনিষ্ঠতা বিশেষে প্রেমের অল্পাধিক্য থাকিবেই। এক বার যদি ঈশ্বরের প্রেম আমার অন্তরে আসে, নিশ্চয়ই ইহা জগৎকে আলিঙ্গন করিবে; কেন না তাহা আমার প্রেম নহে। যিনি জগৎকে ভালবাসেন, তাহা তাঁহাব প্রেম। যাহাদের প্রেমের মূলে স্বার্থপরতা তাহারা কেবল আপনার লোককেই ভালবাসিতে পারে। আপনাব মুখের অন্ন যদি অন্যকে দিতে হয় তাহারা কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর হইতে প্রেম পাইয়াছে তাহাদের প্রেম বাহির হইবেই হইবে। যেমন কৃপাসিন্ধু জগদীশ্বরের প্রেম জগতের জন্য, তেমনই তাঁহার ভক্তের প্রেমও জগতের জন্য। এই জন্যই ভক্তেরা একটী একটী রিপুদমন করিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রেমস্রোত ভিক্ষা করেন। পিতার নিকট প্রার্থনাই তাঁহাদের বল। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট কেবল এই চান আমাদের পরস্পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা

দাও। এই ভালবাসা যত বলের সহিত ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করে, তত বলের সহিত ইহা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সংগ্রাম করিয়া তিনি রিপু দমন করিতে চেষ্টা করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া গোপনে তিনি জগতের ভাই ভগিনীদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন। জগতের পবিত্রাণের ভার নিজের হাতে লইয়া তিনি পথে পথে দেশে দেশে যাইয়া ভাই ভগিনীদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করেন না, কেন না তিনি জানেন যে নিজের বলে তিনি কাহারও মধ্যে শান্তিরাজ্য আনিতে পারেন না।

বাস্তবিক আমরা নিজে কাহাকেও সদ্ভাব দিতে পারি না, আপনার বলে মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রকেও ভালবাসিতে পারি না। পৃথিবীর প্রেম কৃত্রিম এবং অল্পকালস্থায়ী, তাহার মধ্যে কলহ বিবাদের কারণ বিদ্যমান। পৃথিবীর প্রেম পাইয়া কেহই সুখী হইতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে যথার্থ নিস্বার্থ দয়া মায়া হওয়া কত কঠিন; কিন্তু ঈশ্বরকে দেখিলে নিমেষের মধ্যে হৃদয় প্রেমিক হইয়া যায়। তাহাদেরই মধ্যে যথার্থ প্রেম যাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম। যথার্থরূপে স্ত্রী পুরুষ কিংবা ব্রাহ্ম পরিবারকে ভালবাসার মূলে ঈশ্বরের প্রেম। এই প্রেম ভিন্ন সহস্র যুক্তিদ্বারা কাহাকেও বন্ধু করিতে পারিবে না। কাম ক্রোধ ইত্যাদি এক একটী রিপু দমন করিয়া এক এক বার বন্ধুতা পাইলে আবার তাহা হারাইলে; এইরূপে যত দিন নিজের হাতে পরিত্রাণের ভার রাখিবে, তত দিন

তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতে পারে না। কেন না জগৎকে ভালবাসিতে তখন পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছাও হয় নাই। আগে অমুক ব্যক্তির প্রতি অমুক দেশের প্রতি তোমার ভালবাসা হউক, এই জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তোমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া যথার্থই ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসিতে প্রস্তুত কি না, আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ। ঈশ্বরকে হৃদয়ের শুষ্কতা দেখাইয়া বল ইহাদের প্রতি যেন আমার প্রেম হয়। এইরূপে যথার্থই যদি তোমাদের অন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রেম ভিক্ষা করে নিশ্চয়ই তোমরা মহাশত্রুকেও ভালবাসিতে পারিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমাদের মন এখনও তেমন করিয়া প্রেমের সাগর পিতার কাছে প্রেমের জন্য কাতর হইয়া প্রার্থনা করে না, তাই এত দিন পরেও তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিতে পারিতেছে না। এত দিন পর বুঝিলাম তোমাদের ইচ্ছা যে আমি দূর হই, আমার ইচ্ছা যে তোমরা দূর হও। পরস্পরকে ভাই ভগ্নী বলিতে যদি তেমন ইচ্ছা থাকিত, তবে কি আর এ দুর্গতি থাকিত? কাহাকেও প্রেম দিবার জন্য আমাদের অভিলাষ নাই, তাই আমাদের মিলন হয় না।

যাহাকে দেখিলে তুমি বিমুখ হও, কিরূপে তুমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। যাহার সুখে তোমার দুঃখ এবং ঈর্ষা হয় এবং যাহার দুঃখে তোমার আনন্দ হয়, কিরূপে তুমি তাহার শুভ ইচ্ছা করিবে। ভালবাসা সামান্য ব্যাপার নহে। যাহার

অন্তরে যথার্থ ভালবাসা আছে সে মহাশক্রকেও ভালবাসিতে পারে। দূরের পাঁচটীর সঙ্গে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয়; কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক, একত্র আহার কর, একত্র জ্ঞান ধর্ম্ম সাধন কর, তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না, ইহা কি মনুষ্যের স্বভাব না ঈশ্বরের অভিপ্রায়? পরস্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না এবং পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, এই অবিশ্বাস, এবং অনিচ্ছা এই দুই মহাশক্রই আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যে দিন আমি সমুদয় ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিব, তোমরাও সকলকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিবে, এবং আমাদের এই ইচ্ছার বিনিময় হইবে, সেই দিন আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে।

বর্ষান্ত দিনে আত্মসৎকার।

শুক্রবার, ৩০শে চৈত্র, নিশীথে, ১৭৯৪ শক।

তিন শত পঁয়ষট্টিদিন গত হইল, আমরা ধার্ম্মিকজীবনতরী এক ঘাট হইতে খুলিয়া এখানে চলিয়া আসিলাম। সমস্ত বৎসর নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এখানে আসিলাম। এই এক বৎসর অকূল সাগরে ভাসিতেছিলাম। এক এক সময় চন্দ্র জ্যোৎস্না বিকসিত করিয়া গভীর সমুদ্র কেমন সুন্দর এবং সুস্থির হইতে পারে তাহা নয়নকে বুঝাইতেছিল,

কখনও আকাশ ঘন মেঘাবৃত হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে ভয়ানক বাত্যা উঠিল; সাগরবক্ষ তরঙ্গায়িত হইল; পূর্ব্বের সুন্দর দৃশ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া গেল, জীবনতরী টলমল করিতে লাগিল। এক এক বার ভয়ানক বেগে তরঙ্গমালা উঠিয়া নৌকা বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তখন কোথায় মাতা, কোথায় পিতা, কোথায় বন্ধু বান্ধব, ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলাম। এক এক বার মনে হইল বুঝি এই যে সমক্ষে ভীষণ তরঙ্গ, ইহাতেই জীবন-তরী চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে; ব্যাকুল হইয়া ভবের নাবিক দীন-বন্ধুকে বলিলাম, দয়াময় রক্ষা কর, দয়াময় রক্ষা কর। বলিতে না বলিতে দেখি বাত্যা স্থগিত হইল। বাত্যাও নাই আর সেই উচ্চ তরঙ্গও নাই। এরূপে কখনও ধার্ম্মিক হইয়া নিজেও হাসিতেছিলাম, অন্যকেও হাসাইতেছিলাম, কখনও ঘোর অধার্ম্মিক হইয়া আপনারাও কাঁদিয়াছি এবং কত ভাই ভগ্নী-দিগকেও কাঁদাইয়াছি। কখনও দেখিলাম ৪০০।৫০০ ভাই ভগ্নীর নৌকা একত্র হইয়া এক ঘাটে আসিল, এবং জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয় সকলের মুখ হইতে এই গম্ভীর উচ্চধ্বনি উঠিল, সকলে নামের সারি গান করিতে করিতে শান্তিধামের উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম অনেক-গুলি নৌকা যাহা আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়াছিল তাহার নিদর্শনও নাই। এক বৎসর অকূলসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কত মহাজনের ধর্ম্মধন গেল, কে তাহার সংখ্যা করে? অনেক ধন হারাইয়া যাহার যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা লইয়া সকলে এই

ঘাটে আসিল। এখানে আসিয়া কি দেখিলাম, সমক্ষে ভয়ানক শ্মশান। এই শ্মশানের মধ্যে আমাদের জীবনতরীতে যাহা কিছু দুর্গন্ধময় এবং বিপদের কারণ আছে সে সমুদয় দগ্ধ করিতে হইবে। নতুবা এস্থান হইতে নৌকা খুলিয়া দিবার আদেশ নাই। ভাই ভগ্নীগণ, অতএব বলিতেছি, এই বৎসরান্তে কাহার মনে কি ভাব আছে, কাহার হৃদয়ে কি দুর্গন্ধ আছে, এবং কাহার মধ্যে কি পাপ আছে, সমুদয় খুলিয়া এই শ্মশানে দগ্ধ কর। দুঃখপাপভার দগ্ধ হইলে জীবনতরী তোমাদের লঘু হইবে এবং অনায়াসে চলিতে পারিবে। এখানে যাহা দগ্ধ হইবে তাহা প্রাণ নহে, কিন্তু তাহা মৃত্যু; স্বর্গীয় বস্তু নহে, কিন্তু পৃথিবীর আসক্তি। আজ যাহারা এই অগ্নিকুণ্ডে পাপ, অধর্ম্ম, এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা দগ্ধ করিবেন তাঁহাদের হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে। আজ পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে যিনি পুরাতন পশুজীবন পরিত্যাগ করিবেন, এবং নব বৎসর আলিঙ্গন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন মন লাভ করিবেন এবং নবজীবনরূপ নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন তিনিই ধন্য। বন্ধুগণ, আজ তোমরা পুরাতন মলিন বস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দ মনে ঈশ্বর হইতে নূতন উজ্জ্বল বসন গ্রহণ কর। পরিবর্ত্তিত পবিত্র মন লইয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দাও। সম্পূর্ণরূপে মনকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া লও, কারণ তাঁহার দিকে মন উন্নত না হইলে কখনই যথার্থরূপে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেবল

একটী কি দুটী দুর্দ্দান্ত রিপুকে দমন করিলে হইবে না; কিন্তু সমুদয় রিপুর মূল উৎপাটন করিতে হইবে। একটী পাপ দমন করিলে, আর একটী বলবান হইল, আবার সেইটী পরাজয় করিতে গিয়া আর একটী প্রবল শত্রুর হাতে পড়িলে, এইরূপে কেহই যথার্থরূপে হৃদয় শাসন করিতে সমর্থ হয় না। যদি পবিত্র হৃদয় চাও, তবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও; তুমি যাহা সহস্র বৎসরে পারিবে না, তাঁহার কৃপাতে নিমেষের মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইবে। যে আত্মাতে তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা সেখানে কি আর পৃথিবীর জঘন্য পুরাতন মনুষ্য কামী, ক্রোধী, লোভী, অহঙ্কারী, এবং দ্বেষী থাকিতে পারে? ঈশ্বরের পবিত্র অগ্নিতে তাহার সমুদয় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব যে কেহ আজ পাপ লইয়া আসিয়াছ, তাহা এই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দাও। রসনা যদি অপবিত্র হইয়া কাহাকেও শক্ত কথা শুনাইয়া থাকে, চক্ষু যদি কাহারও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা করিয়া থাকে, কর্ণ যদি পরনিন্দা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকে, তবে সেই রসনা, সেই কর্ণ ছেদন এবং সেই অপবিত্র চক্ষু উৎপাটন করিয়া এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। পরে ব্রহ্মবাজারে যাইয়া কোমল রসনা, পবিত্র চক্ষু এবং পবিত্র কর্ণ ক্রয় কর। এইরূপে যদি কাহারও কোন অঙ্গে কোন দোষ থাকে, তাহা লইয়া, সাবধান, কেহই ফিরিয়া যাইও না। সমুদয় পাপ সমুদয় দুর্গন্ধ এখানে ভস্ম করিয়া যাও। নূতন অঙ্গ দিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে এখানে আনিলেন,

তোমরা তাঁহার সেই লক্ষ্য সাধন না করিয়া চলিয়া যাইতে পার না। যদি পৃথিবীর ধূলিতে তোমাদের নয়ন মলিন এবং পুরাতন হইয়া থাকে, এই শ্মশানের অগ্নি দ্বারা তাহার সংকার কর যত ক্ষণ না চক্ষু নূতন এবং পবিত্র হয় তত ক্ষণ ক্রমাগত ইহার সংকার কর। এইরূপে তোমাদের যে কোন অঙ্গ পৃথিবীর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে, সে সমুদয় এই অগ্নি দ্বারা সংশোধন কর। সংকার করিতে করিতে যখন চক্ষু, কর্ণ, সমস্ত দেহ এবং সমস্ত মন সৎ হইবে তখন জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দিলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। আজ ব্রহ্মমন্দিরে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিতেছে, যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কুচিন্তা, কোন কুকথা, কিংবা কুকার্য্য, করিয়া থাক সে সমুদয় এই কুণ্ডে ফেলিয়া দাও; নিমেষের মধ্যে সমুদয় জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। হৃদয়ের মধ্যে যাহা কিছু পৃথিবীর নীচ এবং অপবিত্র ভাব আছে তাহা দগ্ধ হইবে, যাহা ঈশ্বরের, স্বর্গীয় এবং চিরস্থায়ী তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এবং অবশেষে সাধু নব জীবন পাইয়া ধন্য হইবে। তখন দেখিবে পুরাতন অঙ্গ সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের কৃপাবলে নবীন অঙ্গ সকল দেখা দিতেছে। তখন সহজেই ভাই ভগ্নীদিগকে নূতন চক্ষে দেখিবে, নূতন কর্ণে তাঁহাদের বিষয় শুনিবে, এবং নূতন ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। পরস্পরের মুখে নূতন ভ্রাতৃভাব নূতন ভগ্নীভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। অনেকে বলিতে পার দশ বৎসরে যাহা হয় নাই,

এক দিনে তাহা হইবে ইহা নির্ব্বোধের কথা; কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা আমাদের দ্বারা দশ বৎসরে হয় না তাহা দশ মিনিটে হয়। অধিককালের সাধন মনুষ্যের হস্তে. অল্পকালের সাধন ঈশ্বরকৃপাতে। এক ব্যক্তি শত বৎসর কঠোরসাধন করিয়া কাম ক্রোধ লোভ হিংসা ইত্যাদি পরাজয় করিতে পারিল না,কেন না সে আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু আর এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের শরণাগত হইল, এবং হৃদয় মন সকলই তাঁহাব চরণে সমর্পণ করিল, এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মন ফিরিয়া গেল, অন্তরের গূঢ়তম পাপ সকল আপনা আপনি পলায়ন করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার নিকট যাহা চাই তিনি তখনই তাহা দিতে পারেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আমাদিগকে সুখী করিতে পারেন। অতএব এই শ্মশানে আজ পুরাতন জীবন বিনাশ না করিয়া গৃহে ফিবিযা যাইও না। বিশ্বাস এবং আশাপূর্ণ হৃদয় লইয়া অগ্নিময় উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও, তাঁহার কৃপায় পুবাতন রোগ দূর হইবে, নূতন চক্ষু লাভ করিবে, তখন পরস্পরের চক্ষে চক্ষে সম্মিলন হইলেই ভাই ভগ্নী বলিয়া চিনিতে পারিবে; মুখের দিকে তাকাইলেই স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব দেখিতে পাইবে। আজ পুরাতন পাপ, পুরাতন অশান্তি, পুরাতন বিবাদ কলহ দূর না করিয়া কেহই ঘরে ফিরিয়া যাইও না। যত ক্ষণ তোমরা শত্রুকে মিত্র করিতে না পারিবে তত ক্ষণ তোমরা অব্রাহ্ম, এবং

অব্রাহ্মিকা। যদি ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর কর নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়ের অভাব মোচন হইবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইব, স্বর্গীয় ভাবে তাঁহাদিগকে বরণ করিব। তোমরা একেবারে নিষ্পাপ পরিবার হইবে তাহা বলিতেছি না; কিন্তু পুরাতন বৎসরে যে সকল পাপ করিয়াছ তাহা আর করিতে পারিবে না। নতুবা পুরাতন বৎসর গেল; কিন্তু তোমাদের পুরাতন দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিল না। কত লোক আজ এই শ্মশানে অসাধুতাকে দগ্ধ করিয়া পবিত্র পথে চলিয়া যাইতেছেন, আমরা কি তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহী হইব না? আবার সকলের নিকট নূতন বৎসর আসিবে কি না কেহই নিশ্চয় বলিতে পারি না, কোন্ দিন দেখিতে দেখিতে জীবন চলিয়া যায় তাহার কিছুই ঠিক নাই। অতএব, পরলোকের যাত্রিগণ, এই কথা শুনিয়া কম্পিত হও, যাতে এই বৎসর জীবনের লক্ষ্য সাধন করিয়া লইতে পার সেই জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হও। নিরাশ হওয়া মহাপাপ, ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইয়া বল, শত্রুকে মিত্র করা যায়, মহাপাপীদিগের দ্বারা তাঁহার সুন্দর প্রেমপরিবার হইবেই। এই পুরাতন বৎসর আমাদিগকে ভাল মন্দ উভয় পথেই লইয়া গিয়াছিল, সদ্‌গুরু হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, আবার অসদ্‌গুরু হইয়া আমাদিগকে পাপপথে লইয়া গিয়া বিষম দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া অনেক শিক্ষা দিয়াছে। আমাদের পাপের তুলনায় হিমালয় কিছুই নহে, দয়াময়নামের

কত কলঙ্ক করিলাম ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, এমন কৃতঘ্ন-দিগকে দয়াময় কেন এত রত্ন দিলেন? পুরাতন বৎসরে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আর সে জন্য কাঁদিয়া কি করিবে? নববর্ষের সুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পুরাতন পাপ পরি-ত্যাগ করিয়া নূতন এবং পবিত্র ভাবে দয়াময়ের সেবা করিতে পার তাহাব জন্য প্রস্তুত হও। আবার ৩৬৫ দিন চলিতে হইবে। ঐ যে আনন্দবাজার দেখিতেছ, যেখানে ভক্তেরা পূজার সামগ্রী সকল কিনিতেছেন, সেখানে গিয়া প্রেমফুল, ভক্তিফুল, এবং পুণ্যপুষ্প ক্রয় কর। সমস্ত বৎসর ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া ঐ দেখ ভক্তেবা দোকান হইতে আত্মার অন্ন জল কিনিয়া লইতেছেন; পিতার ঘরে যাইবার জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। চল আমরাও তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহের সহিত ঐ দোকানে গিয়া পথের সম্বল ক্রয় করি। বিনামূল্যে দয়াময় তাঁহাব রত্ন সকল বিতরণ করি-তেছেন। এবার সমুদায় ভাই ভগ্নীকে বরণ করিয়া চল, অসার সংসার বাসনা ছাড়িয়া আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিতে করিতে ভবসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ সকল পরাজয় করিয়া চল গিয়ে পিতার শান্তিধামের উপকূলে উপস্থিত হই।

প্রকৃত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ।

রবিবার, ২রা বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের অভাব কি এবং তন্নিবারণের উপায় কি এ সকল গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। পরিবারসাধনসম্পর্কে অনেক কথা শুনিলাম, কিন্তু পরিবার সাধনের সঙ্গে যে সকল দুর্দ্দান্ত রিপু এবং ভয়ানক বিপদ রহিয়াছে সাবধান হইয়া প্রত্যেককে সে সমুদয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সকলের প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, যেমন বড় বড় পাপ সকল পরিত্যাগ করিবে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রু গুলিকেও বিনাশ করিতে হইবে। অন্যথা প্রবল শত্রুদিগকে দমন করা তোমাদের পক্ষে অসাধ্য হইবে। জীবনকে ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে ঢালিয়া দাও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ গুলি আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। যাঁহার সামান্য রিপুকে বিনাশ করিতে ক্ষমতা আছে, তিনি প্রকাণ্ড রিপুকেও জয় করিতে পারেন। কেন না যাহাতে তিনি ক্ষুদ্র রিপু পরাজয় করেন, সে বলও তাঁহার নিজের নহে; কিন্তু তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বল, ঈশ্বরের প্রেমতরঙ্গে কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড সকল পাপ চলিয়া যায়। যাহারা আপনার হস্তে পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে, তাহারাই এক একটী পাপ দমন করিতে যায় এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া কল্পিত ধর্ম্মের অনুসরণ করে। আমাদের অভাব অনেক, কেন তাহা যায় না? তাহার প্রধান কারণ এই যে,

আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই না, গূঢ়রূপে মনে করি নিজের বলেই আমরা ভাল হইব। কেহ কেহ পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের দয়াময় নামে বিগলিত হইবার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু যে পরিমাণে তাঁহারা আপনাদের উপর নির্ভর করেন সেই পরিমাণে তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। যত দিন আমরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না কবিব,তত দিন আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব এবং ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কোথায়? এ দেশে নাই, পৃথিবীর কোথায়ও নাই, যে ব্রাহ্মসমাজ দেখিতেছি ইহা সেই ভবিষ্যতের ব্রাহ্মসমাজের বীজমাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এখনও সংস্থাপিত হয় নাই। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ যাহা তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছি, ঈশ্বরের সমাজ। উহা সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন। পৃথিবীতে এক দিন সেই ব্রাহ্মসমাজ আসিবে চারিদিকে তাহারই আন্দোলন হইতেছে, এবং তাহারই জন্য বিশ্বাসীদিগের মধ্যে এত আশা এবং আনন্দধ্বনি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ দেখিতেছি, ইহা অতি সামান্য এবং অপূর্ণ। ইহার মধ্যে এখনও সত্য এবং মিথ্যা প্রেম এবং ঘৃণা, পুণ্যজ্যোতিঃ এবং পাপের অন্ধকার, কপটতা এবং সরলতা, সংসার এবং স্বর্গ, দুই মিশ্রিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যে সমাজে এখনও ধনের অহঙ্কার গৌরবের অহঙ্কার, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অহঙ্কার, ইত্যাদি গুরুতর পাপ সকল অ।স্ফালন করিয়া বেড়ায়, কিরূপে বলিব যে ইহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ। নিতান্ত কঠোর

হৃদয় মহাপাপীকেও যদি স্বর্গনিবাসী ভক্ত বলা যায়, তবেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকেও ভাষার অনুরোধে প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ বলা যায়। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে। ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তোমাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং অপবিত্র। যেখানে প্রত্যেক স্ত্রী ভগ্নী এবং প্রত্যেক পুরুষ ভাই এবং পরস্পর স্বর্গীয় প্রেমে সম্মিলিত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে বাস করেন তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত দূর প্রভেদ, যেমন আলোক এবং অন্ধকার। যে সকল নরনারী ধর্ম্মেতে স্বাধীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাঁহারাই কেবল যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করিবেন। তাঁহারাই জগৎকে স্বর্গধাম অথবা প্রেমধামের ছবি দেখাইবেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ বলিলে অযথার্থ বলা হয়, কেন না এখন কতকগুলি লোক সেই ব্রাহ্মসমাজ আনিবার জন্য কেবল চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি কিয়ৎ পরিমাণেও আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই? হাঁ হইয়াছে! আমাদের জীবনে সেই প্রেমপরিবারের কিঞ্চিৎ ভাব আসিয়াছে; কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ অল্পস্থায়ী যে তাহাতে কোন মতেই আমাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারি না। অতএব বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ যেমন কখন কখন যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা আবার তেমনই অব্রাহ্মসমাজ। যখনই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ না করিয়া, নিজের

স্বার্থ অন্বেষণ করি, মনুষ্যের প্রেম অভিলাষ করি, তখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং ব্যভিচারী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্খলিত হই। যে যখনই কোন পাপ চিন্তা, কিংবা কোন পাপ কার্য্য করিতেছে সে তখনই অব্রাহ্ম হইতেছে। যাহার বিশ্বাস, প্রীতি এবং উৎসাহ যত অল্পকাল স্থায়ী, সে তত অল্প পরিমাণে ব্রাহ্ম। আমরা মনে করি চল্লিশ বৎসর অগ্নিময় উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিলাম, এখন বয়স হইয়াছে, একটু নিরুৎসাহ হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি। আগে প্রেমময়ের নাম শুনিবামাত্র চক্ষে প্রেমধারা বহিত, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম শুনিলে মন উৎসাহপূর্ণ হইত, কিন্তু এখন আর সেই বালকত্ব এবং যৌবনের বলবীর্য্য নাই, এখন প্রাচীন এবং প্রবীণ হইয়াছি, চারি দিক্ দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ে তেমন নব অনুরাগ এবং উৎসাহ নাই সত্য; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব অতি গূঢ় এবং গভীর হইয়া আসিতেছে, এখন বিশ্রামের দিন; আমাদের আর তেমন উৎসাহ উদ্যমের দিন নাই। যাঁহারা একথা বলিতে পারেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহাদের অনুরাগ উৎসাহ এরূপ অস্থায়ী, তাঁহারা কখনই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের নিজের কল্পিত; ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানগণের সহিত যথার্থ যোগ হইতে যে প্রেম উৎসাহ বিনিঃসৃত হয়, সেই নিত্য প্রেম উৎসাহে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। পৃথিবীর লোকদিগের

ন্যায় স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহারা অল্পকাল উৎসাহী; কিন্তু ইহা ব্রাহ্মের লক্ষণ নহে। প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্ম নব উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত দেশ দেশান্তরে যাইয়া কিছু কালের জন্য ঈশ্বরের জীবন্ত সত্য সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব এবং ক্ষমতা দেখিয়া মনুষ্য সকল মোহিত হইল। সাধু সাধু প্রচারক বলিয়া চারিদিকে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি উঠিল। সংবাদ পত্র সকল তাঁহার জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল; কিন্তু কিছু দিন পর দেখ কোথায় তাঁহার সেই অনুরাগ, কোথায় তাঁহার সেই উৎসাহ, ক্রমে ক্রমে সকলই শুকাইয়া গেল, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এই ব্যক্তি কি জন্য এত দূর উঠিয়া আবার পড়িয়া গেল? পৃথিবীকে ঠকাইয়া ইনি আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই কি এই পতনের কারণ নয়? অতএব, বন্ধুগণ, কিছু দিনের উৎসাহে তোমরা বিশ্বাস করিও না, কেবল উৎসাহ হইলে হইবে না, কিন্তু চিরস্থায়ী উৎসাহ চাই, বিষয়ী-দিগের মধ্যেও উৎসাহ আছে, বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা রাত্রি দুঘণ্টা পর্য্যন্ত কার্য্য করে; কিন্তু সেই উৎসাহের মূল অল্পকাল স্থায়ী স্বার্থ। ব্রাহ্ম হইয়াও যদি তোমরা কিছু কালের জন্য সেইরূপ স্বার্থমূলক প্রেম উৎসাহ দেখাইয়া আবার নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হও, জগতের কে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? যথার্থ ব্রহ্মরাজ্যে প্রেম এবং উৎসাহ এরূপ চঞ্চল এবং অস্থায়ী নহে। ব্রহ্মপ্রেরিত প্রেম এবং উৎসাহের আড়ম্বর অতি অল্প: কিন্তু

তাহা চিরস্থায়ী। এমন কত লোক আমরা দেখিলাম, যাঁহারা পিতা মাতার আর্ত্তনাদ শুনিয়াও বীরের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে আবার তেমনিই উৎসাহের সহিত পৌত্তলিকদিগের পদানত হইয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহা কি ব্রাহ্মের উৎসাহ? বস্তুতঃ যাঁহার যে পরিমাণে স্থায়ী জ্ঞান, স্থায়ী প্রেম, এবং স্থায়ী উৎসাহ, সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। পাপ করিয়া এক মাস অনুতাপ না করিয়া যে থাকিতে পারে, অথবা উপাসনা না করিয়া যে সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে পারে, কে বলে সে ব্রাহ্ম। হৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিয়া যে কতকগুলি মুখের কথা বলিয়া উপাসনা করে, সে কথনই ব্রহ্মোপাসক নহে। ঈশ্বর এবং জগৎ উভয়ের কাছে সে ধূর্ত্ত এবং প্রবঞ্চক। ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়া কেহ যেন কদাচ অনুতাপশূন্য হইয়া হাস্য না করে। দশ বৎসর উৎসাহের সহিত উপাসনা করিলাম, ক্রমে তাহা নীরস হইয়া আসিল, এবং অবশেষে উপাসনা ছাড়িয়া দিলাম, ইহা ব্রাহ্মের অবস্থা নহে। উৎসাহ সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ। উৎসাহ চলিয়া যাওয়া আর ধর্ম্মজীবন নষ্ট হওয়া একই কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎসাহ গাঢ়তর এবং বৃদ্ধি না হয়, তবে তাহা কথনই ব্রাহ্মের উৎসাহ নহে। তোমরা স্বীকার কর না কর, হে উৎসাহহীন 'ব্রাহ্মগণ, তোমাদের ম্লান মুথ বলিয়া দিতেছে যে তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ এবং নিরুৎ-

সাহ হইয়া পড়িয়াছ ; কেন আর তোমাদের অন্তরের দুরবস্থা ঢাকিয়া রাখ ; কেন আর ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার কর ? যখন আবার ঈশ্বরে জীবিত এবং জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তখন ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিও। যথার্থ উৎসাহ পাঁচ বৎসরের নহে ; তাহা চিরকালের। যাহারা বলে আমরা এখন নিরুৎসাহ, কেন না আগে আমাদের খুব উৎসাহ ছিল ; এখন প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু আমরা প্রশংসার পাত্র, তাহারা ব্রাহ্মনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মনে কর, আমি যদি বলি কাল আমি সুস্থ ছিলাম, আজ কেমন রোগী হইয়াছি, কাল আমি ভাল ছিলাম, আজ কেমন মন্দ হইয়াছি, দেখ এই জন্য আমাকে সুখ্যাতি কর, এ সকল কথা শুনিয়া তোমরা কি মনে করিবে ? অতএব যখন দেখিবে হৃদয়ে প্রেম নাই, উৎসাহ নাই, তখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া ধর্ম্মের গৌরব পাইতে ব্যাকুল হইও না ; কিন্তু কাতর প্রাণে যথার্থ ধর্ম্মজীবনের জন্য প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিও, যাহারা এক বার জাগিয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তাহারা কেন ধর্ম্মাভিমান করিবে। এক বার ভাল হইয়া যাহারা আবার মন্দ হয়, এক বার প্রেমিক হইয়া যাহারা আবার শুষ্ক হয়, তাহারা কেন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়। অতএব তুমিও ব্রাহ্ম নহ আমিও ব্রাহ্ম নহি ; কিন্তু আশা আছে যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা চিরকালের জন্য ব্রাহ্ম হইব, ইহলোকে কিংবা পরলোকে নিশ্চয়ই আমরা চিরদিনের জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব। অস্থায়ী প্রেম এবং অস্থায়ী

উৎসাহ লইয়া কেহই আর অধিক দিন জগৎকে ঠকাইতে পারিবে না, ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর চিহ্নিত প্রেম, এবং ঈশ্বর চিহ্নিত উৎসাহ চাই, সেই প্রেম, সেই উৎসাহ কখনই শুষ্ক হয় না। স্বার্থের অনুরোধে যাহারা কিছু দিনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রেম এবং উৎসাহ বন্ধক দেয় এবং ঈশ্বরের গৃহে যাহারা এইরূপে প্রেমের বিনিময় এবং বাণিজ্য করিতে চায়, তাহাদের দ্বারা কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইতে পারে না। কত লোক দেখিলাম যাহারা কিছু দিন ধর্ম্মের জন্য বীরত্ব এবং পরাক্রম দেখাইয়া অবশেষে নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়া মহাশীতল হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে আর তাহাদের নাম পর্য্যন্ত নাই। অতএব, বন্ধুগণ, সাবধান হও, নিঃস্বার্থ হইয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন কর, উৎসাহের সহিত পরোপকার করিতেছ বলিয়া বেতন চাহিও না, তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিতে অধিকার পাইতেছ ইহাই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। যদি এইরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া, ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিতে পার তাহা হইলে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় তোমাদের প্রেম এবং উৎসাহ চির উজ্জ্বল এবং চিরস্থায়ী থাকিবে, এবং তোমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই পিতার প্রেমপরিবার সংগঠিত হইবে।

সত্যানুসরণ।

রবিবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

ব্রাহ্মদিগের আর একটী দোষ এই যে, মিথ্যা সর্ব্বদাই প্রবলভাবে ইহাঁদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রাহ্ম হইয়া যথার্থই আমরা সত্যের রাজ্য হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছি একথা শুনিলে আপাততঃ ভীত এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রকার অসত্য এবং কল্পনা বিরাজ করিতেছে। অনেক প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মেরা ছায়াকে সত্য এবং সত্যকে ছায়া বলেন। ইহাঁদের মধ্যে মিথ্যার যেরূপ প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে যথার্থতা এবং সবলতা অনেক দূরে রহিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা উচ্চ এবং গভীর এই জন্য যে, ইহা সত্য ধর্ম্ম; এবং ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর যথার্থ সত্য ঈশ্বর। যিনি জগতের যথার্থ ঈশ্বর, তিনিই ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর, অণুমাত্র অসত্য ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পায় না। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা বুঝিতে পারেন যে, যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা মিথ্যা, কল্পনা তাহা কখনই ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে, অতএব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও ব্রাহ্মদিগের উপর এই গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে যে, তাঁহাদিগকে সত্যের অনুসরণ করিতেই হইবে ব্রাহ্মের প্রথম প্রার্থনা এই "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে

লইয়া যাও,” সত্যেই আত্মার মুক্তি, সত্যেই জগতের পরিত্রাণ। যখন যাহা কিছু অভ্রান্ত সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র, তখন আমাদিগের নিকট ঈশ্বর কি চান্ এবং জগৎ কি প্রত্যাশা করে? সত্য! সকল বিষয়ে ব্রাহ্মকে সত্য পালন করিতে হইবে। কি তাঁহার চিন্তা, কি তাঁহার বাক্য, কি তাঁহার কার্য্য কিছুই অযথার্থ হইতে পারে না। মিথ্যার সঙ্গে ব্রাহ্মের কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না। অসত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার পাওয়াই ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই প্রত্যাশিত অবস্থা বহু দূরে রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এবং জগতের অনেক উপকার করিতেছেন সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি ইহাঁদ্বারা পৃথিবীতে একটী সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। এখনও ব্রাহ্মেরা বদ্ধপরিকর হইয়া সম্পূর্ণরূপে অসত্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সত্যের প্রতি যথার্থ সম্মান না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দূর হইবার নহে। বন্ধুগণ, সকলেই সত্যের জন্য জগতে আসিয়াছ, অতএব আর মিথ্যাবচন কহিয়া জীবন বিনষ্ট করিও না, সত্য তোমাদের লক্ষ্য, সত্য তোমাদের শাস্ত্র, সত্য তোমাদের উপাসনাপ্রণালী, সত্য তোমাদের মন্ত্র। সত্য তোমাদের জিহ্বার ভূষণ হউক, সত্য তোমাদের মনের চিন্তা, হৃদয়ের প্রেম, এবং প্রাণের প্রাণ হউক। সত্যে তোমরা জীবিত হও, সত্যে তোমরা সন্তরণ কর, এবং সত্যে অবস্থিতি করিয়া তোমরা সুখশান্তি এবং

পরিত্রাণ উপভোগ কর। এইরূপে যখন এক এক জন ব্রাহ্ম সত্যের অবতার হইবেন, তখনই বুঝিব যে, পৃথিবীতে যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, তোমাদের বিশেষ কার্য্য কি? প্রাণপণে অসত্য চূর্ণ করা এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করা, এ কথা বলি না যে, তোমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সমুদয় এবং পূর্ণ সত্য জানিতে হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে তোমরা সত্য জানিয়াছ, তাহা পালন করিতে তোমাদের লক্ষ্য আছে কি না, এক বার তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে ধর কথা,—জগতে সর্ব্বপ্রথমে তোমাদের কথার বিচার হয়। তোমরা যথার্থই সত্যবাদী কি না জগতের লোক ইহাই সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে। অতএব সমস্ত দিন তোমরা কি ঈশ্বর, কি মনুষ্যের নিকট যে সকল কথা উচ্চারণ কর তাহার মধ্যে মিথ্যা থাকে কি না তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। অনৃতবচনের অপরাধে তোমরা কি পরিমাণে অপরাধী এক বার বিচার করিয়া দেখ। অনৃতবচন কি? মনের ভাব গোপন করিয়া রসনায় যে তাহার বিপরীত কথা বলা তাহাই অনৃতবাক্য। আন্তরিক কুটিলতা ভিন্ন রসনা কদাচ কপট ব্যবহার করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের নিকট যে সকল কথা বলিয়া তাঁহার আরাধনা এবং প্রার্থনা কর, সাবধান হইয়া দেখিবে যে তাহা সরল কি না? মুখে বলিলে পাপের জ্বালায় অস্থির হইলাম, কিন্তু অন্তরে যদি পাপতাপ

না থাকে, তবে তোমরা তাঁহার নিকট মিথ্যাবাদী হইলে। কথার অনুরোধে তোমাদের মিথ্যা বলিবার অধিকার নাই। সঙ্গীত করিবার সময়েও পদ কিংবা সুললিত স্বরের অনুরোধে তোমরা মনের বিপরীত কথা বলিতে পার না। ব্রাহ্ম যিনি ঠিক অন্তরে যে ভাব তাঁহার রসনা বাক্য দ্বারা তাহাই বাচনা করিবে। অন্তরে প্রেম নাই, পুণ্যভাব নাই, কিন্তু উপাসনা কি সঙ্গীতের সময় দেখাইলে যেন তুমি কতই প্রেমিক এবং কতই পুণ্যবান্, এই কপটতা এবং অনৃতবাক্যের শাস্তি নিশ্চয়ই তোমাকে সহ্য করিতে হইবে। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার সময় যেমন লোক সতর্ক হয়, তোমাদিগকে তেমনি ঈশ্বর এবং জগতের নিকট সতর্ক থাকিতে হইবে। তোমাদের কথাতে সামান্য পরিমাণেও অসত্য আসিতেছে কি না, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমাদের কথায় যদি প্রবঞ্চনা থাকে, তবে কাহারও নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিও না। অসত্যের ছায়া যেখানে, সেখানেও তোমরা যাইতে পার না। অতএব যেখানে পূর্ণ এবং অমিশ্রিত সত্য এবং সত্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানেই তোমাদের রসনা বাস করিবে। বক্তৃতার আড়ম্বরে ব্রাহ্মেরা অনেক কথা বলিয়া ফেলেন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহার মধ্যে যদি একটী কথাও অসত্য থাকে, তোমাদের উৎসাহ দেখিয়া ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিবেন না। ঈশ্বর যদি অসত্য উপেক্ষা করিতে পারেন, তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাঁহার প্রধান স্বরূপ

এই যে, তিনি সত্যস্বরূপ। ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ,—তোমাদের চিন্তা কি যথার্থই সত্যের অনুসরণ করে? চিন্তাসম্পর্কে অসত্য কি? কল্পনা! ঈশ্বর এবং মনুষ্য-সম্পর্কে কি তোমাদের মনে কোন প্রকার কল্পনা হয় না? যদি কখনও মনে কর, ঈশ্বর বুঝি এখানে নাই, তখনই তোমাদের মন ঈশ্বরসম্পর্কে দূষিত কল্পনার অধীন হইল। যখনই কেহ মনে করিলেন, এই সংসারই সার এবং ইহাতেই সকল প্রকার সুখ শান্তি মিলে, তখনই অলীক চিন্তা তাঁহার মনকে স্পর্শ করিল। পৃথিবীর নরনারীসম্পর্কে কি তোমাদের কোন প্রকার অপবিত্র কল্পনা হয় না? কত লোকের নিকট তোমরা কল্পিত সুখ প্রত্যাশা কর, কত লোকের বিরুদ্ধে তোমাদের মিথ্যা চিন্তা সকল রহিয়াছে, এ সকল দেখিয়া কি তোমাদের লজ্জা হয় না? মোহ, মায়া, সংসার, পাপ ইত্যাদি বড় বড় শব্দ দ্বারা হৃদয়ের দোষ ঢাকিলে কি হইবে? বাস্তবিক যে তোমাদের অন্তরে নরনারীসম্পর্কে অনেক অসার কল্পনা রহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সরলভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। কখনও মনে করিও না যে, এ সমুদয় মিথ্যা চিন্তার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে দণ্ড দিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। তিনি দেখিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এখনও পর্য্যায়ক্রমে অসত্য চলিতেছে, এখনও তোমাদের হৃদয় মিথ্যাকে আলিঙ্গন করিয়া অসাড় এবং অচেতন হইয়া রহিয়াছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কল্পনা

বৃথা আশা ইত্যাদি তোমাদিগকে অলস এবং জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস এবং সচ্চিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। সন্দেহ এবং চঞ্চলতাই ব্রাহ্মদিগের মহাব্যাধি। সন্দেহে যথার্থকে মিথ্যা মনে করা হয়। ঈশ্বর পরলোক এ সমুদয় মূলসত্যসম্পর্কে যাহার সংশয় হয়, তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই পাপগরলে জড়িত। ঈশ্বর আছেন, আত্মা অমর, ইহাতে অনুমান কি? যাহা সত্য তাহাতে দৃঢ় এবং অটল বিশ্বাস চাই। ইহা বলা হইতেছে না যে, ভূতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, এবং ধর্ম্মতত্ত্বসম্পর্কে যত সত্য আছে তোমরা সমুদয়ই জানিবে, কিন্তু যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাতে কখনও অণুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে না। যদি এক বার জানিয়া থাক, ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে স্বর্গীয় বল বিধান করেন তাহা দ্বারা কি ক্ষুদ্র কি বড় সমুদয় রিপু পরাস্ত হয়, তবে আর কখনই অনুমান করিতে পারিবে না; বুদ্ধি সংশয়ের বলের নিকট ইহা পরাজিত হইবে। যে মনে করিল ঈশ্বরের ক্ষমতা অল্প, পৃথিবীর ক্ষমতা অধিক, অথবা পাপের ক্ষমতা অধিক, পুণ্যের ক্ষমতা অল্প, সেই মরিল। কিন্তু যে ক্রমাগত বলিতেছে, স্বর্গের বল অধিক, প্রত্যেক পদে তাহার জয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমরা অনুমান এবং মিথ্যা চিন্তাকে পরিত্যাগ কর।

তৃতীয়তঃ,—তোমাদের অনুষ্ঠান কি অনেক সময় মিথ্যা হয় না? অনেক সময় কি তোমরা লোকভয়ে বিশ্বাস এবং ভাবের

বিপরীত কার্য্য করিতে বাধ্য হও না ? মনে ভাব নাই, অথচ বন্ধুর অনুরোধে উপাসনা করিতে বসিলে, হয়ত শরীর উপাসনার জন্য ভাণ করিতেছে, মস্তক ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছে ; কিন্তু যথার্থতঃ মন সংসারের পদানত। ইহা কি সত্য কার্য্য, না সদনুষ্ঠান ? পাড়ার সকল লোক বলিতেছে, তোমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া বসিয়াছ ; কিন্তু তোমাদের মন কি যথার্থই ব্রহ্মমন্দিরে রহিয়াছে, না অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেছে ? কার্য্য এক প্রকার এবং ভাব অন্য প্রকার হওয়া উচিত নয়, ইহা কি তোমরা জান না ? অতএব যখন উপাসনার সময় প্রণাম কর, সাবধান লোক দেখাইবার জন্য প্রণত হইও না। যেমন ঈশ্বরসম্পর্কে তেমনই মনুষ্যসম্পর্কে। মনে ভাব নাই অথচ মনুষ্যকে প্রণাম কিংবা আলিঙ্গন করা নিতান্ত ভীরুতা এবং নীচতার লক্ষণ। প্রণাম কিংবা আলিঙ্গন যদি শ্রদ্ধা এবং প্রেমব্যঞ্জক না হয়, সেই কপট ব্যবহারে প্রয়োজন কি ? দয়া অল্প পরিমাণে হইয়াছে, দেখাইলাম যে অনেক হইয়াছে ইহাতে লাভ কি ? অতএব সকল প্রকার বাহিক অনুষ্ঠান, এবং সামাজিক ব্যবহারসম্পর্কে তোমাদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে মিথ্যা অনুষ্ঠানের কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয় তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, যদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চাও তবে মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা চিন্তা, এবং মিথ্যা কার্য্য সম্পূর্ণরূপে দূর

করিয়া দাও। আমরা যে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যার অন্ধকূপে ডুবিলাম, শত শত ভাই ভগিনী যে মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা বাক্য, এবং মিথ্যা কার্য্যে বিবেককে নিস্তেজ করিয়া আত্মার চৈতন্য বিনাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমাদের ক্রন্দন কবিতে ইচ্ছা হয় না? ব্রাহ্ম যাহা করেন তাহা হৃদয়ের ভাব হইতে। যেমন বিশ্বাস তেমন কার্য্য। ইহার বিপরীত হইলেই ব্রাহ্ম-সমাজ কলঙ্কিত হইবে। আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য যদি অসৎ হয়, কাজেই আমরা ঈশ্বর এবং জগতের নিকট বিশ্বাস-ঘাতক হইব, এবং তাহা হইলে কে আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? অতএব সকল বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে, অবশেষে সত্যই আমাদিগকে রক্ষা করিবে, এবং সত্যই আমাদের পরিত্রাণ হইবে। প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক ভগ্নী এমন শাসন করুন যাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে শীঘ্র অসত্য এবং অসরলতা চলিয়া যায়। ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকার কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জগৎ বিশ্বাস করিবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, তাঁহাব কথা অগ্রাহ্য করে। যদি এরূপে সত্যপরায়ণ না হইলে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইল? জিহ্বাকে এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার জড়তা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। মিথ্যা বলিতে পারি এরূপ মনে করাতেও পাপ। ঈশ্বরকে সত্যরূপে এবং তাঁহার সন্তান-দিগকে ঠিক ভাই ভগ্নীরূপে বরণ করিতে হইবে। এ সকল-সম্পর্কে এমনি শাসন বিস্তার কর যে, সকলের শাসনে অনু-

শাসিত হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে সত্য সাধন করিতেই হইবে। অভক্ত হইয়া কেহই মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্ত বলিয়া ভাণ করিতে পারিবে না। এইরূপ কপট ব্যবহার করিয়া দেখিলাম কত যুবা মরিয়া গেলেন। তাঁহারা নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রথম প্রথম উচ্চতম শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গীত এবং উপাসনায় সমান ভাবে যোগ দিতে বাঞ্ছা করিতেন; কিন্তু হৃদয়ের অসারতা কত কাল গোপন থাকিতে পারে, অচিরেই তাঁহারা সেই প্রবঞ্চনার বিষময় ফল লাভ করিলেন। সমুদয় বাহিরের উৎসাহ হারাইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। অতএব সকলেই সরল অন্তরে সত্যের অনুসরণ কর। ঈশ্বর সত্যের রাজা, তিনি সত্যবাদী, সচ্চিন্তাশীল, এবং সদনুষ্ঠায়ীদিগের মস্তকে নিশ্চয়ই জয়মুকুট দিবেন।

প্রেমের শাসন।

রবিবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

সত্য যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশেষ লক্ষণ ও ভূষণ হয়, প্রেম ইহার আর একটী প্রধান ভূষণ। সত্য ধর্ম্মই প্রেমের ধর্ম্ম। সত্য এবং প্রেম এই দুয়ের সমষ্টিতেই অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন, এবং এই দুটী লক্ষণের দ্বারাই আবার ইহার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের মিল। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং

যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে সত্য আছে, সেই পরিমাণে তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ উদারতা এবং প্রশস্ততা। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, যাঁহার অন্তরে যে পরিমাণে সত্য সে পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। কি কথাতে, কি চিন্তাতে, কি কার্য্যেতে যিনি যে পরিমাণে অসত্যেব অনুসরণ করেন, সেই পরিমাণে তিনি অব্রাহ্ম। অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই শীঘ্র সকল প্রকার অসত্য দূর করা কর্ত্তব্য, ইহা গত রবিবারে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম যেমন সত্যেব অনুসবণ কবিবেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তাঁহাকে প্রেম সাধন কবিতে হইবে, জগতের নরনারী দিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমে সম্মিলিত হইবার জন্য তিনি ঈশ্ব-রেব নিকট দায়ী। যে পবিমাণে তিনি প্রেমিক সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন দুটী অঙ্গী-কাব কবিয়াছ, একটা কায়মনোবাক্যে সত্যপালন, দ্বিতীয় প্রেমসাধন। এই দুটী অঙ্গীকাব পালন ভিন্ন ধর্ম্মগৃহে প্রবেশ করিবাব অধিকাব নাই। জিতেন্দ্রিয় হও, পিতা মাতাকে ভক্তি কব, এ সকল উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ কি? পিতামাতাব অবাধ্য এবং অসচ্চরিত্র হওয়া সকলেবই পক্ষে পাপ; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা কি জন্য বিশেষরূপে চিহ্নিত? এই জন্য যে তাহারা সত্য এবং প্রেম এই দুই একত্র সাধন করিবেন। ইহাই ব্রাহ্ম-জীবনের প্রধান লক্ষণ। সত্য এবং প্রেম অথবা পবিত্রতা এবং উদারতা এই দুটী বিশেষ লক্ষণ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম

জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জীবন দেখিয়া, সাবধান, কেহই ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ মনে করিও না। পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ প্রেমই ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ অবস্থা। এখনও ব্রাহ্মসমাজের সে অবস্থা আসে নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে এই পূর্ণ আদর্শের ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই আসিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি দৃঢ়রূপে এই দুটী লক্ষণ সাধন করেন, তবে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দূর হয়। প্রত্যেকে যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন, সত্য চিন্তা, সত্য কথা, এবং সত্য কার্য্য করিব, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমচিন্তা, প্রেমালাপ এবং প্রেমকার্য্য করিব, তবে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে পুণ্য পথ পরিষ্কার হইবে। সে ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতার নহে, ইংলণ্ডের নহে, যাহা সময়ে কিংবা স্থানে বদ্ধ নহে; কিন্তু যাহা সমস্ত জগতের, এবং যাহা ঈশ্বরের ব্রাহ্মসমাজ, তাহার আদর্শ কখনই অপূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণ সত্যের আকর না হইলে যেমন ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না, সেইরূপ যদি তাঁহার প্রেম খসিয়া পড়ে, আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। আমবা অসত্য এবং অপ্রেমের উপাসক নহি, আমরা যাঁহাব উপাসনা করি, তিনি অনন্ত সত্য এবং অনন্ত প্রেমের আধার। তিনিই আমাদের অন্তরে সত্য এবং প্রেম, এই দুই একত্র স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মের রসনা যেমন সত্য বলিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ইহা প্রেমবাক্য বলিবে। ব্রাহ্মজীবনে এই দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে এই

ছয়ের একত্র সাধন দেখা যায় না। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, কেহ সত্যের দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া প্রেমের দিক্ হারাইয়াছে, কেহ প্রেমের দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া সত্যের দিক্ হারাইয়াছে। এইরূপে প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই আংশিক উন্নতি দেখিতে পাইবে। কেহ দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, সেই দোষী ভ্রাতাকে কাটিয়া ফেলিল, কেহ ভ্রাতাকে ভালবাসিতে গিয়া তাহার পাপকে প্রশ্রয় দিল। এইরূপে প্রেমবিহীন পবিত্রতা এবং পবিত্রতাহীন প্রেম জগতের যে কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে কাহার সাধ্য তাহার পরিমাণ করে? দোষ নাই এমন মনুষ্য কোথায়? দোষ দেখিলেই জগতের লোকে সেই দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারে না। দোষের প্রতি উদাসীন থাকা মনুষ্যের স্বভাব নহে। ভাই ভগিনীদের দোষের প্রতি উদাসীন থাকিব, সুন্দর এবং মধুর কথায় কেবল তাঁহাদের মন তুষ্ট করিব, সহস্র দোষ দেখিলেও কিছু বলিব না, ইহাই যদি আমাদের প্রকৃতি হইত এবং ইহা যদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম হইত, তবে সকল পাপী যার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, কেন না প্রত্যেকে জানিত আমি যত কেন অপরাধ করি না, ভাই ভগিনী বলিয়া সকলেই আমাকে ভালবাসিবে এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে; কেহই কোন স্থানে আমার গ্লানি প্রকাশ করিবে না। কিন্তু ব্রাহ্ম যত কেন প্রেমের উপাসক হউন না, তিনি আবার সত্যের

উপাসক। অসত্য, প্রবঞ্চনা, কপটতা ইত্যাদিকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। জ্বলন্ত অগ্নির মত সতেজ হইয়া তিনি ভাই ভগিনীদের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ করেন। কিন্তু পবিত্রতার অনুরোধে কি আমারা পাপীদিগকে দূর করিয়া দিতে পারি? না আবার আমিরা পাপীদিগকে ভালবাসিতে গিয়া পাপের সাগরে ডুবিতে পারি? যাই কোন ব্যক্তি একটী মিথ্যা কথা বলিল, অমনই তাহাকে সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করিলাম; যাই কাহারও অহঙ্কার দেখিলাম অমনই ভয়ানকরূপে তাহাকে আক্রমণ করিলাম, এবং যাই কাহারও ইন্দ্রিয়দোষ আছে জানিলাম, অমনই প্রহার করিতে করিতে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিলাম, সে বাচিল কি মরিল তাহাতে আমার ভ্রূক্ষেপও নাই। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের জন্য এক জনকে মারিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? অথবা ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য কএক জন ভাই ভগিনীকে হারাইলাম তাহাতেই বা দুঃখ কি? পুত্র কন্যার বিবাহোপলক্ষে জাতি রক্ষা করিতে গিয়া যাই কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিল, তখনই তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনেকে বলিতে লাগিল এইরূপ কপট ধূর্ত্ত ব্রাহ্মের মুখ দেখা পর্য্যন্ত পাপ। তিল তাল হইয়া উঠিল! ফলতঃ সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ এত দূর যাইতে পারে যে, যদি অপরাধী ভ্রাতার মৃত্যু হয় তথাপি তাহার ক্ষতি বোধ হয় না। ভাই ভগিনী সকলেই যে এক সাধারণ শরীরের অঙ্গ,

কেহ চক্ষু, কেহ কর্ণ, কেহ হস্ত, ইহা আর তখন স্মরণ থাকে না। চক্ষু যদি রুগ্ন হয় তাহা উৎপাটন করিতেই হইবে। যিনি সুচিকিৎসক তিনি হয়ত কিছু কাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু যখন রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া এত দূর প্রবল হইল যে, রোগীর প্রাণ থাকা সংশয়, তখন তাঁহার মতেও আর সেই রুগ্ন চক্ষু রাখা যায় না। সেইরূপ এক জন কপট ব্যক্তি থাকিলে যদি ব্রাহ্মসমাজ দূষিত হয়, অথবা এক জন জঘন্যচরিত্র নারী থাকিলে যদি সমস্ত নারীজাতি কলঙ্কিত হয়, তাহাকে দূর করিতেই হইবে। মানুষ থাকুক আর নাই থাকুক, পাঁচ জন লোক বাঁচিবে কি মরিবে, এই ফলাফল ব্রাহ্মেরা বিবেচনা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিতেই হইবে। বাস্তবিক এরূপ যাঁহাদের ভাব, তাঁহারা কখনই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন না। যাঁহারা বলেন, লোককে পাই আর না পাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেই হইল, তাঁহারা কদাচ ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহেন। সত্যের সঙ্গে যদি প্রেমের বিবাদ হয় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য নহে। সত্য কি? পূর্ণ সত্য। প্রেমবিহীন সত্য অসত্য, এবং সত্য-বিহীন প্রেম অপ্রেম। যেমন ঈশ্বর ছাড়া প্রেম হইতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বর ছাড়া সত্য হইতে পারে না। সত্যের উৎস ঈশ্বর! প্রেমের উৎস ঈশ্বর! প্রেম সত্য তাঁহা হইতে একত্র আসিতেছে। সত্য বিহীন প্রেম ভয়ানক বিষ, অতএব অসত্য দিয়া যদি জগৎকে ভালবাসিতে চাও,

তুমি জগতের মহাশত্রু। মা যদি বিষ জানিয়া সন্তানকে বিষ দেন তিনি কি মা? জগতের প্রতি যদি তোমাদের যথার্থ হিতৈষণা থাকে, তবে তোমরা কখনই অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে পার না। জগৎকে যে অসত্য দেয়, সে অপ্রেম দেয়। প্রেম কি? যথার্থ শুভ ইচ্ছা। অতএব জগতের প্রতি যার শুভ ইচ্ছা আছে, সে কি জানিয়া শুনিয়া অসত্য পাপকে প্রশ্রয় দিতে পারে? ধন্য সেই পিতা যিনি আরও দৃঢ়তররূপে বুকে বাঁধিবার জন্য সন্তানের প্রতি কঠোর শাসন করেন। সেইরূপ ধন্য সেই ব্রাহ্ম, সেই আচার্য্য, অথবা উপাচার্য্য, কিংবা প্রচারক, যিনি কাহারও দোষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রাণের ভাই ভগিনী অসত্য আচরণ করিতেছে ইহা দেখিলে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আর এক ব্যক্তি পাপ করিতেছে, আমার কি, আমিত আর প্রচারকের পদ গ্রহণ করি নাই যে, লোকের কিসে পরিত্রাণ হইবে, কেবল তাহাই ভাবিব, প্রকৃত ব্রাহ্মের মুখ হইতে কদাচ এরূপ বিষ বহির্গত হইতে পাবে না। কোন ভ্রাতার মনে অধর্ম্মের অনল জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী, পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব সকলেই জ্বলিতে লাগিল, ইহাতে যে উদাসীন থাকিতে পারে সে ঘোর পাষণ্ড, সে কখনই ব্রাহ্ম নহে। যাহার অন্তরে অণুমাত্র ভক্তি অনুরাগ আছে, সে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিবে, ঈশ্বর আমার হাতে ভার দিয়াছেন, আমি কাহারও দোষে প্রশ্রয় দিব না। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ কঠোর

শাসন আরম্ভ করে ; কিন্তু কাহারও ক্রোধান্ধ হইবার অধিকার নাই। প্রেম বলিতেছেন "পাপীকে ফিরাইয়া আন এবং যখন তুমি অন্যের দোষ সংশোধন করিবে সাবধান বিচাপতির আসন গ্রহণ করিও না। কেন না ঈশ্বর ভিন্ন উহাতে আর কাহারও বসিবার অধিকার নাই।" পরস্পরের চরিত্র ভাল করিবার সময় সর্ব্বদা এইটী মনে রাখিবে যে, তুমিও সেই বিচারের অধীন ; এবং অতি সামান্যতম ব্রাহ্মও তোমাকে শাসন করিতে পারেন, এবং ক্ষুদ্রতম পাপকেও তুমি উপেক্ষা করিতে পার না ; কেন না সেই গরল ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিতে পারে, এবং হয়ত সেই সামান্য চোর তোমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে। কিন্তু সাবধান দোষ বিনাশ করিতে যেন ভ্রাতার মৃত্যু না হয়। ভাইকে চিরকালই প্রেম এবং ক্ষমা করিতে হইবে। পাপী বিনীত হইয়া যখন অকৃত্রিম অনুতাপ করে, এবং সেই অনুতাপ-জল হইতে পুণ্যফল ফুটিবে যখন এই আশা থাকে, তখন পাপীকে ক্ষমা করা সহজ ; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ করিতেছে, অথচ ধর্ম্মসাধন এবং উপাসনাকে বালকত্ব এবং বাতুলতা বলিয়া উপহাস করে এবং অনুতপ্ত না হইয়া বরং আপনার পাপকার্য্যে দম্ভ করে তাহাকে ক্ষমা করা কঠিন ; কিন্তু, ব্রাহ্মগণ, এ সকল ব্যক্তিকেও ক্ষমা করিতে হইবে, কেননা যদি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর, কত বার ক্ষমা করিবে, তিনি বলিবেন যতবার আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করি। লক্ষ বার তুমি

পাপ করিয়াছ লক্ষ বার তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। যদি তাঁহার প্রকৃতি অনুকরণ না কর, তবে কিরূপে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবে? কোন ক্ষমাবিহীন অসুর আমাদের হৃদয় গঠন করে নাই যে, ইহা চিরকালই অপ্রশস্ত থাকিবে। সহস্র পাপ করিলেও যিনি ক্ষুধার সময় অন্ন এবং তৃষ্ণার সময় জল দেন, এমন প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের পুত্র কন্যা হইয়া আর তোমরা পরস্পরকে অক্ষমানলে দগ্ধ করিও না। ভাই ভগিনীর দোষ দেখিলে রাগ করিও না কিন্তু দুঃখ কর। বিকারী রোগীকে দেখিয়া কি প্রতিবেশীরা রাগ করে, না দুঃখ করে? সেইরূপ যে ব্রাহ্ম পাপ করিয়াও দাম্ভিক হয় সে বিকারী ব্রাহ্ম। তাহাকে রোগী বলিয়া ক্ষমা কর, তাহার প্রতি দয়া কর। সকল অবস্থায় ঈশ্বরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জগতের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ কর।

উপাসনা।

রবিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

উপাসনাসম্বন্ধে আমাদের অনেক দোষ আছে যাহা শীঘ্রই সংশোধন করা আবশ্যক। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে উপাসনা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রত আর কিছুই নাই। মনুষ্যজীবনে উপাসনার ন্যায় গুরুতর ব্যাপার আর কি আছে? কেবল যে পৃথিবীর মনুষ্য উপাসনার অধিকারী তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা

ইহাতে যোগ দেন। উপাসনা সামান্য কার্য্য নহে, আমরা মনুষ্য হইয়াও ইহা দ্বারা স্বর্গে বসিবার অধিকার পাইয়াছি। উপাসনা দ্বারা পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের পরম সৌভাগ্য কি হইতে পারে? অতএব উপাসনাতে যদি অসত্য, অধর্ম্ম এবং কপটতা প্রবেশ করে, তবে আর আমাদের দুঃখের অবধি নাই। ঈশ্বরের কৃপায় উপাসনাশীল হইলাম, প্রতিদিন সজনে নির্জ্জনে উপাসনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছু কাল পরে আর উপাসনা ভাল লাগিল না, হৃদয়ের ভাব শুকাইয়া গেল; নিয়মের নিতান্ত বাধ্য হইয়া কোন মতে কতকগুলি অভ্যস্ত বাক্য বলিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উপাসনা সম্পর্কে এইরূপ যাহাদের অবস্থা, ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। যে উপাসনা দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উপস্থিত হয়, সেই উপাসনায় অধিকার পাইয়া যাহারা আবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাদের ন্যায় দুঃখী এবং হতভাগ্য আর কে আছে? কিন্তু অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্ম হইতে উচ্চতম ব্রাহ্ম পর্য্যন্ত এই দোষে দোষী। এত কাল সাধনের পর এখনও প্রত্যেক ব্রাহ্মের উপাসনা দোষমূলক রহিল, ইহা বাস্তবিক নিতান্ত লজ্জার বিষয়। আমাদের প্রতিজনের উপাসনা যদি ঠিক হইত, তবে হৃদয়ে যে নরকের এত দুর্গন্ধ তাহা অসম্ভব হইত। যে উপাসনা দ্বারা পাপের আসক্তি বিনষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং অনুরাগ

বৃদ্ধি হয়, আমাদের জীবনে যদি প্রতিদিন সেই উপাসনা হইত; তবে কখনই ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা থাকিত না। যথার্থ উপাসনা করিতেছি কি না কিরূপে জানিব? জীবনের দ্বারা। এত কাল উপাসনা করিয়া যদি এখনও পাপী এবং দুঃখী রহিলাম, তবে আমি কিরূপে বলিব যে আমার উপাসনা ঠিক হয়। ঈশ্বরের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে অপরাধী; কিন্তু সেই অপরাধরাশি হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে এক মাত্র ঔষধ উপাসনা তাহাই যদি আমরা প্রতিদিন ব্যবহার না করি, তবে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রণালী অনুসারে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করা উপাসনা নহে, কিন্তু যাহাতে পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে পহুঁছিতে পারি, এবং আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুখী এবং পবিত্র হই, তাহাই যথার্থ উপাসনা। যাঁহারা যথার্থ উপাসনা-শীল, কোন নরনারীর বিরুদ্ধে পাপ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, ববং তাঁহাদের উপাসনাবলে জগতের সমুদয় নর-নারী ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অচিরে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য আনয়ন করে। জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া ঘরে বসিয়া কেবল নিজের জন্য উপাসনা করা কখনই যথার্থ ধর্ম্মসাধন নহে। কেন না ঈশ্বর মনুষ্যকে একরূপ স্বার্থপর করিয়া সৃজন করেন নাই। যখন পৃথিবীর স্বার্থপরতাকেই আমরা ঘৃণা করি, তখন ধর্ম্মের নামে যাহারা কেবল নিজের স্বার্থ সাধন করে, তাহারা যে কত দূর ঘৃণিত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করে তাহা

আর বলিবার নহে। অন্যেরা পাপের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মরিয়া যাক্ তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমি একাকী ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিলেই হইল, যিনি এরূপ মনেও ভাবিতে পারেন, উপাসনাতত্ত্ব কি তিনি জানেন না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে, যাঁহার উপাসনা হয়, তিনি স্বভাবতঃ অপর ভাই-ভগিনীদিগকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইবেন। অতএব ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, যদি যথার্থই উপাসনাশীল হইতে চাও, তবে নির্জ্জনেতে প্রতিদিন উপাসনা করিতে হইবেই, আবার সময়ে সময়ে সামাজিক উপাসনাতেও যোগ দিতে হইবে; এবং উভয় স্থলেই সরল সাধকের ন্যায় সত্যভাবে উপাসনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কি জন্য উপাসনা করিবে সর্ব্বদা তাহা চক্ষের সমক্ষে স্থির রাখিবে। সংকল্প-বিহীন উপাসনা কথনই ব্রাহ্মোচিত কার্য্য নহে। তাড়াতাড়ি উপাসনা সারিয়া লইলেই হইবে না; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল উপাসনাপ্রণালী রক্ষা করিলে হইবে না, কিন্তু যে জন্য উপাসনা করিবে ঈশ্বরের নিকট তাহা চাহিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট যাহা চাই তাহা কথা প্রকাশ করিল; কিন্তু হৃদয়ের ভাব এবং জীবন তাহার প্রতিকূল, এরূপ কপট উপাসনায় কিছুই হইতে পারে না। উপাসনার সময় এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যত ক্ষণ ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে না পাইব, অথবা তাঁহার অভি-

প্রায় বুঝিতে না পারিব, তত ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। মনুষ্যজীবনে যদি উপাসনাই উচ্চতম কার্য্য হয়, তবে অন্য সকল কার্য্য ছাড়িয়া যাহাতে ভাল উপাসনা হয় সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম মনে করেন, কোন মতে উপাসনা সারিয়া দৈনিক কার্য্য করিতে হইবে, না তাঁহাদের ভাল উপাসনা, না ভাল মতে সাংসারিক সুখ, কিছুই লাভ হয় না। যিনি বলেন, প্রকৃত উপাসনা না করিয়া আমি কোন কার্য্যই করিব না, এবং জীবনেও তাহা সাধন করেন, কার্য্য এবং উপাসনা উভয়ই তাঁহাকে শান্তিদান করে। আমাদের প্রতিজনের উচিত, সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার যেন যথার্থ উপাসনা দ্বারা প্রাণকে শীতল করি। ঈশ্বরকে পাইব এবং তাঁহার প্রেমে মোহিত হইলে আমাদের চরিত্র ভাল হইবে, এই জন্য উপাসনা। সম্পূর্ণরূপে আমার পাপ চলিয়া যাউক, শীঘ্র সুখের জীবন আসুক, এই জন্য যদি প্রতিদিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা উপাসনা করেন, শুভ দিন শীঘ্রই আসিবে। উপাসনার প্রতি যাহাদের হৃদয় অনাসক্ত রহিয়াছে, তাহাদের দুঃখ কিরূপে দূর হইবে? প্রতিদিন উপাসনা না করাতে অনেকের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উপাসনার সময় যাহাদের কখনও নিদ্রা আসিত না, এখন তাহারা কখন উপাসনা শেষ হইবে, কখন উপাসনা শেষ হইবে এই কামনা করে। প্রতিদিন যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে কে বলিল, পাপী মনুষ্যের পক্ষে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন উপাসনাই

যথেষ্ট ; এইরূপ কুযুক্তি করিয়া তাহারা দৈনিক উপাসনার আবশ্যকতা অস্বীকার করে। উপাসনার প্রতি তাহারা এরূপ অনুরাগশূন্য, এবং উপাসনার সময় যাহারা এক বার পরলোক এবং এক বার স্ত্রী পুত্র পরিবার ইত্যাদি ভাবে, তাহাদের নিকট ঈশ্বর এবং পরলোক শীঘ্রই যে স্বপ্নের ব্যাপার হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? ব্রাহ্মদের দেবতা নিরাকার, বাহ্যজগতে তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, একমাত্র উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়, যখন আত্মা উপাসনাশূন্য হয়, তখন আর কিরূপে সে ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিবে ? যাই আমাদের উপাসনায় শিথিলতা হইবে, তখনই আমাদের মস্তকের উপর মহাবিপদ আসিবে। যে ব্যক্তি ভাববিহীন হইয়া কেবল কতকগুলি কথা দিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে পারে, সে কোন্ মহাপাতক না অনুষ্ঠান করিতে পারে ? যে উপাসনার আস্বাদ পায় নাই, সে যে পাপের সুখ অন্বেষণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব তোমরা সকলেই ভাল উপাসনা করিতে যত্ন কর। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই প্রাণের মধ্যে পুণ্য শান্তি আসিবে। যদি যন্ত্রণা দূর না হয়, তবে কেন লোকে ব্রহ্মোপাসনা করিবে ? ঈশ্বরকে যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত পূজা করি নিশ্চয়ই অন্তরের দুঃখ দূর হইবে। আবার যখন ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর হইবার জন্য সকলে মিলিয়া পিতার পূজা এবং সেবা করিব, তখন আরও শীঘ্র সুখ বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা সকলে মিলিত হইয়া

তাঁহার অর্চ্চনা করি। একাকী সাধন কথনই ব্রাহ্মদিগের নিকট সুখপ্রদ হইতে পারে না। নির্জনেও ব্রাহ্ম একাকী নহেন। কেন না ঈশ্বর কোথায়, প্রাণের ভাই ভগিনী সকল কোথায়, এবং আমিই বা কোথায়? আধ্যাত্মিক ভাবে সকলেই পরস্পরের নিকট রহিয়াছি, পিতাকে ছাড়িয়া সন্তান বাঁচিতে পারে না, এবং সমুদয় সন্তান এক প্রাণসূত্রে সেই পিতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছি, এই দৃশ্য যাঁহারা অনুভব করেন তাঁহাদের সুখ শান্তির সীমা কি? তাঁহার সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিলে পাপের বন্ধন আপনা আপনি ছিঁড়িয়া যায়, এবং স্বর্গের শোভা দেখিয়া মন চিরকালের জন্য তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়। তথন উপাসনা এত সুখদায়ক হয় যে ভক্ত আর উপাসনা ছাড়িতে পাবেন না। বন্ধুগণ, যখন তোমরা ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরেব কাছে বস, তখন কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না যে আরও ভাই ভগ্নীদিগকে ধরিয়া আনি। যদি না হয় তবে বুঝা গিয়াছে সে উপাসনাতে অবশ্যই দোষ আছে। বিশ্বাসনযনে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা অপেক্ষা সুন্দর আব জগতে কি আছে? যে উপাসনাতে ঈশ্বর এবং স্বর্গ নিকটে দেখিবে, সাবধান, বন্ধুগণ, কদাচ তাহাব প্রতি উপেক্ষা করিও না। উপাসনা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত মন সৎ না হয়, সে অবধি উপাসনা ছাড়িও না। ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদয় অনিত্য বিষয় চলিযা যাক্ ক্ষতি নাই; কিন্তু সাবধান উপাসনাব্রত যেন কোন মতেই ভঙ্গ

না হয়, উপাসনার সময় যেন কাহারও নিদ্রা না আসে। প্রতি-দিনের উপাসনা ভাল না হইল তাহাতে ক্ষতি কি, এরূপ সাংঘাতিক যুক্তি যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ এক বার সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে হইবে। সেই দর্শন দর্শন নহে যাহাতে সংশয় থাকে। উপাসনার আস্বাদন কোন দিন অধিক কিংবা কোন দিন কম মধুর হইতে পারে; কিন্তু প্রতিদিনের উপাসনা সবল এবং সত্য হওয়া চাই। প্রত্যেক দিন ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে উপাসনা মিথ্যা। প্রতিদিন স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইবে, নিজে তাঁহার আজ্ঞা শুনিবে। প্রতিদিন অন্ততঃ এক বার ভালরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। সকালে না হয়, অপরাহ্লে, অপরাহ্লে না হয়, রজনীতে উপাসনা করিবে। ক্রমে উপাসনাতে আসক্তি জন্মিলে, ইহাতে এত আনন্দ পাইবে যে অন্য আর কিছুই ভাল লাগিবে না। তখন দেখিবে জগতের সকল মুখ ঈশ্বর অপেক্ষা কম মনোহর, এবং সমুদয় রত্ন তাঁহা অপেক্ষা কম মূল্যবান্। উপাসনাতে যখন তোমরা এরূপ সুখী হইবে, তখনই জগতে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক, কি উৎসব কোন উপাসনাতে ব্রাহ্মদের প্রবঞ্চনা আছে, জগতের কেহ যেন এই কথা বলিতে না পারে। উপাসনাতে আমাদের সকল দুঃখ দূর হউক, এবং উপাসনাতে আমরা স্বর্গের শান্তি লাভ করি।

জীবনের আদর্শ।

রবিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

যদি ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় তোমাদের জীবনের আদর্শ কি স্থির হইয়াছে? অতি অল্পলোকে ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন। কেন না এখনও অনেকের জীবন সংসার-স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আত্মানুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি, আমাদের জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য কি এবং কি হইলে আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু কোন পুস্তক কিংবা কোন গুরু ইহা শিক্ষা দিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা প্রকাশ করেন। কেন না তিনি জানেন, আমরা নানাবিধ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এখানে অনেক বিপদের সম্ভাবনা, অনেক ভ্রান্ত গুরু এবং ভ্রান্ত মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বিপথে যাইতে পারি, এজন্য দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে যথার্থ জীবনের পথ দেখাইয়া দেন। মনের মধ্যে যতই কেন ঘোরান্ধকার থাকুক না, তাঁহার কৃপাতে এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আলোক আসিয়া, আমরা কোন্ পথে যাইব, দেখাইয়া দিতেছে। যেখানে ক্রমাগত অন্ধকার, কেবলই নিরাশা, এবং অগ্নির চিহ্ন মাত্র নাই, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা যদি ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস

হয়, তবে তাঁহাদের মধ্যে কখনই চিরকাল শীতলতা এবং ঔদাসীন্য থাকিতে পারে না। ঈশ্বর কাহাকেও ছাড়িয়া চলিয়া যান নাই। যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর জগৎকে পরিত্রাণ দিবেন, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কি কেহ ঈশ্বরের জীবন্তভাব অস্বীকার করিতে পারে? জীবন্ত ঈশ্বরকে কে দূরে বিদায় করিয়া দিতে পারে? কে বলে ঈশ্বর ভূতকালের ঈশ্বর, এবং এখন তাঁহার সঙ্গে তেমন জীবন্ত সম্পর্ক নাই? কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান আছেন, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি নড়িতেছেন, প্রতি জনের আত্মার মধ্যে তিনি অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, মৃত্যু নাই, সর্ব্বদাই তিনি সচেতন এবং সর্ব্বদাই তিনি জীবন্ত। সাধকের জীবন পাঠ করিলে দেখিবে, হয়ত তাঁহার কোন পরিচ্ছেদ অন্ধকারময়, এবং কোন পরিচ্ছেদ আলোকময়, কোন অংশে পাপ এবং কোন অংশে পুণ্য, কোথায়ও আধ্যাত্মিক নীচতা, কোথায়ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা; কিন্তু সাধকের সকল পরিবর্ত্তন এবং সকল অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বর জীবন্ত থাকিয়া তাহার কাছে স্বর্গের বিশেষ বিশেষ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন। সাধক যখন কোন্ দিকে যাইবে পথ দেখিতে পায় নাই, তাহাকে তখন যথার্থ কল্যাণের পথ তিনি দেখাইয়া দিলেন, যখন নিতান্ত অসহায় এবং অনাথ হইয়া কাঁদিতেছিল, তখন স্বয়ং কথা বলিয়া দুঃখ-

সাগর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে যতই তাঁহার জীবনের ইতিহাস পাঠ করিবে, দেখিতে পাইবে, বড় বড় বিপদে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। পাছে আমরা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হই, এইজন্য তিনি স্বয়ং সময়ে সময়ে আমাদের গম্যস্থান দেখাইয়া দেন। সেই লক্ষ্য মনে রাখিয়া অন্ধকার মধ্যেও আমরা চলিয়া যাইতে পারি। এইরূপে তিনি পথ দেখাইয়া না দিলে পাপীর সাধ্য কি যে যথার্থ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কালসর্পরূপ মহাপাপের দংশনে যে আত্মা অচেতন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে তাহাকে জাগাইতে পারে? যখন দেখিলেন, তাঁহার সন্তান পাপের আঘাতে একেবারে নির্জীব এবং অসহায় হইল, স্বর্গ হইতে তখন তিনি তাহার অন্তরে উৎসাহ এবং অগ্নি প্রেরণ করিলেন, এবং বজ্রধ্বনিতে কথা বলিয়া তাহার মৃতপ্রায় বধির বিবেককে জাগাইয়া দিলেন। পাপী জাগ্রৎ হইয়া বুঝিল, যে বল আমাকে জাগাইল, ইহা পৃথিবীর বল নহে। যতই সে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, ততই তাহাব অন্তবে আশাব সঞ্চাব হইতে লাগিল। তখন আবার তাহার জীবন নব উদ্যম, নব উৎসাহ এবং নবভাবে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহার আত্মাতে নিয়ত শান্তিপুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তখন অসত্য, অন্ধকার এবং মৃত্যু আপনা আপনি চলিয়া গেল। তাহার অন্তর সত্য, আলোক এবং অমৃতেতে পরিপূর্ণ হইল। হয়ত আবার সেই ব্যক্তির পতন হইল; কিন্তু ইহা এত ভয়ানক হইল যে, সে যে কখন

ভাল ছিল তাহাও তাহার স্মরণ রহিল না, এবং ঈশ্বর যে কখনও তাহার অন্তরে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন তাহার চিহ্নও রহিল না। আগেকার পাপাভ্যাস সকল আবার আসিয়া তাহাকে অধিকার করিল এবং তাহার জীবনে যাহা ভাল ছিল, একেবারে সমুদয় চলিয়া গেল ইহাই ব্রাহ্মদিগের মহাব্যাধি। যদি বাঁচিতে চাও ব্রাহ্মসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে এই রোগ দূর করিতে হইবে। প্রাণান্তেও তোমরা এক বার যাহা দেখিয়াছ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্মজগতেও দিবা রাত্রি আছে, সময়ে সময়ে অন্ধকার, নিরাশা আসিবে; কিন্তু সেই ঘোরতর বিপদের মধ্যেও এক দিন যে তোমরা স্বর্গ দেখিযাছ ইহা মানিতেই হইবে। এটী না মানাই ভয়ানক পতনের কারণ। অতএব সাবধান অন্ধকারে পড়িয়া বলিও না, যে আলোক দেখ নাই। আজ হয়ত রাশি রাশি পাপ করিয়া মন অসাড় হইয়াছে; কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন একটী পাপ করিলেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছ। ঈশ্বর দেখা দেন এবং তিনি কথা বলেন এখন বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন প্রতিদিন নূতন নূতন ভাবে তোমার ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ হইত। জীবনের পরীক্ষিত বিষয় অস্বীকার করিও না। সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন না; কিন্তু তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস অগ্রাহ্য করিলে, তোমরা ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার

করিলে। প্রত্যেক সাধকের জীবনরূপ মনোহর ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার অনেক সত্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কিরূপে পুণ্যবান্ হইব, কোথায় গেলে সুখী হইব, ঈশ্বর বলিতেছেন, নিজের জীবন পাঠ করিয়া দেখ, কিসে এক বার পুণ্যবান্ এবং সুখী হইয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। যদিও বার বার পাপাচরণ করিয়া নরকের কীট হইয়াছ, তথাপি এক এক বার যে স্বর্গে বাস করিয়াছ কখনও তাহা ভুলিও না। ভক্তিনয়নে পিতাকে দেখিয়াছ, স্বীয় বিবেক-কর্ণে তাঁহার কথা শুনিয়াছ, কদাপি এ সকল গূঢ় কথা অস্বীকার করিও না। আবার যদি পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া ভাল উপাসনা করিয়া থাক, তবে স্বর্গ দেখিয়াছ এবং পিতার চরণ-তলে দুটী ভাই, কিংবা দুটী ভগ্নী মিলিয়া যদি শান্তি পাইয়া থাক, তবে মনুষ্যজাতির আদর্শ কি জানিয়াছ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যদি তাহাদের মধ্যে কেহ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপুস্তক বিশ্বাস না করে তাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু ব্রাহ্মেরা যদি জীবনপুস্তকটীও বিশ্বাস না করেন, তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বাহিরের আলোকে প্রয়োজন নাই, কেন না আমরা কোন্ পথে যাইব ঈশ্বর স্বয়ং দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ের রজ্জু প্রতিদিন তিনি আপনার হস্তে টানিতেছেন। কেন না আমাদিগকে পুণ্যশান্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের অপেক্ষাও তিনি অধিকতর ব্যস্ত। অতএব জীবনে যাহা দেখিয়াছ, অধিকতর বিশ্বাস

ভক্তির সহিত তাহা রক্ষা কর। অপর ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না; তোমাদের নিজের চক্ষু কর্ণ আছে, অতএব যাহা নিজের চক্ষু কর্ণে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সাবধান! কখনই তাহা ছায়া মনে করিও না। একবারও যদি ঈশ্বর বজ্রধ্বনিতে তাঁহার আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর কেন নিদ্রিত থাক? যেখানে জীবিতেশ্বর নাই সেখানে জীবন নাই, চৈতন্য নাই; কিন্তু যখন ঈশ্বর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছেন, তখন আর কিরূপে অচেতন থাকিবে? যে দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলেন অথচ যাঁহার পা নাই, যিনি সকলকে দেখেন অথচ যাঁহার চক্ষু নাই, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কেন আর নিরুৎসাহ থাকিবে? তাঁহার সহবাস অপেক্ষা পবিত্রতর আর কি স্বর্গ আশা করিতে পার? যথার্থ স্বর্গ যদি তোমাদের মন আকর্ষণ করিতে না পারে, কল্পিত স্বর্গ লইয়া কে কত দিন সুখী থাকিতে পারে? ঈশ্বরের কথা শুনি নাই, পরে শুনিব, এখন যাহাকে আমরা ঈশ্বর দর্শন বলি তাহা কল্পনা,যাহারা এ সকল কথা বলিতে পারে, পঞ্চাশ বৎসর পরেও যে তাহারা এ সকল কথা না বলিবে, কে বলিতে পারে? আজ যিনি ঈশ্বরকে কল্পনা বলিতে পারেন, তিনি যে আর এক দিন ঈশ্বরকে কল্পনা না বলিবেন কে বলিল? না ব্রাহ্মগণ, তোমরা এরূপ আত্মহত্যা করিও না। স্বর্গের সুখ ভোগ করিয়া কি তাহা নরক বলিবে? এমন সকল পরীক্ষিত সত্যের পর কি জীবন আবার কল্পনার পথে যাইবে? মরিতে

মরিতে বলিব যাঁহাকে দেখিয়াছি তিনি সত্য সত্যই প্রেমের ঈশ্বর। চিরকাল উৎসাহী রাখিবার জন্য তাঁহার প্রেমমুখ দেখাইয়াছেন এবং চিরজীবন সেই মুখ দেখিবার জন্য আমরা লালায়িত থাকিব, ইহাই জীবনের আদর্শ। জীবনপুস্তকে স্বর্গের কলম লইয়া তিনি এই আদর্শ চিত্র করিয়া দিয়াছেন। ইহা যদি বিশ্বাস না কর, এবং যদি বল ভবিষ্যতে আরও ভাল ঈশ্বর আরও ভাল ইতিহাস পাইব তবে তোমরা ঈশ্বরকে চাও না, কিন্তু তোমাদের আপনার কল্পনাকে চরিতার্থ করিতে চাও। ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ কি আর কিছু আছে। বর্ত্তমান ঈশ্বরকে বরণ না করিলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকার এবং নিরাশাপূর্ণ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়া কি না বলিলে, হে ঈশ্বর, তুমি পুরাতন হইয়াছ, তোমাকে দেখিলে আর আমাদের ভক্তির উদয় হয় না, অতএব তোমা অপেক্ষা যদি আর কোন ভাল ঈশ্বর থাকে, তাঁহাকে আনিয়া দাও নতুবা আর তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মগণ, সাবধান, এরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনা যেন আর কাহারও না হয়। যে অমৃত নিজে পান করিয়া এবং যে স্বর্গ নিজে দেখিয়া সুখী হইয়াছ, সেই অমৃত যাহাতে সমুদয় নরনারী ভোগ করিতে পারে এবং সেই স্বর্গ যাহাতে সমস্ত জগতে বিস্তৃত হয়, ইহার জন্য সমস্ত জীবন দান কর।

অমরত্বলাভের স্থান।

রবিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক।

মনুষ্যের মনকে যদি একটী প্রশস্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে বলিতে হইবে সে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগ মৃত্যুর অধীন। মনের মধ্যে কোন স্থানে সংশয়, কোন স্থানে বিশ্বাস, কোন স্থানে পাপ, কোন স্থানে পুণ্য, কোন স্থানে নরক, কোন স্থানে স্বর্গ, কোন স্থানে অশান্তি, কোন স্থানে শান্তি, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব এবং অভাব রহিয়াছে; কিন্তু বাহিরে যেমন সকলের উপরেই মৃত্যুর আধিপত্য, কি সুস্থ, কি জীর্ণ শীর্ণ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি ধার্ম্মিক, কি অসাধু, কেহই মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে পারে না, মনের বিবিধ বিভাগসম্পর্কেও সেইরূপ। কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হওয়া মৃত্যুর স্বভাব নয়, দেখ মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করিতেছে। ইহার স্পর্শে কল্য যাহা ছিল, অদ্য তাহা নাই। মনসম্পর্কেও সেই রূপ। কে বলিতে পারে আমাদের এই যে উপাসনার ভাব এবং সাধুতা ইহার উপর মৃত্যুর ক্ষমতা নাই? মনুষ্যের জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য ভাব যে কেমন অস্থায়ী, তাহা কি তোমরা জীবনের পরীক্ষায় জান নাই? এই যে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি ফুলটী ফুটিল আর ইহা শুকাইবে না, আমাদের মধ্যে কে এই কথা বলিতে পারেন? জগতের ইতিহাস পাঠ কর, নিজের জীবন দেখ, দেখিবে সর্ব্বত্র মৃত্যুর

অধিকার ; কিন্তু প্রতিজনের আত্মার মধ্যে একটী স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু যাইতে পারে না, সেই স্থান অমর ; মৃত্যু বরং মরিতে পারে, কিন্তু মনের সেই বিভাগ কথনই মরে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি ? কেহ বলিতে পারে না ; কিন্তু সেই স্থানে আসিবার জন্য মনুষ্যস্বভাব সর্ব্বদা ব্যস্ত। কেহ কেবল প্রেমিক হইবার জন্য সাধন করেন, কেহ কেবল পবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুলিত হন, কিন্তু এই উভয়-সাধনই অস্বাভাবিক এবং নিষ্ফল যে পর্য্যন্ত সাধক সেই অমর বিভাগের উপর স্থাপিত হইতে না পারেন। আত্মাকে সেই স্থানে লইয়া যাওয়াই যথার্থ উন্নতি। সেই স্থানে পৌঁছিবামাত্র মনোরূপ মুখের উপরে স্বর্গের জোৎস্না পড়ে, নিতান্ত কদাকার মুখ সেই স্থানে পৌঁছিলে স্বর্গীয় কান্তি লাভ করে। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবার, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি সৃজিত হইয়াছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ হয়। ধর্ম্মজগৎ কোথায় যাইতেছে ? সেই স্থানে ? সেই অলক্ষ্য স্থানটী সকলেই অন্বেষণ করিতেছি ; যাই মনে হয় আমরা সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তখন আশা আনন্দে আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়। এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য যে ব্যগ্রতা, তাহাই স্বাভাবিক উন্নতির লক্ষণ ; ইহা ভিন্ন এক একটী পাপ দমন করিয়া কেহই শান্তি পাইতে পারে না। সেই স্থান না পাইলে পরিত্রাণার্থীর আর কিছু-

তেই তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্মসমাজের এমন অবস্থা ছিল, যখন এই গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য কাহারও তেমন ব্যাকুলতা হইত না। তখন বাহ্য জগৎ আছে, অতএব ইহার কারণ এবং কর্ত্তা এক জন ঈশ্বর আছেন এইরূপ অনুমানিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা হইত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমার অস্তিত্ব, এই যুক্তি যে সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রবল সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। যাহারা ভূগোল জানে তাহারা বলিয়া দিতে পারে, পৃথিবীর অমুক স্থানের ঐ দিকে অমুক স্থান আছে, তেমনই আত্মার ভূগোলবেত্তা মনের আনন্দে বলিতে পারেন, আত্মার ঐ স্থানে ঈশ্বরত আছেনই, ঈশ্বর-প্রাণে আমি প্রাণী হইয়াছি, ঈশ্বর নাই অথচ আমি আছি ইহা ভাবিতেই পারি না। এই যে মনে ভাবা যায় না, ইহাই স্বর্গীয় বিশ্বাস, জ্যোতিষ পড, বিজ্ঞান পড, কিংবা ধর্ম্মগ্রন্থ পড, কিছুতেই এই বিশ্বাস পাইবে না। ব্রাহ্মগণ, কোন্ সূত্রে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, আজ একবার আলোচনা করিয়া দেখ। স্বভাবপুস্তক কিংবা ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পড়িয়া কি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছ, না অন্য কিছু তোমাদের বিশ্বাসের পত্তনভূমি? বাহ্যজগৎ কখনই প্রকৃত বিশ্বাসের পত্তনভূমি হইতে পারে না; যখন অন্তর্জ্জগতে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করেন, তখন যে বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হইতেই জীবনে যথার্থ পবিত্রতা বিনিঃসৃত হয়। যখন দেখিব ঈশ্বর ছাড়া

আমার সত্তা আমি ভাবিতে পারি না, তখনই বুঝিব যে আমার বিশ্বাস অটল হইয়াছে। নতুবা বহির্জগৎ দেখিয়া, শাস্ত্র পাঠ করিয়া কিংবা গুরুর উপদেশ শুনিয়া যে বিশ্বাস, এক দিন মৃত্যু আসিয়া নিমেষের মধ্যে তাহা গ্রাস করিবে। যাঁহার বিশ্বাস সূক্ষ্ম কেশের ন্যায় হৃদয়ের সেই অলক্ষিত স্থানে রহিয়াছে, তিনিই সংশয় এবং পতনের অতীত, কাহার সাধ্য তাঁহার সেই প্রাকৃতিক অমর বিশ্বাস দূর করিয়া দেয়? এই প্রকাণ্ড জগৎ ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার সেই কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম বিশ্বাস ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আগে ঈশ্বর বলেন 'আমি আছি', তবে আমি বলি আমি আছি, এই যে মহাগূঢ় যোগের কথা তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। অন্য সকল বিশ্বাস মরিবে, চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইবে; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস মরিবে না। এই বিশ্বাসের গুণে সেই অমৃত রাজ্য—স্বর্গের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ হয়। জীবিতেশ্বরের সঙ্গে যাহার এইরূপ প্রাণের যোগ না হয়, সে কদাপি ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে পারে না, এবং সে জগৎকে প্রেমচক্ষে দেখিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেহ কেহ বলেন, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিয়া পরে ঈশ্বরের কাছে যাইতে হয়, ইহা কখনই সত্য কথা নহে। কেন না আগে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে হৃদয় কখনই পবিত্রভাবে প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমময়ের কাছে যাইবামাত্র হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং তাঁহাকে প্রেম করিলে, তাঁহার সমস্ত জগৎ

মধুময় বোধ হয়। তখন যাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিতে পারি নাই, তাহাদের প্রতিও ক্ষমা এবং প্রেমের তরঙ্গ সমুত্থিত হয়। তখন হৃদয়-উৎস হইতে জগতের প্রতি প্রেম এবং দয়া দুর্জ্জয় বলের সহিত বাহির হইতে থাকে। প্রেমবল মনের সমুদয় রিপুকুলকে ধ্বংস করে। প্রাণযোগে যেমন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব, প্রেমযোগে তেমনই চারিদিক্ সুধাময় বোধ হয়। তখন কি মনের মধ্যে, কি বাহিরে সকলই প্রফুল্লকর। স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহাতে মালিন্য নাই, স্বার্থপরতা নাই, বরং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং পুণ্যভাব আসিয়া নরকের মধ্যেও স্বর্গের শোভা প্রদশন করে। যে মহাবাগী অভ্যাস দ্বারা ক্রমাগত ক্রোধরিপুকে পুষ্ট করিয়াছে, যে লোভী এবং অহঙ্কারী চিরকাল তাহাদের রিপু চরিতার্থ করিয়া আসিযাছে, কিরূপে সে ইন্দ্রিযদৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হইবে? সেই ব্রাহ্ম কোথায়, যিনি সম্যক্‌-রূপে পুরাতন শত্রুদিগকে নিপাত করিযাছেন? পরীক্ষাতে কি আমাদের মধ্যে অনেকে দেখি নাই যে, সেই শত্রু সকল কেবল নিদ্রিত ছিল। কিন্তু দশ বৎসর কিংবা চল্লিশ বৎসর সাধনের পরেও যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলাম, তবে কি নিরাশ হইব? না, যেখান হইতে পুণ্য স্রোত আসিতেছে, সেই স্রোতের নিকট আত্মাকে ধরিয়া রাখ, সেই অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দাও, দেখিবে পাপাভ্যাস সকল আপনাপনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শীতল সমীরণ ভোগ করিলে যেমন

নিকটে বৃষ্টি হইতেছে, অথবা নদ নদী আছে বুঝিতে পারি, তেমনই হৃদয়ের প্রেমভক্তিরূপ পুষ্পের সৌরভ পাইয়া বুঝিতে পারিব যে আমরা যথার্থই স্বর্গের দিকে যাইতেছি। পৃথিবীর মলিন পথে দিন রাত্রি বেড়াইয়া অনিত্য ধন অর্জ্জন করিলে কি হইবে? ব্রাহ্মগণ, সেই অমৃতধামে যাও, ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় প্রেম হইবে। স্থানের মাহাত্ম্য আছে, পৃথিবীর তীর্থ সম্পর্কে নয়; কিন্তু মনের সম্পর্কে। যেখানে মরিবে, মূঢ় ব্রাহ্ম, সেখানে বসিয়া কেন হাসিতেছ? স্বভাবের সঙ্গে যোগ না হইলে উন্নতি হইতে পারে না। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেছ কেন? সেই যে বিন্দুরূপ একটী স্থান সে স্থানে দাঁড়াও, সহস্রধারে সুখ শান্তি উৎসারিত হইবে। তখন বলিবে, ধন্য জগদীশ! পৃথিবীতে থাকিয়া অমর হইলাম। তখন তোমাদের মুখে ঈশ্বরের অমৃতনাম মহীয়ান্ হইবে।

ঈশ্বরের আমি ও আমার আমি।

রবিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক।

যদি কোন পদার্থ আমাদিগকে একেবারে আশ্চর্য্য এবং অবাক্ করিতে পারে সে পদার্থ আমি আপনি; অথবা যাহার কার্য্য প্রণালী চিন্তা করিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, তাহা আমি। বাহিরে অনেক চমৎকার বস্তু আছে; কিন্তু অন্তরে আমার ন্যায় চমৎকার এবং আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই

নাই। আমি আপনাকে আপনি শাসন করিতে পারি না, ইহার মর্ম্ম কি? তবে কি আমার মধ্যে দুই ব্যক্তি আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম হয়? কিন্তু আমি দুই জন, কেহই ইহা স্বীকার করিতে পারে না, অথচ আমি আমাকে শাসন করিতে পারি না ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে যে, সেই একই মন সময়ে সময়ে বলিতেছে, আমি আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সুস্থ, কি রোগী, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, সকলেই সময়ে সময়ে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিতেছে, আমি আর আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। দেখ মনের মধ্যে এমন একটী নিগূঢ় বস্তু আছে যাহা আমাকে শাসন করিতে চায়। এই যে দুই আমি পরস্পর সংগ্রাম করিতেছে, এ কথার গভীর অর্থ আছে। ইহাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটী গূঢ় প্রমাণ। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহ আছেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ হইতেছে। মনুষ্য আপনাকে আপনি সুখী করিতে পারে না, এবং আপনি আপনার কর্ত্তা নহে; কিন্তু আর এক জন তাহার উপরে আছেন, যাঁহার নিয়ম সে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না, এই কথাতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নিয়ম ভাঙ্গিয়া অসুখী হইয়াছে সে যদি আপনি আপনার নিয়ন্তা হইত, কথনই তাহার মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইত না। মনুষ্য সুখ চায়, শান্তি চায়; কিন্তু নিজের ক্ষমতায় সে সুখী হইতে

পারে না, সে দেখিতে পায় তাহার শক্তি এবং ক্ষমতা এক জন পূর্ণ শক্তিমান্ ঈশ্বরের অধীন। ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি সেই রাজরাজেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সে কুত্রাপি এক বিন্দু সুখ শান্তি পাইতে পারে না। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি, মনুষ্যের মধ্যে দুই প্রকৃতি আছে, এক দেবপ্রকৃতি, আর এক পশুপ্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির মধ্যে মনুষ্যের স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতাবলে মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই পশুভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া দেবভাবে পরিচালিত হইয়া স্বর্গের দিকে এবং শান্তিনিকেতনে পঁহুছিতে পারে। ইহারই বলে আবার মনুষ্য পাপের অধীন, এবং নরকের কীট হইয়া থাকিতে পারে। স্বর্গের সঙ্গে দেবপ্রকৃতির এবং পৃথিবীর সঙ্গে পশুপ্রকৃতির সম্পর্ক, মনুষ্য যখন যে প্রকৃতির অধীন হয়, সে যদি প্রাণের সহিত চেষ্টা করে তথাপি তাহাকে সেই প্রকৃতি ছাড়ে না। যে পশুপ্রকৃতির অধীন হইয়াছে, সে যদি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত চেষ্টা করে, তথাপি পশুরা তাহাকে ছাড়িবে না, কেন না তাহার সঙ্গে সে সন্ধি করিয়াছে। দেবপ্রকৃতি লাভ করিবার জন্য যদিও সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে ইচ্ছা হয়, তথাপি সে সেই শুভ পথে যাইতে পারে না, কেন না পশুভাব তাহার উপর রাজত্ব করে। মনুষ্যের ইচ্ছা সর্ব্বদা স্বাধীন, নরকের মধ্যে থাকিয়াও সে সময়ে সময়ে স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিতে পারে, এবং আবার সাধু সঙ্গে থাকিয়াও নিতান্ত জঘন্য সুখ সকল কামনা

করিতে পারে। কিন্তু যে অভ্যাসের দাস হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিয়াও তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মনে কর কেবলই টাকা যাহার দৈনিক কার্য্যের মধ্য বিন্দু, এবং যতই টাকা লাভ করে, ততই অধিকতর টাকা পাইবার জন্য যাহার লোভ বৃদ্ধি হয়, সে কি কেবল ইচ্ছা করিয়া সেই রিপু হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে? এইরূপ অন্যান্য রিপুসম্পর্কেও। যে ব্যক্তি বহুকাল হইতে কাম, ক্রোধ, কিংবা অহঙ্কার চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে, সে কি ব্রাহ্ম হইয়াছে বলিয়া সহজেই সেই সেই অভ্যস্ত পাপকে দমন করিতে পারে? অভ্যাসের অর্থ কি? বারংবার কোন কার্য্য করিলে মন যে একটী নিয়মের অধীন হয় সেই অবস্থার নামই অভ্যাস। পশুভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যে বারংবার পশুভাব সকল চরিতার্থ করিয়াছে, সে পশুপ্রকৃতি কিংবা পাপাভ্যাসের অধীন। পাপাভ্যাস কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না। প্রতিজনের জীবন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণতঃ সকলেরই রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। আবার প্রতিজনের মনে বিশেষ বিশেষ রিপুর আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতিতে যেমন দুটী পুষ্প কিংবা দুটী মুখ কোথায়ও এক প্রকার দেখা যায় না, সেইরূপ আবার প্রত্যেকের মনের গঠনও স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেরই অন্তরে কৌতূহল, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা কোমলতা, স্নেহ, দয়া, ন্যায়, পবিত্রতা ইত্যাদি সাধারণ প্রকৃতি রহিয়াছে; কিন্তু তাহারই মধ্যে আবার বিভিন্নতা আছে। কাহারও অনেক

সাধন না করিলে ভক্তিপুষ্প ফুটে না, কাহারও মনুষ্যকে দয়া করা অতি সহজ। কেহ স্বভাবতঃ অধিক ন্যায়বান্, কাহারও পুণ্যের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিও না, যে ঈশ্বরের ন্যায়পূর্ণ সিংহাসন পক্ষপাতী। সকলের প্রতি তাঁহার সমান দয়া এবং সমান ন্যায়। তাঁহার সম্বন্ধে দোষ অসম্ভব, কেন না তাঁহার স্বভাব পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ ন্যায়ের আধার। প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন হউক না কেন, তাঁহার অনন্ত দয়া এবং অনন্ত ন্যায়পূর্ণ সিংহাসনতলে সকলের প্রতি সমান বিচার। প্রত্যেক মনুষ্য অপরাপর সকলের সঙ্গে সমান, ঈশ্বরের চক্ষে কেহই ক্ষুদ্র কিংবা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। তাঁহাব নিকট সকলেই সমান, কেন না তিনি জানেন, প্রত্যেকেরই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অভাব এবং বিশেষ বিশেষ সদ্ভাব আছে। কাহারও মনে হয়ত বল আছে; কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল, অথবা হৃদয় কোমল, কিন্তু পবিত্রতা অল্প। যে অধিক সবল তাহারই নিকট কঠিনতর পরীক্ষা সকল আসিতেছে, এইরূপে প্রত্যেকের জীবনে বিভিন্নতা স্বত্ত্বেও ঈশ্বরের ন্যায় এবং দয়ার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব কেহই বলিও না, ঈশ্বর কেন অমুকের মনে ঐ সকল ভাব প্রবল করিয়া দিলেন, যে সকল আমি অতি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি। তুমি যাহাকে শ্রেষ্ঠ অথবা ভাল বলিতেছ তাহার উৎকৃষ্ট গুণ স্বত্ত্বেও মনের হয়ত এমন দুরভিসন্ধি উপস্থিত হয় যাহা দূর করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন। অতএব পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া

কদাপি ঈশ্বরেতে পক্ষপাত দোষ আরোপ করিও না। ঈশ্বর পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলকে গঠন করিয়াছেন, এবং তদনুসারে সকলকে শাসন করিতেছেন। এক দিকে যেমন তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমাগত রিপু সকল চরিতার্থ করিয়া পাপাভ্যাসের অধীন হইতে পার, তেমনি অন্য দিকে তোমার অনেকগুলি সাধুভাব আছে, যাহা সাধন করিলে অনায়াসে তুমি স্বর্গে পঁহুছিতে পার। যদি হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, যে অভ্যাসের দ্বারা লোক সহজে পশুপ্রকৃতি ছাড়িতে পারে না, সেই অভ্যাসের দ্বারাই আবার মনুষ্য চিরকালের জন্য দেবপ্রকৃতির বশীভূত হয়। কাহারও পক্ষে কাম, ক্রোধ, এবং অহঙ্কার ইত্যাদি দমন করা যেমন কঠিন, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি পরিত্যাগ করাও তেমনি দুঃসাধ্য। কাহারও পক্ষে ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁহার দেবমুখের বাণী শ্রবণ অতি সুলভ, কাহারও পক্ষে এ সমুদয় স্বর্গীয় ব্যাপার নিতান্ত দুর্ল্লভ। কেহ কেহ কঠোর সাধনের দ্বারা কিছুকাল সেই দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের উপর আধিপত্য লাভ করিল, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে সেই পুরাতন পাপ আসিয়া আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিল; দুই বৎসর সেই গরিব আত্মা প্রাণপণে পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিল, কিন্তু যাই আত্মার উদ্যম একটু শিথিল হইল, অবকাশ পাইয়া সেই পুরাতন শত্রু সকল আসিয়া তাহাদিগকে সংসারের কোন

কুটিল পথে লইয়া গেল, আর তাহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে দেখাও যায় না। দুই বৎসর তাহারা চিন্তাতে, বাক্যেতে, কার্য্যেতে সাধনের বল দেখাইয়াছিল; কিন্তু বিপদের সময় সেই দীনাত্মা গুলির উপর এমনই ভয়ানকরূপে পাপের দৌরাত্ম্য হইল যে, আর কোন মতে তাহারা পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিল না; সেই পুরাতন পাপাভ্যাসে তাহাদের মন এমনই জড়ীভূত যে কোন মতেই তাহারা উত্তেজিত রিপুকুলকে পরাস্ত করিতে পারিল না। এইরূপ কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদির অত্যাচারে যে কত শত শত ব্রাহ্মের মৃত্যু হইয়াছে তাহা ভাবিলে অন্তরে ভয় হয়। ভাল উপাসনা হয় না, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম সঞ্চারিত হয় না, ইহার প্রধান কারণ কি? রিপুদিগের আধিপত্য! অতএব যদি এ সকল রিপুকুল হইতে মুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিয়া থাক তবে আর সেই পশুনিয়মের অধীন থাকিও না। যেমন কাপড় অগ্নিমধ্যে রাখিলে নিশ্চয়ই উহা দগ্ধ হইবে, সেইরূপ পশুনিয়মের বশীভূত থাকিলে কোন মতেই তোমাদের পশুভাব দূর হইবার নহে। ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া কি তোমরা ভৌতিক এবং পশুনিয়মের অতীত হইয়াছ? পশুপ্রকৃতি চরিতার্থ করিলে নিশ্চয়ই তদনুযায়ী অভ্যাসের অধীন হইবে। কিন্তু সেই অভ্যাসের মূল তুমি। কেন না তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পাপের তরঙ্গে ভাসাইয়াছ। যে নির্ব্বোধ নৌকা হইতে আপনাকে তরঙ্গে নিক্ষেপ করে, এবং অবশেষে

ভাসিতে ভাসিতে যদি বলে, হে তরঙ্গ, আর আমি তোমার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, এক্ষণে আম্মাকে রক্ষা কর, তরঙ্গ কি তাহার কথা শুনে? সেইরূপ যে ব্যক্তি কাম অথবা অন্য কোন রিপুকে বারংবার উত্তেজিত করিয়া জঘন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কি সহজে অভ্যাসের বল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? যদি নীতিশাস্ত্র বিশ্বাস কর, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রাহ্মই হও আর যাহাই হও, প্রত্যেকের উপর অভ্যাসেব বল থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু বন্ধুগণ, ভয় নাই, যেমন পাপাভ্যাসেব বল দুর্জ্জয়, তেমনি পুণ্যাভ্যাসের বল অখণ্ড এবং অনতিক্রমণীয়। এক দিকে যেমন নিরাশা, অপর দিকে তেমনই আশা। অতএব যাহাতে নিকৃষ্ট অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া দেবপ্রকৃতির অধীন হইতে পার, ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, প্রাণপণে তোমরা সেইরূপ সাধন আরম্ভ কর, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন।

অভ্যাসই শত্রু অভ্যাসই মিত্র।

রবিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক।

মনুষ্যস্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায়, আমাদের সকলের অন্তরে নিকৃষ্টভাব সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথা হইতে এ সমুদয় নিকৃষ্ট ভাব আসিল ইহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই ইহার মূল রহিয়াছে।

বোধ হয় মনুষ্য যেন স্বভাবতঃই আপনার পশুভাব সকল চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল। কেহ কেহ আবার এমনই জঘন্য-রূপে এক একটী বিশেষ রিপুর অধীন যে, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে নিতান্ত কঠোর হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। মনুষ্য বারংবার এ সমুদয় নিকৃষ্টভাবে উত্তেজিত হইয়া অবশেষে এরূপ অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়ে যে, আর কখনও সে ঐ পশুভাব হইতে মুক্তি পাইবে তাহার এরূপ আশাও থাকে না। ক্রমাগত ইচ্ছাপূর্ব্বক রিপুগুলিকে পোষণ করিলে তাহারা যথাসময়ে এমনই প্রবল হয় যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও আর তাহাদিগকে দমন করা যায় না। কেহ কেহ হয়ত অনেক কঠোর সাধনের পর দুই একটী রিপু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ; কিন্তু কিছুকাল পর সেই পাপ আসিয়া পুনবায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে, আবার কোন কোন ব্যক্তির এমন সকল পাপ আছে যাহা অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। অনেক ধর্ম্মোৎসাহী যুবা যে অবশেষে নাস্তিক হইয়া পড়ে তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বারংবার সংগ্রাম করিয়াও রিপু পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের প্রতি-দিনের দুঃখ কষ্টের মূলে এ সকল রিপু এবং সমুদয় পতনের মূল কারণ এই রিপুদিগের প্রবলতা। এ সমুদয় আন্তরিক শত্রুর অত্যাচার দেখিলে যে নিরাশার অন্ধকার জগৎকে গ্রাস করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পুরাকালে কঠোর ব্রত-শালী মহর্ষিদিগকেও সময়ে সময়ে এ মুদয় রিপু পরাজয়-

করিয়াছে, এ সকল কথা শুনিলে যে ধর্ম্মপথের যাত্রী নিরাশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তবে কি আর আমাদের পরিত্রাণের আশা নাই? এ সমুদয় রিপুর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কি আমাদেব আর কোন উপায় নাই? চিরকাল এ সমুদয় শত্রু দ্বাবা নিষ্পীড়িত করিবার জন্যই কি ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিযাছেন? না, প্রেমসিন্ধু পিতা আমাদিগকে উদ্ধাব কবিবাব জন্য অন্যরূপ বিধান করিয়াছেন। পশুজীবনসম্পর্কে যেমন অভ্যাসের বল অনিবার্য্য এবং অনতিক্রমণীয, আমাদেব উচ্চতর দেবজীবনসম্পর্কে যে নিয়ম তাহাও তিনি সেইরূপ কবিয়া দিযাছেন। পশুভাব দেখিলে যেমন এক দিকে নিবাশা এবং দুর্ব্বলতা আসিয়া আক্রমণ কবিতে উদ্যত হয, অন্য দিকে আমাদের স্বর্গীয জীবনেব নিযম দেখিলে আলোক, আশা, এবং আনন্দ আসিয়া আমাদিগকে পুণ্যপথে অগ্রসব হইতে উৎসাহী করে। এক দিক্ দেখিলে যেমন ধর্ম্মসাধন এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িতে ইচ্ছা হয়, অপব দিক্ দেখিলে আবাব জগতের সকলকে ডাকিয়া দয়াময় পিতার গৃহ নির্ম্মাণ করিবাব জন্য আত্মা ব্যাকুল হয়। যে মন অভ্যাসের দাস হইয়াছে কিরূপে তাহা ফিরাইব? আমাদের এই একমাত্র আশা, যে নিয়মে ইহা পাপের দাস হইযা পড়িয়াছে, সেই নিযমেই আবার ইহা পুণ্যের অধীন হইবে। ঈশ্বরেব নিয়ম অখণ্ড এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন জড় জগতে, সেইরূপ আমাদের মনোরাজ্যে,

তাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া কি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকে প্রশ্রয় দিলেও পাপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে? কোন রিপু বারংবার চরিতার্থ করিলে নিশ্চয়ই তাহা, তোমরা ব্রাহ্মই হও, আর ব্রাহ্মিকাই হও, তোমাদের উপর আধিপত্য করিবে, কিন্তু সেইরূপ যদি আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমরা ধর্ম্মসাধন কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করে। যেমন বীজ বপন করিবে সেই-রূপ ফল লাভ করিবে। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া থাক তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে। আর যদি বারংবার অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রতা সাধন করিয়া থাক সেই পুণ্যাভ্যাসের সুধাময় ফল নিশ্চয়ই লাভ করিবে। পুণ্যাভ্যাসের আর একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা পাপাভ্যাস হইতে অসংখ্য গুণে প্রবল। কেন না পাপা-ভ্যাসের যে বল তাহা তোমাদের নিজের দুর্ব্বলতার ফল; কিন্তু পুণ্যাভ্যাসের মধ্যে যে বল, তাহা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শক্তি। যেমন ছায়া অপেক্ষা বস্তুর এবং অসত্য অপেক্ষা সত্যের বল অধিক সেইরূপ পাপ অপেক্ষা পুণ্যের বল অধিক। কেন না পাপে মৃত্যু, এবং পুণ্যেতেই আত্মার যথার্থ জীবন। ঈশ্বরের বল জীবন্ত বল, যিনি সেই বলে বলী, মৃত পাপাভ্যাস আর কিরূপে তাঁহার উপর আধিপত্য করিবে? এই জন্যই আমা-দের আশা, যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই সেই

পরিমাণে আমরা পাপের অতীত। কিন্তু এক সময়ে যে পাপ করিয়াছি তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে, এবং এই জন্যই প্রত্যেকের হৃদয়ে চিরকাল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। প্রতিজনের জীবন এক একটী রণক্ষেত্র। যুদ্ধে যে সমুদয় অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন থাকিবেই। অভ্যস্ত পাপের বিষময় শাস্তি কে অতিক্রম করিতে পারে? যে কামী, ক্রোধী, অথবা লোভী ছিল, ব্রাহ্ম হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ সমুদয় রিপু চিরকালের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে; হয়ত অবসর পাইলেই সে সমুদয় প্রবল হইয়া আবার তাহাদের পুরাতন দাসকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিবে। কে বলিতে পারে, যে আমি সমুদয় পাপ নির্ম্মূল করিয়াছি? যে যত অধিক পরিমাণে পাপ করিয়াছে, তাহার তত অধিক পরিমাণে প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা। যদি পুণ্য বন্ধু অল্প এবং পাপ শত্রু অনেক হয় তবে পদে পদে তাহার বিপদের সম্ভাবনা। অতএব প্রাণপণে পুণ্যাভ্যাস কর। এক বার যদি সেই উচ্চ জীবনের আস্বাদ পাইতে পার, সেই পুণ্যস্রোত তোমাদিগকে ভাসাইতে ভাসাইতে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে। আপনাকে পাপের তরঙ্গে নিক্ষেপ করিলে যেমন পাপ মনুষ্যকে গভীরতর পাপে নিমগ্ন করে, সেইরূপ আপনাকে পুণ্যের তরঙ্গে সমর্পণ করিলে, পুণ্যস্রোত আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পুণ্যালয়ে লইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনের যথার্থ গূঢ় কথা এই—যেমন পাপের হাতে পড়িলে পাপ

আমাদিগকে টানিয়া লয়, তেমনই পুণ্যের উপর নির্ভর করিলে পুণ্য আমাদিগকে টানিয়া লয়। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেব-জীবনের অধীন হও, দেখিবে ইহার নিয়মে তোমরা সাধু হইয়া যাইবে। যত বার সরল সত্য পথে যাইবে, যত বার স্বর্গের উচ্চভাব সকল চরিতার্থ করিবে, ততই তোমাদের স্বর্গীয় জীবন সতেজ হইবে। ঈশ্বর দয়া করিয়া ভালদিকে লইয়া যাইবার জন্য জগতের সকলকেই পুণ্যের প্রতি আসক্তি দান করেন। এক বার ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে যাইতে প্রতিজ্ঞা কর, দেখিবে অন্তরের ভয়ানক শত্রু সকলও তোমার সহায়তা করিবে। যদি অন্তরে কাম প্রবল হয়, দেখিবে কে যেন বলিয়া দিতেছে, হে হীনবল মনুষ্য, গভীর ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পবিত্র চরণ আলিঙ্গন কর, দুঃখ দূর হইবে, যদি ক্রোধ প্রবল হয়, দেখিবে ঈশ্বরের তীক্ষ্ণ ন্যায় অস্ত্রে পাপকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য তোমার ব্যগ্রতা হইতেছে; যদি লোভ প্রবল হয়, দেখিবে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সেই পরম ধন ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিবার জন্য তোমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। এইরূপে এক বার যদি ঈশ্বরকে ধরিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প কর, দেখিবে স্বর্গীয় দূত সকল আসিয়া তোমাকে ঈশ্বরের কাছে লইয়া যাইতেছে। কি আন্তরিক কি বাহ্যিক আর কোন শত্রুই তোমাকে বাধা দিতে পারে না। আগে যাহাদিগকে তুমি দুর্জ্জয় শত্রু মনে করিয়াছিলে, তাহারা এখন তোমার পদানত হইয়াছে। অতএব কেহই মনুষ্যের

কুপ্রবৃত্তি কিংবা নিকৃষ্টভাব সকল দেখিয়া ভীত এবং নিরাশ হইও না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রবৃত্তি সকলের অধীন, হইয়া নির্ভয়ে স্বর্গধামে চলিয়া যাও। ঈশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন কবিয়া সংসার অরণ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই বলিয়া আব কখনও তাঁহার ন্যায়পূর্ণ সিংহাসনে দোষারোপ কবিও না, তিনি আমাদের প্রত্যেককে স্বাধীন প্রকৃতি দান কবিযাছেন, এবং আমরা ইচ্ছা করিলেই আবার আমাদের পুণ্য এবং শান্তিপথেব সহায় হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে অভ্যাসদোষে আমবা গভীব হইতে গভীরতর পাপে পড়িবা থাকি, সেই অভ্যাসবলেই যাহাতে আমরা উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতব অবস্থা লাভ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইতে পারি এরূপ বিধান করিযাছেন। যে অভ্যাসে পাপী আরও জঘন্যতব পাপী হয়, সেই অভ্যাসেই ভক্তহৃদয় আবও অধিকতব ভক্তিপ্রেমে পবিপূর্ণ হইতে থাকে। এক দিকে যেমন অভ্যাস নবকে লইযা যায়, অন্য দিকে তেমনি ইহা সবেগে স্বর্গে লইযা যায়। যে অভ্যাসের দুর্জ্জয় বল পাপীকে ভয় দেখায় তাহাই আবাব সাধু ভক্তকে আশান্বিত কবে। আমাদেব মধ্যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি সমুদয় রিপুব উত্তেজনা আছে কেহই অস্বীকার করিতে পার না। রোগ যদি অন্তবে থাকে, সবল মনে তাহা স্বীকার কব, কিন্তু সাবধান, শত্রু গৃহের মধ্যে থাকিতে কেহই নিশ্চিন্ত হইয়া হাস্য পরিহাস করিও না। কেন না ইহা হইতে তোমাদের প্রত্যেকের এবং ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ

হইতে পারে। অতএব প্রাণপণে শাসন করিয়া রিপু সকল দূর করিয়া দাও। আধ্যাত্মিক তেজ এবং বলের দ্বারা পরস্পরের পাপ ব্যাধির প্রতীকার কর। পরস্পরকে পাপের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহাব্রতে আর কেহই নিশ্চেষ্ট থাকিও না। স্মরণ রাখিও, যে অভ্যাসের নিয়মে মনুষ্য অল্পকালের মধ্যেই পাপশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়; সেই নিয়মেই আবার ধর্ম্মপথে যাইয়া মনুষ্যাত্মা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত হয়, এবং তাঁহাকে ছাড়িতে পারে না। স্বাধীনপ্রকৃতি মনুষ্যের পক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপী হওয়া যেমন সহজ, ঈশ্বরের কৃপায় পুণ্যবান্ হওয়াও তেমনই সহজ। ঈশ্বর জানেন যে তাঁহাকে ছাড়িলে সহস্র সহস্র প্রলোভন আমাদিগকে প্রতীক্ষা করে, এই জন্যই তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মনিয়ম অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীন হইলেই তিনি স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ পুণ্যভাব প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পুণ্যরাজ্যে আকর্ষণ করেন।

পাপের উৎপত্তি ভূমি।

রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

আমরা কেন পাপ করি? পাপের উৎপত্তি ভূমি কোথায়? যাহার মনে সামান্য পুণ্যভাবও আছে, সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উত্থিত হইবেই হইবে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভা-

বধি অনেক বৎসর হইতে আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি। আমাদের অপবিত্রতার মূল কি? প্রত্যেক ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাঁহাদের আপন আপন জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুসারে ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর কিংবা সহজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতে নানাপ্রকার সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু যত দিন এই প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত না হইবে, তত দিন জগতে কাহারও সুখ নাই। পাপের মূল কি, এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি, এই বিষয় স্থির না হইলে কেহই পবিত্রাণপথে অগ্রসর হইতে পারে না। কেন না মতের দোষ চরিত্রের নির্ম্মলতা অপহরণ করে। পাপের মূল কি, যদি নিশ্চয়রূপে জানিতে না পার, শক্রর ঘর যদি নির্ণয় করিতে সক্ষম না হও তবে শক্রর প্রতি সহস্র অস্ত্রাঘাত করিলেও তাহা বিফল হইবে, এবং শক্রকে নিপাত করিতে যত কৌশল করিবে সকলই ব্যর্থ হইবে। কেন না তোমরা অস্ত্র সকল শক্রর ঘরে না যাইয়া অন্যত্র যাইবে, সুতরাং তোমার সমুদয় লক্ষ্য বিফল হইবে। যাহারা বলে, ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কত কাঁদিলাম, কত সদ্গ্রন্থ পড়িলাম, কত সাধু সঙ্গ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই মনের দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বশীভূত হইল না, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঢিল ছুড়িয়াছে, বাস্তবিক পাপ কোথায় বাস করে

তাহা তাহারা জানে না। অতএব প্রত্যেক পুণ্যার্থীর জানা কর্ত্তব্য, কোন্ স্থান হইতে কালসর্পরূপ পাপ বাহির হইয়াছে। যত দিন না পাপ নির্ম্মূল হইবে তত দিন ইহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। উপরে উপরে ঔষধ সেবন করিলে, কিন্তু ভিতরে যেখানে রোগের আদি কারণ রহিয়াছে, তাহার সুচিকিৎসা হইল না, এইরূপে জগতের কেহই যথার্থ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না।

মনুষ্যের ইচ্ছাই পাপেব মূল, এই ইচ্ছা হইতেই জগতের সমুদয় পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকা-গণ, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, তোমরা সকলেই কি এই মতে বিশ্বাস কর? প্রত্যেক পাপ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছাসম্ভূত ইহা কি তোমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কর? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করিয়া ফেলি, অথবা স্বভাবতই কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা প্রভৃতির পরতন্ত্র হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার উপর ইচ্ছার কোন ক্ষমতা নাই, তোমাদের মধ্যে অনে-কেরই কি এই প্রকার সংস্কার নহে? কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, কি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, কি সাধারণ ব্রাহ্মগণ, ইহাঁদের অনেকেই কি সময়ে সময়ে এই কথা বলেন না যে, মনুষ্য অবস্থার অধীন, যাহার যেমন অবস্থা তাহার চবিত্র তদনুরূপ সংগঠিত হয়। সাধু সহবাসে রাখ সে সাধু হইবে, কুসংসর্গে রাখ সে মন্দ হইবে; অথবা পিতা মাতা যেরূপ তাহাদের সন্তানদিগেরও সেইরূপ চরিত্র হয়; কিংবা যদি জনসমাজ মন্দ হয় মনুষ্য সহস্রবার

ইচ্ছা করিলেও সেই দেশাচারের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহার জঘন্য দুর্নীতি এবং কুরীতি সকল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সাধারণ জনসমাজের যেরূপ অবস্থা, মনুষ্য কোন মতেই তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উঠিতে পারে না ; অথবা যেরূপ অদৃষ্ট কিংবা নিয়তি আছে, মনুষ্যজীবনে তাহাই ঘটে। পাপ সম্পর্কে কি অনেকের এরূপ মত নহে? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সমুদয় মতের উচ্চতর স্থানে থাকিয়া গম্ভীরস্বরে এই বলিতে-ছেন, "পাপের মূল আর কিছুই নহে, ইচ্ছাই মনুষ্যের পাপের মূল।" কেহই অপরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাপ করে না, কেন না মনুষ্য যদি আপনাকে আকৃষ্ট হইতে না দেয়, কাহার সাধ্য যে তাহাকে আকর্ষণ করে? পাপী, তুমি সহস্রবার পাপ করিয়াছ, কিন্তু তোমাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, কে তোমাকে প্রত্যেক বার পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যদি তুমি সরল হও, অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত পাপের মূল তোমারই নিজের ইচ্ছা। অন্য কাহা-রও দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে ; কিন্তু স্বাধীন ভাবে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে। সত্য বটে মনুষ্যের দুই দিকে দুই আকর্ষণ রহিয়াছে। এক দিকে ঈশ্বর এবং অনন্ত কালের পুণ্য, শান্তি, অন্য দিকে সংসার ও ইহার অনিত্য নীচ সুখ। মানিলাম সংসারের প্রবল স্রোত সকলকেই ভয়ানক-রূপে টানিতেছে ; কিন্তু যত ক্ষণ না আমার ইচ্ছা তাহা দ্বারা আমাকে আকৃষ্ট হইতে অনুমতি দেয় তত ক্ষণ যতই কেন প্রথর

হউক না, কোন স্রোতের সাধ্য কি যে আমাকে আকর্ষণ করে। ইচ্ছা না থাকিলে পৃথিবীতে পাপ আসিতে পারিত না। মনুষ্য পাপের সুখ কিংবা পুণ্যের শান্তি ইচ্ছা করে কেন? কারণ তাহার ইচ্ছা। কেন আমরা এইরূপ ইচ্ছা করি? পৃথিবী ইহার উত্তর দিতে পারে না। আমাদের প্রকৃতিই এই যে, আমরা চাই ভাল, কিংবা চাই মন্দ ইচ্ছা করিতে পারি। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারি, এস, এই তোমাদের হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দিতেছি, তাহাদ্বারা আমাদিগকে বধ কর; অথবা পাপের তরঙ্গকে বলিতে পারি, হে তরঙ্গ, দেহ মনকে তোমার চরণে নিক্ষেপ করিলে আপাততঃ সুখ হয়, অতএব এই তোমার পদতলে পড়িলাম, যথা ইচ্ছা তুমি আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাও। এইরূপে যদি আমরা আপনারাই শত্রুদিগকে ডাকিয়া আনি এবং ইচ্ছা করিয়া পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাই তবে শত্রুদিগের এবং স্রোতের দোষ কি? আমাদের নিজের ইচ্ছাই আমাদের পতন এবং বিনাশের মূল। অনেকের মুখে শুনা যায় যে, হিন্দুসমাজ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত, দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগের ক্ষমতা নাই যে ইহার উৎপীড়ন সহ্য করে, কিন্তু আমি বলি, যাহারা হিন্দুদিগের ভয়ে ভীত এবং অবসন্ন হইয়া অসত্য এবং পাপের শরণ লয়, তাহারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের অন্তর হইতে সত্য এবং পুণ্যের বল দূর করিয়া দেয়। নতুবা যে মনুষ্যের অন্তরে সত্যস্বরূপ পবিত্র ঈশ্বর বাস করেন,

পাপাসক্ত পৌত্তলিকদিগের সাধ্য কি যে তাহাকে বিপথে লইয়া যায়? মনুষ্য যেমন ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বরের সহায়তা অগ্রাহ্য করে, তেমনি আবার ইচ্ছা করিয়া সে পাপে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আমাদের পতনের জন্য আমরা আর কাহারও উপর দোষারোপ করিতে পারি না। অনেকে দুঃখের সহিত এই কথা বলেন যে, আমাদের অপেক্ষা চন্দ্র, সূর্য্য এবং পশু পক্ষী ভাল, কেন না তাহারা পাপ করিতে পারে না। হায়। ঈশ্বর কেন মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন? ইহাতেই মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছে। ইহারই বলে ক্ষুদ্র মনুষ্যসন্তান ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে এবং ইহাতেই আমাদের এত দম্ভ, এত অহঙ্কার। কিন্তু আমরা কখনই ইহা মানিব না যে, ঈশ্বর আমাদিগকে কেবল তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেই প্রকৃতি দিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে রাখিয়াছেন, আমরা যখন নিজের ইচ্ছায় তাঁহাকে অমান্য করি, তখনই পাপ গরল আমাদের আত্মাকে বিনাশ করিতে যায়, নতুবা পাপের সাধ্য কি যে, ব্রহ্মসন্তানকে আক্রমণ করে? যখন ব্রাহ্ম দেখিতে পান যে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন তখন পাপ অসম্ভব। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা পাপের সুখ অন্বেষণ করি, তখনই পাপের মোহিনী শক্তিতে আমরা ভুলিয়া যাই এবং পাপ তখন সহজেই আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়া লয়। অতএব, হে মনুষ্য, একবার যদি

তুমি উৎসাহপূর্ণ হইয়া বলিতে পার, 'পাপ দূর হও, এই দেখ পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়াসনে বিরাজ করিতেছেন' দেখিবে বলিতে না বলিতে পাপ কম্পিত হইয়া বলিবে, হায়! কেন এমন দুর্জ্জয় ব্রহ্মসন্তানের নিকট আসিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম আমি ইহাকে বধ করিব, এখন যে এই আমাকে সংহার করিতে উদ্যত, এই কথা বলিতে বলিতে পাপ কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইবে তাহার আর কোন চিহ্নও থাকিবে না। পাপের কি বল আছে? টাকা, যশ, মান, কাম, ক্রোধ, লোভ, ইহাদের আবার বল কি? আমাদের বস্তু এবং আমাদের বৃত্তি কি আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে? কেবল তখনই পারে যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমরা তাহাদিগকে বল দান করি। অতএব যদি জানিলাম যে, আমার সমুদয় পাপের মূল আমারই ইচ্ছা, তবে কেন আমাদের নিজেব কুপ্রবৃত্তির জন্য পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির উপর দোষারোপ করি? পাপ আমাদিগকে কখন আচ্ছন্ন করে? যখন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই। কিন্তু দেখ যখন মহাপাপী আর কুপথে যাইব না, এই বলিয়া ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার যে বল তাহার অন্তরে গূঢ় এবং লুক্কাইত ভাবে কার্য্য করিতেছিল, "পিতার কটাক্ষদর্শনমাত্র সেই ব্রহ্মবল অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই মনুষ্য যে পূর্ব্বে পাপের নামে সশঙ্কিত এবং মৃতপ্রায় হইত, আজ সে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া

বলিল, প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনে পাপ অসম্ভব। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, ইহাই বাস্তবিক যথার্থ বিনীত এবং সরল সাধকের কথা। ব্রহ্মসহবাসে পাপ অসম্ভব, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মত। "তব বলে কর বলী যে জনে কি ভয় কি ভয় তাহার।" ইহা দর্পের কথা নহে, কেন না ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া যে পাপকে দলন করে, তাহাতে তাহার নিজের আর দম্ভ করিবার কি আছে? তবে কেন আমরা পাপার্ণবে ডুবিয়া মরিতেছি? এই জন্য যে সেই বল আমরা চাই না, ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া আমাদের পাপ সকল বিদায় করিয়া দিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। সমুদয় রিপুগুলি শাসন করিতে যত বলের প্রয়োজন, এখনই আমাদিগকে সেই বল দিতে ঈশ্বর প্রস্তুত রহিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিয়া তাহা গ্রহণ করি না, এই জন্যই আমরা মরিতেছি, ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। পাপ একটী বল নহে, ইহার অন্য নাম দুর্ব্বলতা। আমার অন্তরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, গূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে ইহার অর্থ এই হইবে যে, আমার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র বল নাই; অথবা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বল দূর করিয়া দিয়াছি। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার এবং স্বাস্থ্যের অভাব রোগ, সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের অভাব আমাদের পাপ। স্বর্গ হইতে দিবা রাত্রি ঈশ্বরের পবিত্র স্রোত আসিতেছে, যাহারা বলিল আমরা সেই নির্ম্মল জল চাই না, পৃথিবীর মলিন রসাস্বাদেই আমাদের যথেষ্ট

আনন্দ হয়, স্বর্গের বারি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। জীবনের রণক্ষেত্রে শত্রু সকল পরাস্ত করিবার জন্য সেনাপতি ঈশ্বর সর্ব্বদাই অস্ত্র সকল দান করিতেছেন; কিন্তু যাহারা বলিল, আমরা শত্রুদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিব, সুতরাং আমাদের অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাহারা যে বিনাশের পথে যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমরা কি দেখ নাই, যাঁহারা এক দিন উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া জয় দয়াময় বলিয়া কটাক্ষে রিপুকুল ধ্বংস করিতেন, তাঁহারা আজ বলিলেন, আর আমাদের উপাসনা করিতে রুচি হয় না, টাকার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে আর আমাদের বল নাই, এবং অপবিত্র সুখের ইচ্ছা সকল এত প্রবল যে, সে সকল কোন মতেই আমরা দমন করিতে পারি না। যে সকল মহাপাপী এক সময় হুঙ্কার করিয়া পাপ সকল দূর করিয়া দিত, এখন কি না তাহারা বলিল, আর আমাদের পুণ্য পথে যাইবার ইচ্ছা নাই। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, আর তাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা নাই। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য পূর্ব্বে যাহারা কত ত্যাগ স্বীকার এবং কত বড় বড় প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছে; একটী সামান্য টাকা—যাহা তাহারা পদ দ্বারা দলন করিয়াছে—এখন অসুরের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া তাহা-দিগকে পাপের দিকে টানিয়া লইতেছে। অতএব যদি ভাল হইতে চাও, তবে ভাল হইতে ইচ্ছা কর। মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমরা ভাল হই, আমরা যদি ভাল হইতে চাই, আমা-

দের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইচ্ছার অনন্তশক্তি দ্রুতবেগে আমাদিগকে পরিত্রাণপথে অগ্রসর করিবে। সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়। ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা কর, দেখিবে তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি তোমার নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার পরিবারবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, দেখিবে তোমার প্রার্থনার পূর্ব্বে তিনি তোমাকে তাঁহারই পরিবার মধ্যে রক্ষা করিতেছেন। ইচ্ছা করিলেই যদি স্বর্গ লাভ হয়, কেন আর তবে, বন্ধুগণ, তোমরা নিজের দোষে তাহাতে বঞ্চিত হও।"

মনুষ্যের চেষ্টা ও ঈশ্বরের কৃপা।

রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

আমাদের মধ্যে যে কিছু সাধুতা, তাহা কেবল আমাদেরই ধর্ম্ম সাধনের ফল, যাঁহারা এই প্রকার মত গ্রহণ করেন তাঁহাদের অহঙ্কার এবং পতনের সীমা থাকে না; কেন না তাঁহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। আবার যাঁহারা বলেন, পরিত্রাণের জন্য আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরের করুণাই মনুষ্যকে মুক্তি দান করে, তাঁহারাও ভ্রান্ত; কারণ এই মত, আলস্য এবং পাপকেই প্রশ্রয় দেয়, ইহাতে কেহই যথার্থ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপা এবং আমাদের ইচ্ছা ও প্রাণগত উদ্যম, এই উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের

জন্য নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা এই অভ্রান্ত এবং নির্ম্মল মত স্বীকার করেন তাঁহারাই ব্রাহ্ম। অন্যথা যদি ইহা সত্য হইত, যে ঈশ্বর দয়া করুন আর নাই করুন, মনুষ্য চেষ্টা করিলেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর এবং তাহার দয়ার প্রয়োজন হইত না। অথবা ইহা যদি ঠিক হয় যে, মনুষ্যকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরই দয়া করিয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে উদ্ধার করেন, তবে ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে কোন সাধন এবং চেষ্টা কিছুই হইত না; এবং ঈশ্বর সম্পর্কে সমস্ত মনুষ্যজাতি নিশ্চেষ্ট এবং নির্জ্জীব থাকিত। অতএব এই দুই দিকেই বিপদ, ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই মীমাংসা করিতেছেন, ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই উভয়ই আবশ্যক, ইহার কোনটী ছাড়িলেই মনুষ্যের পবিত্রাণ হয় না। এই দুইটী মত ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম, জগতের সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় এই দুই দিকে বিভক্ত, কেবল আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ ইহাদের মধ্য স্থলে সংস্থাপিত। ব্রাহ্মধর্ম্মে কি সুন্দর স্বর্গীয় সন্ধি! এক দিকে ঈশ্বর, আর এক দিকে মনুষ্য। উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম হইতেছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়কে সম্মিলিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। যদি বল, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" ব্রহ্ম কৃপাতেই জগতের পরিত্রাণ, তাহা হইলে অহঙ্কারী মনুষ্য ধর্ম্ম সাধনে নিরুৎসাহী হইয়া ক্রমশঃ গভীরতর পাপে নিমগ্ন হইবে। আবার যদি বল সাধুতা এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের সাধনের

ফল, তবে আর কেহই ঈশ্বরে নির্ভর করিবে না, সুতরাং ঈশ্বরশূন্য ধর্ম্মসাধনে মনুষ্যের অহঙ্কার এবং কঠোরতা আরও বৃদ্ধি হইবে। এই দুই দিক্ দেখিলে স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন হয়, যথার্থ মত কি ? কিন্তু ইহা কেবল মতের সংগ্রাম নহে। আপাততঃ ইহা কেবল মতের বিবাদ বোধ হইতে পারে ; কিন্তু মনোনিবেশপূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন পাঠ কর, দেখিবে এই দুইটী ভ্রান্ত মত হইতে জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে এবং কত সহস্র লোকের জীবন এই দুই মতের দ্বারা নিতান্ত ঘৃণিত এবং অসাড় হইয়া গিয়াছে। যাহারা মনে করিত, ধর্ম্মজীবন কেবল আমাদেরই সাধনের ফল, তাহারা যখন দেখিল যে, অনেক কঠোর সাধন এবং বহু কালের অনুষ্ঠানের পরেও তাহাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না, অনেক সাধু-সঙ্গ এবং শত শত সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মন ভাল হইল না, তখন ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া তাহারা ভগ্নোদ্যম এবং নিশ্চেষ্ট হইতে লাগিল, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না, তাহাতে কেবল অহঙ্কারই বৃদ্ধি হয়। ভ্রান্ত লোকেরা মনে করে ইহা বিনয়ের কথা ; কিন্তু ইহা প্রকৃত বিনয় নহে। কেন না যাহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট এবং নির্জ্জীব হইয়া ভাল হইতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, তাহাদের অন্তরে নিশ্চয়ই গূঢ়তম অহঙ্কার এবং ভয়ানক পাপা-সক্তি প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং অবকাশ পাইয়া কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সেই দুর্দ্দান্ত রিপুকুল আবার প্রবলতর হইয়া তাহাদি-

গকে বিনাশ করে। এই অবস্থায় যাহারা মুখে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর অথবা দয়াময় দয়াময় বলে, তাহাদের কপট মন আরও গুরুতর পাপে কলুষিত হয়। কেন না যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরে পাপ সকল পোষণ করে, এবং গোপনে পাপের সুখ ভোগ করে, তাহারা যে ঈশ্বরের নাম লইয়া ধর্ম্মের ভাণ করে, তাহা তাহাদের আন্তরিক জঘন্যতা ঢাকিবার জন্য কুটিল অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্তরে আহ্লাদের সহিত জঘন্য রিপু সকল পোষণ করিব, অথচ মুখে বলিব যে, পতিত পাবন ঈশ্বর নিজ দয়াগুণে আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, ইহা বাস্তবিক কপট ধূর্ত্তের কথা। ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিবার অর্থ ইহা নহে যে, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকে আলিঙ্গন করিব অথচ কেবল মুখে বলিব, হে ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার কর। সেই কথাতেই কি ঈশ্বরের দয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে? মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিব, অথচ অন্তরে পাপের সেবা করিব, যাহারা এইরূপ কপটভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তাহাদের সে প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হয় না, ইহাতে কেবল ঈশ্বরের দয়ায় অবিশ্বাস এবং আত্মার শুষ্কতা বৃদ্ধি হয়। এই জন্য বলিতেছি, ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর এবং মনুষ্যের নিশ্চেষ্টতা, অথবা ঈশ্বরের দয়া অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মজীবনের জন্য মনুষ্যের কঠোর সাধন, এই উভয় দিকেই ভয়ানক বিপদ। অতএব যে পথে অগ্রসর হইলে ভয় নাই, ব্রাহ্মসমাজকে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছি আমাদের নিজের ইচ্ছাই

পাপের উৎপত্তিস্থান। ইহা সামান্য সত্য নহে; ইহা জীবনের একটী অমূল্য রত্ন। প্রকৃতরূপে এই রত্নের ব্যবহার করিলেই অনায়াসে আমরা প্রেমধামে যাইতে পারি। কেন না যদি ইহা নিশ্চয় হইল যে জগতের মধ্যে যাহা কিছু পাপ এবং অপবিত্রতা সমুদয়ই মনুষ্যের ইচ্ছার ফল, এবং মনুষ্য অনুমতি না দিলে পাপের সাধ্য নাই যে, তাহাকে স্পর্শ করে, তবে আমরা ইচ্ছা করিলেই তাহার বিপরীত পুণ্য পথে যাইতে পারি। এই পুণ্য-পথে অগ্রসর হইবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতা-রূপ মহারত্ন দান করিয়াছেন। ইহার বলে এক দিকে যেমন মন্দ পথে যাইয়া নিতান্ত জঘন্যরূপে কামী ক্রোধী স্বার্থপর অথবা অহঙ্কারী হইতে পারি, তেমনি আবার অন্য দিকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্গীয় পিতার সন্নিধানে বসিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমসুধা পান করিতে পারি। ইহাই আমাদের প্রকৃতি, সুতরাং বাহিরের অবস্থা কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি আমাদের স্বাধীন কার্য্যের জন্য দায়ী নহে। এই প্রকৃতির অনুসারেই আমাদের বিচার হইবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যদি মনুষ্য আপনার ইচ্ছাতেই চাই ভাল, কিংবা চাই মন্দ হইতে পারে, তবে কি তাহার ঈশ্বরে প্রয়োজন নাই? না, তাহা নহে! মনুষ্য যদিও নিজের ইচ্ছায় মন্দ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন মতেই সে আপনাকে আপনি ভাল করিতে পারে না। ভাল হইতে চাহিলেই তাহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বরকে

পরিত্যাগ করিয়া কুপথে যাইবার জন্য ঈশ্বরের বল এবং সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁহার সহায়তা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। ভাল হইবার জন্য মনুষ্য যাহা করে, কি অনুতাপ, কি সাধু ইচ্ছা, কি পবিত্র সংকল্প, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের মূলে ঈশ্বরের দয়া, এবং তাঁহার অনন্ত শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। পাপ-ভারাক্রান্ত মনুষ্য ইচ্ছা করিল, আর আমি পাপচারণ করিব না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্য্য করিতে লাগিল, পাপীর সাধু ইচ্ছা সহস্র গুণ বলবতী হইয়া উঠিল। তাহার দুর্ব্বল মন আবার সবল হইল, সেই মলিন আত্মা পিতার প্রেমজ্যোতি পাইয়া আবার প্রফুল্ল হইল। আমাদের পতনের কারণ শুদ্ধ আমাদের ইচ্ছা; কিন্তু কেবল আমাদের ইচ্ছা আমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করে, তখনই আমাদের জীবন পবিত্র হয়। নতুবা কার না ইচ্ছা হয়, ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া জীবনতরি শান্তিধামে লইয়া যাই, কিন্তু আমাদের নিজের কোন বল নাই যে অগ্রসর হই। ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন কাহার সাধ্য রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পুণ্যধামে উপস্থিত হয়? বিশ্বাস, বুদ্ধি, হৃদয়, এবং ভাল হইবার ইচ্ছা, সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের বল। যখন পাপ করিতে যাই তখন বলের প্রয়োজন হয় না, কেন না পাপ দুর্ব্বলতা হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া

হীনবল হই, তথনই মন পাপসাগরে নিমগ্ন হয়, হাল ছাড়িয়া দিলে নৌকা জলমগ্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যথন অন্তরের ব্যাকুলতা, প্রার্থনা, উপাসনা এবং সমুদয় সাধুচেষ্টা ছাড়িয়া দিই, তথন যে, অধর্ম্মস্রোত আমাদিগকে টানিয়া লইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব আত্মচেষ্টা এবং সাধন পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে জীবন ক্ষয় করা ঈশ্বরনির্ভর নহে ; কিন্তু যাঁহারা শরীর, মন, হৃদয়, এবং আত্মার সমুদয় বল, বুদ্ধি, ভক্তি এবং সাধুতা দ্বারা পূর্ণ পরিশ্রমের সহিত ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা করেন তাঁহারাই যথার্থ পরিত্রাণার্থী ধার্ম্মিক। তাঁহাদের সমস্ত জীবন স্বর্গীয় পিতার চরণে সমর্পিত। সুতরাং এক মূহূর্ত্তও তাঁহারা অসতর্ক হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। নিত্য উৎসাহ, এবং নিত্য পরিশ্রম ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান লক্ষণ। যে জীবন ঈশ্বরে বাস করে স্বভাবতই তাহা সর্ব্বদা সতেজ এবং প্রফুল্ল থাকে। কেন না নিরন্তর তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আসিতেছে। মনুষ্যের আত্মাকে ভাল করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সকলই ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত হয়। মনুষ্যের নিজের কিছু নাই, তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল সকলই ঈশ্বরের। কিন্তু মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা এবং পাপের নিতান্ত মলিন দুর্গন্ধ পথে ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তের জীবন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও

সুস্থির থাকিতে পারে না, ভক্ত দেখিতে পান যে, ঈশ্বরের দয়া তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া দিবা নিশি কার্য্য করিতেছে। জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার অন্তরে যে কিছু ব্যাকুলতা, জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতা, সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের সেই কৃপা। যতই তিনি নিজের স্বর্গীয় জীবন অধ্যয়ন করেন, ততই তিনি ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন যে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।' এইরূপে ব্রহ্মকৃপা এবং ভক্তের প্রাণগত সাধন ও নিত্যোৎসাহ একত্র হইয়া জগৎকে পরিত্রাণপথে অগ্রসর করে। ইহাতেই ঈশ্বরের কৃপা এবং মনুষ্যের আত্মচেষ্টার আশ্চর্য্য সম্মিলন!! কিন্তু যাহারা ধর্ম্মাভিমানী এবং অলস প্রকৃতি তাহারা মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের এই নিগূঢ় যোগ দেখিতে পায় না। তাহারা মনে করে, যদিও ঈশ্বর মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যের দ্বারা তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। মনুষ্য যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক জঘন্যতম পাপে লিপ্ত থাকে এবং ভ্রমেও পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা না করে, তথাপি তিনি তাহাকে পবিত্র করিয়া লইতে পারেন। এইটী ভয়ানক মত। ইহা দ্বারা মনুষ্যকে ইচ্ছাশূন্য অন্ধ যন্ত্রের ন্যায় পরিচয় দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এই প্রকার সম্পর্ক নহে। আমার ইচ্ছা নাই যে আমি ভাল হই, অথচ ঈশ্বর এক রকম যাদু করিয়া আমাকে ভাল করিয়া দিলেন, স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্য এবং ন্যায়বান্ ঈশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে

দিতে পারেন না, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কে বাঁচিতে পারে ? তিনি অব্যবহিত থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে সেই অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছেন, যাহা দ্বারা অন্তরের ভয়ানক কুপ্রবৃত্তি সকল দগ্ধ হইতেছে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সত্বেও কিরূপে তিনি আমাদের আত্মার উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন ইহা কেবল ভক্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা দেখিলাম, সামান্য একটী পক্ষীর গান শুনিয়া এক জন মহাপাপীর মন ফিরিয়া গেল, পূর্ব্বে তাহার পাপেই সুখ হইত, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার,ভক্তির উদয় হইল,এবং পাপকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিল। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ ব্যক্তি যদিও ঈশ্বরের করুণায় ভাল হইল, কিন্তু অবশ্যই ইহার স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের দয়ার অধীন হইয়াছিল। সেই নিগূঢ়তম যোগ আমাদের অদৃশ্য। সহস্র উপদেশ শুনিয়া যাহার কিছুই হইল না, ক্ষুদ্র পক্ষীর ডাক শুনিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল, সে দেখিল হঠাৎ কে আসিয়া স্বর্গরাজ্যের চাবি খুলিয়া দিল, হয়ত সে নিজেও বুঝিতে পারিল না যে, কিরূপে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আগে মনুষ্যের ইচ্ছা হইবে, তবে ঈশ্বরের দয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। কখন কি ভাবে হইবে আমরা জানি না। ঈশ্বরের দয়ার বিরাম নাই, মনুষ্যই ইচ্ছা করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করে। সেই দয়া সাধুমুখে, অসাধুমুখে, নগরে, অরণ্যে, সাগরে, পর্ব্বতে, কিন্তু কোথায় গেলে তোমার পরিত্রাণ হইবে কেহ বলিতে পারে না। ইহা নিশ্চয়

যে, যত দিন ঈশ্বরের দয়া হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে কোথায়ও তোমার পরিত্রাণ নাই। তোমার ইচ্ছার ক্ষমতা আছে যে ঈশ্বরের দয়া পরিত্যাগ করিতে পারে। সর্ব্বদা ঈশ্বরের দয়া প্রতীক্ষা কর, কেন না তাঁহার দয়ার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার যোগ না হইলে নিস্তার নাই। অহঙ্কারী বৌদ্ধ বুঝিতে পারে না যে, দয়াময় আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া ভক্তের জীবনে কার্য্য করেন। ভক্ত কেবল এই কথা বলেন, ধন্য দয়াময় তোমার করুণা! ধন্য দয়াময় তোমার করুণা! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্ত স্বর্গধামে প্রবেশ করেন।

পাপের মূল আমি, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর।

রবিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

পাপের মূল আমাতে, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরেতে। পাপ করিবার সময় শুদ্ধ আমার নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট; কিন্তু ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভ করা অসম্ভব। নরকের পথিক হইলে আমিই আমার পথপ্রদর্শক; কিন্তু ধর্ম্মপথের নেতা ঈশ্বরের সহায়তা ভিন্ন কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসাররজ্জুতে বদ্ধ হইতে হইলে কেবল আমার নিজের বুদ্ধি এবং নিজের চেষ্টার প্রয়োজন; ঈশ্বরকে লইয়া সংসারের মধ্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইলে, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক। অপবিত্র এবং নিরানন্দ থাকা

আমার অধিকার, কিন্তু আমাকে পবিত্র এবং প্রফুল্ল রাখা সম্পূর্ণরূপে দয়াময়ের কার্য্য। যেখানে কেবল 'অহং' সেখানেই পাপ এবং অপবিত্রতা, আর যেখানকার সকলই 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' সেখানেই পরিত্রাণ। আত্মাকে ব্যাধিগ্রস্থ এবং বিকৃত করা আমার হাতে, ইহাকে প্রকৃতিস্থ এবং অমর করা ঈশ্বরের হাতে। সংক্ষেপে এই বুঝিয়া লও, পাপের মূল আমি ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। মহাপাতকীও প্রতিদিন দেখিতেছে যে, মরিবার ক্ষমতা তাহার হস্তে, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা ঈশ্বরের; কেন না সে জানে যে ইচ্ছা করিলেই সে মরিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন, সে নিতান্ত ইচ্ছা করিলেও বাঁচিতে পারে না। সেইরূপ ইচ্ছা করিলেই আমি পাপ করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন ইচ্ছা করিলেই আমি সাধুভক্ত-জীবন লাভ করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার অর্থ ইহা নহে যে, আমি নিশ্চেষ্ট থাকিলেও অথবা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দয়াগুণে আমাকে উদ্ধার করিবেন। কেহ কেহ এই কথা বলে যে, আমি ভাল হইতে চাই, আর না চাই, যখন ঈশ্বরের দয়া হইবে তখন আপনি ভাল হইয়া যাইব, আমার প্রতি এখনও ঈশ্বরের করুণা হয় নাই, তাই আমার কুমতি যাইতেছে না। ইহা একটী নিতান্ত ভয়ানক ভ্রম। ঈশ্বরের করুণার কি বিরাম আছে? তাঁহার করুণা কি কখন হয়, এবং কখন হয় না? ব্রাহ্ম নাম লইয়া

কিরূপে মানিব যে, ঈশ্বর এক সময় দয়া করেন, আর এক সময় দয়া করেন না। তবে কি ইহা সত্য যে, ঈশ্বরের দয়ার, বিরামই আমাদের পাপের কারণ? ইহা অসম্ভব, কেন না ঈশ্বর নিজে যেমন সময়ে বাস করেন না, তাঁহার দয়াও সময়ে বদ্ধ নহে। তাঁহার অনন্ত দয়া সময়নির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্য জাতির উপর বর্ষিত হইতেছে। রাজা, প্রজা, মূর্খ, জ্ঞানী, সাধু, অসাধু, সকলেরই ঘরে সেই প্রেম আসিতেছে। প্রত্যেকের উপর সেই প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িতেছে, যাহারা চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকে, তাহারা কিরূপে ইহা দেখিবে? অতএব পাপে অন্ধ হইয়া, সাবধান কেহই এই কথা বলিও না যে, ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করিলেন না, তাই তুমি পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছ। দয়াময়, তাঁহার বিপথগামী বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য দিবারাত্রি সর্ব্বত্র বেড়াইতেছেন, পাছে কোন পাপী তাঁহার আশ্রয় না পাইয়া মরিয়া যায়, এই জন্য তিনি প্রেম-সিন্ধু হইয়া প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার পূর্ণ অবিভক্ত প্রেম। যখন উপাসনা করিতে পারি না, আমার হৃদয় নিতান্ত নীরস এবং প্রেমশূন্য হয়, তাঁহার দয়া তখনও নিবৃত্ত হয় না। যে দিন আমাদের উপাসনা ভাল হয়, সেই দিন ঈশ্বরের করুণা দেখিয়া আমাদের প্রেম উথলিয়া উঠে, এবং বলি যে, আজ আমার উপর ঈশ্বরের বড় দয়া হইল; কিন্তু অন্য দিন যখন পাপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাই: সে দিন যে ২৪ ঘণ্টা

আমার ঘরে বসিয়া তিনি কত দয়া করিলেন তাহা দেখিয়াও কিছুমাত্র তাঁহার মর্য্যাদা করি না। অতএব আমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা হয় নাই, কেহই এরূপ মিথ্যা কথা মুখে আনিও না। ঈশ্বরের করুণা নিমেষের জন্যও অবরুদ্ধ হইতে পারে না, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ এবং দুর্ম্মতির অধীন হইয়া সেই প্রেমসুধায় বঞ্চিত হই। যাঁহারা সাধু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত থাকেন, এবং নিমেষের জন্যও সেই প্রেম অস্বীকার করিতে পারেন না, তাঁহাদেব সমস্ত জীবন 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' এই মহাসত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করে। যেখানে বিনয়, প্রেম, ভক্তি এবং আনুগত্য সেখানেই দিবানিশি ঈশ্বরের পুণ্য এবং শান্তি বাস করে। 'প্রসাদ যাঁর শান্তি রূপে ভকতহৃদয়ে জাগে।" যে হৃদয়ে অহঙ্কার এবং ধর্ম্মাভিমান, সেখানে কেবলই অন্ধকার এবং অশান্তি। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যখন আমরা নিজের বুদ্ধিতে জীবন ধারণ করি, তখনই আমাদের অধোগতি। কেন না আমাদের যাহা কিছু উন্নতি এবং সাধুতা সেই সমুদয়ের মূলে ঈশ্বর, আমাদের নিজের কিছুই নাই। সাধক কেবল ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া থাকেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মজীবন গঠন করেন; ইহাই পরিত্রাণের মূল শাস্ত্র। সুতরাং আমরা যখন উদ্ধত হইয়া মস্তক উন্নত করি, আমাদের দুর্ব্বিনীত হৃদয় আর তখন ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করিতে পারে না। যখনই আমরা অবিনয়ী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে বাধা দিই, তখনই আমাদের সম্পর্কে সেই

স্বর্গীয় স্রোত রুদ্ধ বোধ হয়। সেই অবস্থাতেই আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল হয়, এবং সহজেই রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন মনে করি, আর বুঝি আমার উপর ঈশ্বরের দয়া নাই। আবার যখন সেই দুরবস্থা দূর হয়, তখন বলি ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় হইলেন। ইহার অর্থ কি এই যে তিনি পূর্ব্বে সদয় ছিলেন না? ঈশ্বরের দয়া কি কখনও রুদ্ধ থাকিতে পারে, না ইহা কদাচ বিচলিত হইতে পারে? আমরা সাধু হইলে তিনি দয়া করিবেন, নতুবা আমাদের প্রতি নির্দ্দয় থাকিবেন, ঈশ্বর কি কখনও এরূপ করিতে পারেন? আমাদের চরিত্রের দোষগুণে কি তাঁহার দয়ার হ্রাস বৃদ্ধি অথবা উন্নতি অবনতি হয়? পূর্ণ প্রেমের আধার ঈশ্বরে কোন পরিবর্ত্তন নাই, আমরাই নিজের চক্ষের দোষে তিনি যেমন ঠিক সেইরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার দয়া যেমন চিরকাল তেমনই রহিয়াছে; আমরাই মোহমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া কখন কখন সেই প্রসন্ন বদন দেখিতে পাই না। কিন্তু যাই পাপান্ধকার চলিয়া যায় তখনই সেই প্রেমমুখ দেখিয়া প্রফুল্ল হই। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সাধকের ইচ্ছা যোগ হয়। একবার সেই অতুল প্রেমানন দেখিলে আর ভক্তের ভয় থাকে না, তখন তিনি মহাপরাক্রান্ত বীরের ন্যায় বলেন, কাম রিপু! তুমি এখনই বশীভূত হও। ক্রোধ! তুমি দূর হও। এই ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির ন্যায় নিদারুণ কথা শুনিবামাত্র সেই রিপুদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যায়। ইহা অহঙ্কা-

রের কথা নহে; কিন্তু ইহাই, যথার্থ বিনীত ব্রাহ্মের কথা। মনুষ্যের আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বধ করিয়া জগৎকে তাঁহার কথার বল দেখাইবার জন্য এইরূপে ঈশ্বর সাধকের মধ্যে কথারূপে প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া যখন ঈশ্বর কথা বলেন তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। এক কথাতে পর্ব্বত চূর্ণ হয়, ঘোর নারকীর মহাপাপরূপ পাষাণময় পর্ব্বত বরফের ন্যায় গলিয়া যায়। সেই কথা শুনিয়া যখন ভক্ত বলেন, হে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত! তুমি দূর হও, উহা অমনই স্থানান্তরিত হয়। পৃথিবীর লোক বলিবে, ইহা সাধকের কথা; কিন্তু ভক্ত বিলক্ষণ জানেন যে ইহা তাঁহার কথা নহে। কেন না মনুষ্যের সাধ্য কি যে সে আপনার বলে ব্রহ্মের কথা বলে? হিমালয়ের যিনি রাজা তাঁহার কথাই হিমালয় শুনে। যে সাগর রাজা কানিউটের কথা অমান্য করিয়াছিল,তাহার সাধ্য কি যে ঈশ্বরের কথা অবহেলা করে। শিশুকাল হইতে পর্ব্বতসমান রাশি রাশি পাপ করিয়াছি, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যদি বলিতে পারি, ঈশ্বরের আজ্ঞা হইয়াছে আর পাপ করিব না, এখনই ঈশ্বরের পবিত্রতায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইবে। ঈশ্বরেব প্রেম এবং অনন্ত ক্ষমাগুণে সকলই সম্ভব হয়, তিনি ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করেন। ভক্তের হৃদয় হইতে ঈশ্বরের বল বিনিঃসৃত হয়। ব্রহ্মবলে যিনি বলী তাঁহার কথায় পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যিনি অহঙ্কারী, সেই পর্ব্বত তাঁহার মস্তক

চূর্ণ করে। সাধক দয়াময় নাম লইয়া যদি সমুদ্রকে কিছু বলেন সমুদ্র তাহা শুনে, কেন না ভক্ত সাধকের দ্বারা ঈশ্বর স্বয়ং কথা বলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র পাপীও ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে। *যে ব্যক্তি ব্রহ্মকথা শুনিতেছে এবং তাহা পালন করিতেছে,* পাপের সাধ্য কি যে তাহাকে স্পর্শ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মমন্দিরে যায়, ব্রহ্মসঙ্গীত করে, ব্রহ্ম পূজা করে; সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে, সাধু সঙ্গ করে, এবং নির্জ্জন সাধনও করে অথচ মনে মনে ঈশ্বরের কথা অগ্রাহ্য করে, এবং সর্ব্বদাই বলে যে আমি কাম, ক্রোধ, পরিত্যাগ করিতে পারি না, পাপ তাহাকে আরও গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন করে। অতএব যদি পাপ হইতে বাঁচিতে চাও তবে কাল নয়, আজ, এ রাত্রিই, এখনই সর্ব্বান্ত-র্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বল, আর এই পাতকপূর্ণ নরকময় জীবন রাখিব না; আর এই দুর্গন্ধময় পাপের মধ্যে বাস করিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, এই মুহূর্ত্ত হইতে ঈশ্বর আমার হইলেন আমি ঈশ্বরের হইলাম। নতুবা যে ব্যক্তি বার ঘণ্টা পাপের মধ্যে বাস করিতে চায়, সে কদাচ কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি তোমরা ব্রহ্ম সহবাসে থাকিতে সংকল্প না কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এখন পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা হয় নাই। যদি তোমাদের মনে স্বর্গে বাস করিবার জন্য পবিত্র ইচ্ছা বলবতী হয়, পাপের সাধ্য নাই যে তোমাদের অন্তর কলঙ্কিত করে। পাপের মূল তোমার ইচ্ছা, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর।

তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া বল, পাপ, তুমি এস, আর খানিক ক্ষণ তোমার সেবা করি, পরে ধর্ম্মসাধন করিব, তাহা হইলে পাপ কেন তোমাকে ছাড়িবে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং জয় জগদীশ বলিয়া এক এক বার ব্রহ্মাস্ত্র ঘুরাও, দেখিবে রিপু যতই কেন মহাবীব হউক না ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পরাস্ত হইয়া যাইবে। এক বার 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' বলিয়া রণক্ষেত্রে অবতবণ কর, দেখিবে ক্ষণেকের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নিসংস্পর্শে রিপু সকল আপনাপনি দগ্ধ হইবে। উপাসকগণ, তোমরা কি ব্রহ্মোপাসনাব বল দেখ নাই? কত যত্ন করিয়া তোমরা যে পাপ দূব করিতে পার নাই, ব্রহ্মনামে তাহা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়াছে, জীবনে কি ইহার শত সহস্র প্রমাণ পাও নাই? তবে কেন আর কল্পিত বিনীত ভাবে বলিবে যে, আমি কিছুই কবিতে পারি না। যিনি বলেন যে পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনি অহঙ্কারী নহেন তিনি বাস্তবিক বিনীত ব্রহ্মসন্তান। কেন না, তিনি তাঁহার নিজের বলেব কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় পিতার কথা শুনিয়া তিনি দুর্জ্জয় পাপকে দমন করেন। ব্রহ্মনামের জয়-ধ্বনি করিতে করিতে তিনি রিপুকুল ধ্বংস করেন। তিনি জানেন তাঁহার পিতাব বলে সকলই সম্ভব হয়, এই জন্য তিনি প্রাণপণে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' বলিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতার জয়ধ্বনি করেন! এইরূপে ভক্তের প্রাণগত চেষ্টা এবং ঈশ্বরের কৃপায় পাপ পরাজিত হইয়া মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়।

অনুতাপ ও কৃপা।

রবিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

যতই আমরা পাপ এবং অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিব, ততই আমাদের হৃদয় নিরাশ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন হইবে। কেবলই অনুতাপ দ্বারা পরিত্রাণ হয়, ইহা যথার্থ নহে, কেন না অনুতাপের মধ্যেও অহঙ্কার এবং ঘোরতর অন্ধকার থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি অনুতাপ মূল্য দিয়া স্বর্গে যাইব, অথবা কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরকে কাঁদাইয়া মুক্তি লাভ করিব, সে যে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অহঙ্কারী ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব অন্যান্য অহঙ্কারের ন্যায় অনুতাপের অহঙ্কারও একান্ত পরিহার্য্য। অনুতাপের মধ্যে যেমন অহঙ্কার আসিতে পারে, সেইরূপ আবার ইহার মূলে অন্ধকার। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমার মধ্যে সত্য নাই, পবিত্রতা নাই, তাহার মন যে গভীরতর অন্ধকার, ভ্রম এবং অধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইবে ইহাতে, আশ্চর্য্য কি? আমার মধ্যে সাধুতা নাই, এবং কথনও যে জীবনে আমি সাধু হইব, তাহার সম্ভাবনাও নাই, ক্রমাগত এইরূপ আলোচনা করিলে কেন না অন্তর নিরাশা এবং বিষাদে জর্জ্জরিত হইবে? দয়াময় নামের গুণ মানিলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলাম, দয়াময় নাম যতই কেন পবিত্র হউক না, আমার পাপ এত গভীর এবং গূঢ় যে কিছুতেই তাহা যাইবার নহে। ভিতরে

ভিতরে ঈশ্বরের দয়াতে অবিশ্বাস করিয়া অনেকের আত্মা এইরূপে নিরাশ এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ঈশ্বরের দয়ায় সন্দেহ করিয়া কেবল অনুতাপ দ্বারা কেহ সাধু হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। অনুতাপে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়; কিন্তু সেই অনুতাপ মনুষ্য জানিতে পারে না। মনুষ্য চেষ্টা করিয়া যে অনুতাপ করে, তাহাতে কেবল সে অন্তরে বাহিরে অন্ধকারই দেখিতে পায়, তাহা দ্বারা কোন মতে পুণ্যবান্ হইতে পারে না। কেন না যাহারা আপনার বলে হৃদয় পবিত্র করিতে চায়, তাহারা আরও গভীরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা নিজের অশ্রুবিন্দু দ্বারা স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের যত্ন কদাচ সফল হইতে পারে না। কল্পিত বিনয়ের মধ্যে যেমন অবিনয় এবং অহঙ্কার থাকে, সেই রূপ কৃত্রিম অনুতাপের মধ্যেও পাপ পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছা এবং অপ্রবৃত্তি থাকে। পাপ ছাড়িতে আমার ইচ্ছা নাই, অথচ আমার সমস্ত জীবন অনুশোচনা, বিলাপধ্বনি, এবং আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ, ইহার অর্থ কি? যদি প্রত্যেক অনুতাপবিন্দু হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, তবে সেই অনুতাপের প্রয়োজন কি? যদি যে পাপের জন্য বারংবার ক্রন্দন করিতেছি, কোন মতেই তাহা দূর না হয় তবে সেই ক্রন্দনে লাভ কি? কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নিশ্চয়ই ছাড়িব যদি অন্তরে এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না হয়, তবে সে সকল

পাপের জন্য সময়ে সময়ে অনুতপ্ত হইয়া কি হইবে? বাস্তবিক, যে অনুতাপে চিত্ত শুদ্ধ না হয়, তাহা কখনই ঈশ্বরপ্রেরিত অকৃত্রিম অনুতাপ নহে। পাপাত্মাকে সংশোধন করিবার জন্য ঈশ্বর যে অনুতাপ প্রেরণ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রিপু দমন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এবং দুর্জ্জয় বল সমাগত হয়। সেই স্বর্গীয় অনুতাপ আমাদের নিজের পাপের জন্য যে পরিমাণে আমাদিগকে কাঁদাইবে, সেই পরিমাণে আবার আমাদিগকে পিতার পুণ্যালয়ে লইয়া গিয়া হাসাইবে। স্বর্গ হইতে এরূপ অনুতাপ না আসিলে কোন পাপীর পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরের কৃপা বলে যখন সেই অনুতাপে আমাদের অন্তর দগ্ধ হয়, তখন তাহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম জঘন্যতা ধৌত হয়। কেন না সেই জল স্বর্গের জল। কিন্তু আমাদের চক্ষু হইতে অনেক জল পড়ে যাহা স্বর্গের জল নহে, এবং যাহা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের গূঢ়তম পাপ প্রক্ষালন করিতে সম্পূর্ণ রূপে অসমর্থ। যিনি ধর্ম্মাভিমানী, তিনি মনে করেন আমি অনুতাপ করিতে, করিতে, নিজের ক্রন্দনের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়াছি; কিন্তু যিনি ভক্ত এবং ঈশ্বর প্রেমিক, তিনি বলেন, আমার নিজের অনুতাপ এবং ক্রন্দনে কিছুই হয় না, যখন দেখি দয়াময় ঈশ্বর আমাকে কাঁদাইতেছেন, তখনই আমার আত্মার কল্যাণ হয়, তখন সহজেই আমার মন পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য প্রভায় সমুজ্জ্বলিত হয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন আমার সমুদয়

সাধনের মূলে ঈশ্বরের কৃপা। যাই আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই, তখনই আমার আত্মা দুর্ব্বল এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, এবং পবিত্র জীবন সম্ভোগ করিবার জন্য আমার সকল আশা এবং সকল উদ্যম চলিয়া যায়। অতএব, ঈশ্বরের পথে যাইতে হইলে ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। যাহারা নিজের বলে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহাদের ক্রন্দনেও অহঙ্কার; কিন্তু ব্রহ্ম কৃপায় নির্ভর করিয়া যাঁহারা অত্যন্ত সাহসপূর্ণ এবং অলৌকিক ভাবে কথা বলেন, তাহার মধ্যেও স্বর্গীয় বিনয়। ভক্ত বলিতে পারেন, এই যে পৃথিবীতে পাপের ভয়ানক তরঙ্গ উঠিতেছে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমি নির্ভয় এবং নিরাপদ। তিনি দেখিতেছেন, যদিও তাঁহার নিজের কোন বল নাই; কিন্তু তিনি যাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার বলে নিমেষের মধ্যে মহাপাপ সকল চলিয়া যাইতেছে। এই জন্য তিনি বারংবার "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" ইহা বলিয়া ঈশ্বরের দয়ার জয়ধ্বনি করিতেছেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন পুণ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার আপনার কোন বল নাই। যথার্থ অনুতাপমধ্যে যেমন অহঙ্কার নাই, সেইরূপ আবার ইহার মধ্যে অন্ধকারও থাকিতে পারে না। যাঁহার অন্তরে সরল অনুতাপ আসিয়াছে, তিনি অকপট এবং সুদৃঢ় হৃদয়ে বলিতে পারেন, এই যে আমার সম্মুখে এত অন্ধকার এবং মেঘ ঈশ্বরের কৃপায় এ সকল কিছুই থাকিবে না, পলকের

মধ্যে এ সমুদায় ভেদ করিয়া সেই অনন্ত কালের সূর্য্য প্রকাশিত হইবেন। অন্ধকারের মধ্যে রাখিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করেন নাই; এবং শুদ্ধ আমাদিগকে কাঁদাইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হয় নাই; কিন্তু অন্ধকার হইতে আমাদিকে জ্যোতিতে লইয়া গিয়া আমাদের আন্তরিক গভীর বিষাদ দূর করিবার জন্যই ঈশ্বর দয়া করিয়া এই পৃথিবীতে তাঁহার স্বর্গের ধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জঘন্য রিপুদিগের উত্তেজনা এবং অত্যাচার দেখিয়া দিবানিশি তোমরা কাঁদিতেছ, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমাদের এ সকল ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জগৎ বলিবে একি অপরূপ ব্যাপার! তোমাদের নিজের মলিন কুৎসিত দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে? ইহাত এই পৃথিবীর ব্যাপার। পাপ করিলে কাঁদিতেই হইবে ইহা যে তোমাদেরই কার্য্য। অতএব তোমাদের কার্য্য দেখিয়া কে ঈশ্বরের সন্নিধানে আসিবে? কিন্তু তোমাদের রোদনের মধ্যে যদি সেই পার্থিব অর্দ্ধভাগের সঙ্গে স্বর্গীয় অর্দ্ধভাগ দেখাইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগৎ তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এক দিকে আমার নিজের অন্ধকার এবং পাপ দেখিয়া কাঁদিতেছি, কিন্তু অন্য দিকে এখনই স্বর্গ হইতে আলোক এবং আনন্দ আসিয়া আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিতেছে, জগৎকে যদি এই পার্থিব এবং স্বর্গীয় উভয় ভাগের সামঞ্জস্য দেখাইতে পারি, জগৎ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বশীভূত হইবে। এক দিকে

যেমন আমার পাপের জন্য আমি অনুতপ্ত হইব, অন্য দিকে তেমনই ঈশ্বরের দয়ায় পাপ হইতে উন্মুক্ত হইয়া আমি পবিত্র হইব, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। যদি বল আমি অনুতাপ করিব, কিন্তু এখনই আমি ভাল হইতে পারি না, তবে মূঢ় ব্রাহ্ম! তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর না। অনুতাপের সঙ্গে যদি বিশ্বাস এবং সাহস না থাকে, তবে কোন মতেই পরিত্রাণ নাই। আমি পাপী; কিন্তু ব্রহ্মবলে বলী হইয়া আমি স্বর্গ-ধামে যাইব, অন্তরে যদি এরূপ সাহসপূর্ণ বিশ্বাস না থাকে, তবে অনুতাপ দ্বারা কেবল নিরাশা এবং নির্জ্জীবতাই বৃদ্ধি পাইবে, ঈশ্বরকে ভুলিয়া যতই তুমি তোমার পাপের বিকৃত মুখ দেখিবে, যতই তোমরা পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি আলোচনা করিবে, ততই তুমি ভয় এবং বিষাদে অবসন্ন হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া যতই তুমি একটী পাপের প্রতি দৃষ্টি করিবে, ততই তুমি সাহসপূর্ব্বক সেই পাপের দুর্গন্ধ দূর করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে পারিবে। এইরূপে যিনি ঈশ্বরের অগ্নি লইয়া পাপের নিকট গমন করেন, পাপ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহারই দ্বারা পাপ ভস্মীভূত হয়। অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিবে তবে পাপ হইবে; নতুবা শত বৎসর ক্রন্দন করিলেও পাপ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে না। ঈশ্বরের পুণ্যাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মলিন চক্ষু হইতে যদি এক ফোটা জল পড়ে, তাহা দ্বারা ঘোর নারকীর চিত্তও পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার

নূতন জীবন দেখিয়া দেশের সকল লোক বলিবে, এই ব্যক্তি স্বর্গে চলিল। এইভাবে যদি পাপী এক দিন পিতার কাছে ক্রন্দন করে, তখনই তাহার পরিত্রাণ আরম্ভ হয়। দয়াময় সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ব্যাকুল রহিয়াছেন, আমরাই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার দয়ার কার্য্যে বাধা দিতেছি। তথাপি তিনি কেন এত দয়া করিতেছেন? এই জন্য যে, তিনি জানেন, এক দিন আমরা পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরা দিব। আমরা পাপী ইহা তিনি জানেন কিন্তু, কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা আর আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না, এই জন্যই তিনি প্রতি রবিবারে বিশেষরূপে তাঁহার নূতন নূতন করুণার বিধান প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর মহাপাপীকে পরিত্রাণ করেন, বন্ধুগণ, ইহা আর কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবে। এক দিকে যেমন আমরা বিশ্বাস করিব, আমরা কিছুই নহি, তেমনি অন্য দিকে বলিব, ঈশ্বর আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহার নামে পাপ ভস্মীভূত হয়। যাই বলিব 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্', তখনই দেখিব আমার অন্তরে যে পাঁচটী পাপ ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবলে যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা এবং ঈশ্বর জগতের পরিত্রাতা, ইহা ধর্ম্মের প্রবঞ্চনা। যদি ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকে তবে ব্যাকুল অন্তরে বল, পিতা, যদি এখনই আমাকে ভাল না কর তবে আমি মরিব, দেখিবে বলিতে না

বলিতে যে আত্মা মৃতপ্রায় ছিল তাহা উঠিয়া সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রিপুসকলকে দূর করিয়া দিল। মহা-পাপী ব্যভিচার এবং পানদোষ ছাড়িল। পাপীর আর কোন সম্বল নাই, কেবল এক ব্রহ্মনাম। যতই বিশ্বাস করিয়া সে এই নাম বলে, ততই তাহার অন্তর পবিত্র হয়। যে মুখে সে কাঁদিয়া বলিতেছে আমি মহাপাপী, সেই মুখেই আবার পবিত্র ব্রহ্মনামের সুধা পান করিতেছে। সে দেখিতেছে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরই তাহাকে কাঁদাইতেছেন এবং পুণ্যপথে লইয়া গিয়া তিনিই তাহাকে হাসাইতেছেন। আমরা সকলেই পাপে অচেতন, অতএব হে বন্ধুগণ, চল সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি কাঁদান কাঁদিব, তিনি হাসান হাসিব। তাঁহার প্রেমমুখ ভুলিয়া যেন আর কখনই পাপের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া নিরাশ এবং বিষণ্ণ না হই।

ব্রহ্মাগ্নির অলৌকিক বল।

রবিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বরের অগ্নি যখন কোন সাধকের জীবনে প্রবেশ করে, তখন সাধকের কি তখন ক্ষমতা থাকে যে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখেন? যদি সাধকের এই ক্ষমতা থাকিত, তবে কোন কালেই জগতে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইত না। ব্রহ্মাগ্নির এরূপ প্রকৃতি যে তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে। যাহা দ্বারা ঈশ্বর জগতের

দুঃখ পাপ দগ্ধ করিবেন, সহস্র চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না। ঈশ্বর সাধকের ঘরে আসেন, এই জন্য, যে তাঁহার পবিত্র প্রেমমুখ দেখিয়া সাধক এত দূর উন্মত্ত হইবেন যে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি জগতের সকলকে ডাকিয়া আনিবেন। ঈশ্বরকে দেখিয়া ভক্ত এমনই পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হন, যে সেই পবিত্র আনন্দ জগৎকে বিতরণ না করিয়া কোন মতেই তিনি সুস্থির থাকিতে পারেন না। স্বর্গীয় পিতাকে দেখিয়া ব্রাহ্মের হৃদয়ে যে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহা সামান্য অগ্নি নহে। সাধ্য কি যে তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিবে? তোমার বুদ্ধি, কৌশল, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, সকল আবরণ দগ্ধ করিয়া সেই অগ্নি বাহির হইবে। মনুষ্যের সাধ্য কি যে ঈশ্বরের অগ্নি প্রচ্ছন্ন রাখে? ঈশ্বরের অগ্নি যেখানে যাইবে সেই স্থান ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অগ্নিময় ঈশ্বর ভক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া জগতের নিকট প্রকাশিত হন। অতএব যদি কোন ব্রাহ্ম ভক্তিবলে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, সাবধান, কেহই তাহা ভক্তের নিজ গুণে হইল এরূপ মনে করিও না। ভক্তের দ্বারা ঈশ্বর আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। এই জন্যই ঈশ্বরের একটী নাম স্বপ্রকাশ। যিনি সবল সাধক, তাঁহার জীবনের সকল ভাগে স্বভাবতঃই ব্রহ্মাগ্নি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। দেশ দেশান্তরে সেই ব্রহ্মালোক প্রকাশ করিবার জন্য সাধকের প্রাণ ব্যাকুল। ঈশ্বর যখন এক বার স্বর্গ হইতে অব-

তরণ করিয়া সাধকের ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তাহার শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় বিভাগ তিনি অধিকার করেন। সাধুর সমস্ত জীবনে জগৎ যখন ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পায়, তখন সহস্র সহস্র লোক অলৌকিক মনে করিয়া সেই জীবন লাভ করিতে ব্যাকুলিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্ম্মই বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়ার উপর সংস্থাপিত। কোন সাধু বলিলেন, সূর্য্য স্থগিত হও, সূর্য্য অমনই অর্দ্ধ পথে থামিল; অথবা কোন সাধু ইচ্ছা করিলেন এবং তখনই তিনি অনায়াসে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন; কিংবা তাঁহার কথায় মৃতব্যক্তি সকল পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল, অথবা কোন ঋষির চরণস্পর্শে পাষাণ মনুষ্য হইল, এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহাদের ধর্ম্মের স্বর্গীয় ক্ষমতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেকের এই সংস্কার যে, অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইলে জগতের কেহই ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। পবন প্রবলবেগে প্রাচীন বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া শত সহস্র মনুষ্যের মস্তক চূর্ণ করিতেছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া নগরের শত শত গৃহ ভস্মীভূত করিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নরনারী ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইতেছে; যদি তুমি ব্রহ্মসন্তান হও বল, পবন! তুমি স্থির হও, অগ্নি! তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার কথা শুনিয়া যদি দুর্জ্জয় পবন এবং অগ্নি তথাস্তু বলিয়া চলিয়া যায়, জগৎ তবে জানিবে যে, তুমি যথার্থই ঈশ্বরের ধর্ম্ম

পাইয়াছে। সকল যুগে এবং সকল দেশে নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতাপেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রচারকেরা ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বলিয়া দেশ দেশান্তরে তাঁহাদের আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যাহা দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়, অবশ্যই তাহা ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্ম, এই বলিয়া জগৎ তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ব্রাহ্মেরা ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়া মানেন না, এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে ; এবং প্রায় ৪৩ বৎসর পরেও যে আমাদের ধর্ম্ম আশানুরূপ বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মেরা এখনও তাঁহাদের জীবনে তেমন অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারেন নাই। আমরা বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়া স্বীকার করি না ; কিন্তু জগৎ কেন অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে চায়, ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান কবিতে হইবে। অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা ধর্ম্মের স্বর্গীয়তা প্রমাণিত হয়, এই কথার নিম্নে যে গূঢ় সত্য রহিয়াছে তাহা আমবা পরিত্যাগ কবিতে পারি না। অলৌকিক ক্রিয়া কি ? যাহা লোকেব নহে কিন্তু ঈশ্বরের। ধর্ম্ম অলৌকিক, অর্থাৎ ইহা মনুষ্যকৃত নহে ; কিন্তু ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য যে ইহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার চিহ্ন আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক, অন্ততঃ তাঁহাদের জীবনে জগৎ অলৌকিক শক্তি দেখিতে প্রত্যাশা করে। তোমার কথার বলে যদি সাগর শুষ্ক হয়, হিমা-

লয় স্থানান্তরিত হয়, জগৎ তবে স্বীকার করিবে যে তুমি ব্রাহ্ম। অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয়, জগতের কোন্ লোক না এইরূপ বিশ্বাস করে? ইহার কারণ এই, যাহা অলৌকিক, অর্থাৎ লোকের নহে, তাহা ঈশ্বরের। ঈশ্বর যখন মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, সেই মনুষ্য তখন অলৌকিক শক্তি লাভ করে, এবং সেই শক্তি দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়। যে সাধক ঈশ্বরের কাছে অগ্নি পাইয়াছেন তাহা দ্বারা তিনি অনায়াসে অসাধ্য সাধন করেন। যাহার জীবনে ধক্, ধক্ করিয়া ব্রহ্মাগ্নি দীপ্তি পাইতেছে, তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই জগতের অসত্য, কুসংস্কার এবং পাপ দগ্ধ হইবে। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, জগৎ যে তাঁহার বশীভূত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ভক্ত যাহা করেন, তাহাই অলৌকিক, কেন না তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করিতেছে। তাহার অলৌকিক চিন্তা, অলৌকিক প্রতিজ্ঞা, এবং অলৌকিক কথা দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। ভক্তের নিগূঢ় জীবন পৃথিবীর অতীত। কোথা হইতে তাঁহার জীবনস্রোত আসিতেছে পৃথিবীর লোক তাহা দেখিতে পায় না। তাঁহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, সকলই ঈশ্বরপ্রসূত। তাঁহার সকলই ঈশ্বরের। তাঁহার চিন্তা তাহার নহে, তাঁহার প্রেম তাঁহার নহে, তাঁহার পুণ্য তাঁহার নহে; কিন্তু তাঁহার চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা এবং সকলই ঈশ্বরের। জগতের লোকেরা যখন দেখিতে পায় যে, ঈশ্বর

স্বয়ং এইরূপে সাধু ভক্তের জীবনে অলৌকিক কার্য্য সকল করিতেছেন, তখন তাহারা চমৎকৃত হয়, এবং সকলেই এক বাক্য হইয়া বলে, "এ ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। সাধুজীবনে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই জগৎ ধর্ম্মের সত্যতায় বিশ্বাস করে। কোন সাধুর কথায় যদি সূর্য্য নিস্তেজ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, অথবা সমুদ্রের জল শুকাইয়া যায়, তাহা হইলেই জগৎ তাঁহাকে অলৌকিক ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু আপনা আপনি যদি সূর্য্য অস্তমিত হয়, অথবা আপনা আপনি যদি সাগরের জল শুকাইয়া যায়, সেই সকল ঘটনা অলৌকিক নহে। কোন মনুষ্য যখন তাহার সাধ্যের অতীত কোন কার্য্য করে, জগতের লোক তাহাই অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করে। কি হিন্দু কি খৃষ্ট উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাদের স্ব স্ব প্রবর্ত্তকের মধ্যে এইরূপ অলৌকিক শক্তি স্বীকার করেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর যদি এইরূপ কোন অলৌকিক শক্তি না থাকে, জগৎ কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মেরাও যখন একটী কথা দ্বারা আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল করিতে পারিবেন, তখনই সহজে জগতের লোক তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। নতুবা তাঁহাদের জীবনে যদি স্বর্গের অলৌকিক ক্ষমতা না দেখিতে পায়, জগৎ কেন তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে? ভক্তের কথায় পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়, এবং সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হয়, কিন্তু তাহাতে ভক্তের নিজের কোন গৌরব নাই। কেন না

পর্ব্বত যখন ভক্তের কথা শুনে, পর্ব্বত বলে যদি ইহা মনুষ্যের কথা হইত, এক পদও আমি চলিতাম না; সেইরূপ তরঙ্গ যখন স্থির হয় সে বলে, যদি কেবল মনুষ্য কথা বলিত আমি হাসিতে হাসিতে তাল বৃক্ষের মত আরও উচ্চতর হইয়া উঠিতাম; কিন্তু ঐ মনুষ্যের মধ্যে থাকিয়া আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কথা বলিয়াছেন, তাই আমি মস্তক নত করিলাম। কিন্তু এ সমুদয় বাহ্যিক পার্থিব অলৌকিক ক্রিয়া। ব্রাহ্মেরা এ সমুদয় বাহিরের সূর্য্য, পর্ব্বত কিংবা সমুদ্রে অলৌকিক ক্রিয়া সকল দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের অলৌকিক ব্যাপার সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্পন্ন হয়। তাঁহারা জানেন, বাহিরের অলৌকিক ব্যাপার যতই কেন আশ্চর্য্য হউক না, তাহা দ্বারা কাহারও পরিত্রাণ হয় না। কোন সাধুর আজ্ঞাতে বাহিরের পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইল, কিংবা সমুদ্রের জল শুকাইয়া গেল, এ সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিলেও ব্রাহ্মের তৃপ্তি হয় না। কেন না অন্তরে যে পাপরূপ হিমালয় রহিয়াছে, তাহা চূর্ণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুল, এবং তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তিসাগর হইতে রিপুর উত্তেজনারূপ যে সকল তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা দমন করিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহার শান্তি নাই। এক দিকে তাহার জীবন ধর্ম্মসাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল; কিন্তু কিছুতেই মন ভাল হইল না, কোন উপায়েই মন ফিরিল না, ক্রমে ক্রমে আত্মা মৃতপ্রায় এবং নিরাশ হইতে লাগিল। এইরূপ ঘোর বিপদের সময় যদি ব্রাহ্ম

জানিতে পারেন যে, একটী কথা বলিলেই এই যে পাপের ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠিতেছে, সকলই অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এবং পর্ব্বতসমান পাপ পলকের মধ্যে চূর্ণ হইবে, তখন ভক্তির সহিত তিনি সেই কথা উচ্চারণ করেন। উচ্চারণ করিবামাত্র দেখিলেন, সত্য সত্যই পাপপর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল, এবং রিপুদিগের তরঙ্গ অদৃশ্য হইল। কাহার কথায় এই অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল? ব্রাহ্মের নিজের কথায় নহে, কিন্তু ব্রাহ্মের মধ্যে ব্রহ্ম একটী কথা বলিলেন তাহাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইল। সাধক ব্রাহ্ম ১৫ বৎসর সাধন করিয়া পাপ দূর করিতে পারেন নাই; কিন্তু আজ ব্রহ্মবলে বলী হইয়া বলিলেন, জঘন্য কাম রিপু! এখনই আমার অন্তর হইতে দূর হও; দুর্দ্দান্ত ক্রোধ! এখনই চলিয়া যাও; এই বজ্রধ্বনি শুনিয়া রিপুকুল চিরকালের জন্য পলায়ন করিল। ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাধক রিপু দমন করিতে অনেক যত্ন করিলেন; কিন্তু রিপুদিগের তরঙ্গ কিছুতেই থামিল না; কিন্তু নিতান্ত কাতর হইয়া সাধক যাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, তখন ভিতর হইতে ব্রহ্ম একটী কথা বলিলেন, অমনই অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সমুদ্রসমান কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা শুষ্ক হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিজনের জীবনে এ সকল অলৌকিক ব্যাপার হইতেছে, এ সকল ভিন্ন আমরা অন্য অলৌকিক ব্যাপার মানি না। এ সকল অলৌকিক ক্রিয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের জীবন। এ সমুদয় ভিন্ন কোন ব্রাহ্ম বাঁচিতে

পারিবে না। কোন দেশে এবং কোন কালে কেহ আপনার পাপ আপনি বিনাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, অথবা পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহই আপনাকে আপনার বলে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই; এবং আমাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং ভবিষ্যদ্বংশের মধ্যে কেহই আপনি আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কবিবে, তৎক্ষণাৎ মুক্তিদাতা ঈশ্বর তাহার সহায় হইবেন। যদি ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস কর, এখনই এই ব্রহ্মমন্দির মধ্যেই তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া সকল পাপ দগ্ধ করিবে। এখনই ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া কাম, ক্রোধ ইত্যাদির মস্তক ছেদন কর, এখনই তোমাদের অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্বলন্ত উৎসাহের ধর্ম্ম। উৎসাহশূন্য আত্মা ব্রহ্মসহবাসে বঞ্চিত। যদি ব্রহ্মধামে বাস করিতে চাও, উৎসাহাগ্নি দ্বারা অপবিত্রতা দগ্ধ কর। উৎসাহ বিনা ব্রাহ্মসমাজ নির্জীব; যেখানে উৎসাহ নাই সেখানে উন্নতি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতনত্ব দেখিয়া অনেকে নবানুরাগ এবং নব উৎসাহে ইহা সাধন করিতেছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন প্রায় সকলেই নিরুৎসাহ, আর ব্রাহ্মধর্ম্মের রথ চলে না, কাহারও মুখে আশা নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই। কিন্তু ভয় নাই, তোমরা কি দেখ নাই, পৌত্তলিকদিগের রথযাত্রার সময় যখন চলিতে চলিতে রথ থামিয়া যায়, তখন শত

শত লোকে বহু চেষ্টা করিলেও তাহা চলে না; তখন নিরাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট ১০ কি ১২ জন যাই উৎসাহের সহিত হরিবোল হরিবোল বলিয়া তাহাদের দেবতার জয়ধ্বনি করে, তখন আবার তাহা বেগে চলিতে থাকে। উৎসাহ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না। অল্পে অল্পে সাধন ব্রাহ্মদিগের জন্য নহে। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে ধিক্, এমন উৎসাহের ধর্ম্ম পাইয়া এখনও তোমরা নির্জীব রহিলে। রথ চলে না, নৌকা চলে না, কিন্তু যাই কতকগুলি লোক একটু উৎসাহে টানিতে লাগিল, অমনই চলিতে লাগিল। কতবার স্থলে এবং নদীর উপর এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিলাম; তথাপি কি আমরা উৎসাহের বল বিশ্বাস করিব না? অতএব এক বার উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া বল, কামরিপু! এই তোমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় করিলাম। স্বার্থপরতা! এই তোমাকে সমুদ্র জলে বিসর্জ্জন দিলাম। বল, "পরব্রহ্মের জয়" আমার জীবন পবিত্র হইল। আর এক জন বল, জগদীশ, আমার পবিত্রতা জগতে বিস্তার হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন জগৎকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাও। এক এক কথার বলে কি হয়, তাহার পরিচয় দাও; আজ নয় কাল হইবে, এ কথা বলিলে হইবে না; এখনই বলিতে হইবে। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর আমাদের অনিচ্ছা এবং কপটতা দেখিতেছেন। একটী সমান্য ব্রহ্মমন্ত্রের কত বল তাহা বন্ধুদিগকে দেখাও। ব্রহ্মাগ্নিস্ফুলিঙ্গে মহাপাপ দগ্ধ হইয়া যায়, মহাজনদিগের এ সকল কথা অবিশ্বাস করিও না।

মনুষ্যের স্বাধীনতাযোগে স্বর্গরাজ্য স্থাপন।

রবিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বর যন্ত্রী, মনুষ্য যন্ত্র, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এ প্রকার সম্বন্ধ নহে। জড়জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এই সম্বন্ধ, মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহার এই প্রকার কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্যজাতিকে তিনি স্বাধীনপ্রকৃতি দান করিয়াছেন। স্বাধীন রাখিয়া মনুষ্যকে পরিত্রাণ দিবেন, ইহাই তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি। ঈশ্বরের দয়া মনুষ্যের চেষ্টার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিত্রাণফল প্রসব করে। ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের স্বাধীন চেষ্টা, এই দুটী স্রোতের একটী অবরুদ্ধ হইলেই পরিত্রাণ অসম্ভব। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে মনুষ্যের স্বাধীনতা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার করুণা প্রকাশিত হয়। ইহাই মুক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব। ঈশ্বর যখন স্বাধীন প্রকৃতি দিয়া মনুষ্যকে গঠন করিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, মনুষ্য ইহার অপব্যবহার করিবে; কিন্তু তথাপি স্বর্গীয় পিতা বলিলেন, "আমি পাপীর সঙ্গে থাকিয়া আমার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব।" জগতের প্রতি দৃষ্টি কর ইহার প্রমাণ পাইবে। কাহার দ্বারা ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে? এক দিকে ঈশ্বরের হস্ত, আর এক দিকে মনুষ্যের হস্ত। এই দুই হস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির জন্য পুণ্যনিকেতন নির্ম্মাণ করিতেছে। ঈশ্বর দয়া করিতেছেন, মনুষ্য সেই দয়া

গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক বার মনুষ্য ঈশ্বরের সন্নিধানে আপনার ক্ষুদ্র চেষ্টা আনিয়া উপস্থিত করিল, প্রত্যেক বার ঈশ্বর তাঁহার মধ্যে স্বর্গীয় বায়ু প্রবাহিত করিয়া তাহার দ্বারা প্রকাণ্ড কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মনুষ্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধন করিল, স্বর্গের রাজা ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে, ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের চেষ্টা উভয়ই প্রয়োজন। জড়জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে ইহার স্বাধীনতা নাই, অন্ধযন্ত্রের ন্যায় ইহা ঈশ্বরের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্যজগৎ অন্য প্রকার। মনুষ্য স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব। পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক পরিবার হওয়া মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে একটি সুন্দর প্রেম পরিবার সংগঠন করেন, এই জন্য তাঁহার মনুষ্যের সহায়তার আবশ্যক। মনুষ্য-দিগকে লইয়া তিনি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সুতরাং তাহাদিগের সাহায্য ভিন্ন, অথবা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর একাকী কিছুই করিতে পারেন না। এই জন্য এক দিকে যেমন তিনি গূঢ়ভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের সহায় হইয়া প্রত্যে-কের অন্তরে বল, কৌশল, জ্ঞান এবং ধর্ম্মভাব প্রেরণ করিতে-ছেন, তেমনই অন্য দিকে তাঁহার প্রেমগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক সন্তানের নিকট তাহার নিজের দেহ, মন,

হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় শক্তি ভিক্ষা করিতেছেন। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় পিতার হস্তে উৎসর্গ করিলেন, তিনি ধন্য, কেন না তাঁহার দ্বারা পিতার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল। জগৎ মনে করিল, সেই মনুষ্য দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য বিস্তৃত হইল; কিন্তু ভক্তেরা দেখিলেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার কৃপাগুণে মনুষ্যকে উদ্ধার করিলেন, এবং তাঁহার প্রেমগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহার হস্তে স্বর্গীয় অধিকার দিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করেন না; কিন্তু তিনি স্বাধীন নরনারী চান। তাঁহারই শক্তি হইতে পবিত্রতা মনুষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত হইতেছে ইহা সত্য, কিন্তু যিনি স্বাধীনভাবে আবার ঐ সকল ঈশ্বরের চরণে প্রত্যর্পণ করেন তিনিই ভাগ্যবান্, কেন না তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। যে স্বাধীনভাবে ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানদিগকে আপনার জীবন দিতে পারে না, সে কোন মতেই প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহে। যদি স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইতে অভিলাষ থাকে, তবে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন করিতেই হইবে। কেবল মনুষ্য যাহা করে তাহা স্বর্গীয় কিংবা অলৌকিক হইতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য যখন ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন হয়, তখনই তাহার দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। যাহা দ্বারা জগতে পূর্ব্বে কেবল পাপ অশান্তি বৃদ্ধি হইত এখন তাহারই দ্বারা স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত এবং সংস্থাপিত হয়, স্বর্গরাজ্যে একদিকে

যেমন ঈশ্বরের কৃপাবল, তেমনি অন্যদিকে মনুষ্যের আনুগত্য আবশ্যক। মনে কর আমাদিগকে না লইয়া ঈশ্বর একটী স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কি আমরা তাঁহার মহিমা এবং প্রেম বুঝিতে পারিব? আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার স্বর্গরাজ্য। আমরাই যদি তাঁহার পবিত্রতা এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইলাম, তবে আমাদের গতি কি হইবে? যখন আমাদের আত্মা পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার মন্দিরমধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত হয়, তখনই আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি, এবং তখনই তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, এবং প্রেম উদ্দীপ্ত করে। তখন আমরা তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তাঁহার আরাধনা, তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহাকে প্রার্থনা ভিন্ন বাঁচিতে পারি না; তিনিও আমাদের কাতরতা দেখিয়া, অচিরে আমাদের নিকট তাঁহার পবিত্রধাম প্রকাশিত করেন, এবং আমাদিগকে লইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার এবং সংস্থাপন করেন। অবশেষে যখন জগৎ দেখিবে যে আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীরা স্বর্গে যাইতেছে; যাহারা অশ্রুপাত করিয়া বপন করিতেছিল ঈশ্বরপ্রসাদে এখন তাহারা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতেছে, তখন তাহারা বলিবে আমরাও কাঁদিব। এই বলিয়া তাহারাও তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিবে। ঈশ্বর এইরূপে মনুষ্যসন্তানদিগকে তাহাদের পাপের জন্য

অনুতপ্ত করিয়া তাঁহার পবিত্র রাজ্যের জন্য উপযুক্ত করেন। পাপী মনুষ্যকে ছাড়িয়া যদি ঈশ্বর আকাশে একটী স্বর্গের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার প্রেম ধাম হইত না। স্বাধীন আত্মা সকল লইয়া তিনি একটী প্রেমরাজ্য বিস্তার করিবেন; সুতরাং তিনি কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। সেই রাজ্যে তিনিই পিতা রাজা এবং প্রভু হইয়া বর্ত্তমান; কিন্তু পুত্র, কন্যা, প্রজা এবং দাসদাসী না হইলে রাজ্য পূর্ণ হয় না, তিনি আর নিজে তাঁহার সন্তান, প্রজা এবং দাসদাসী হইতে পারেন না, তিনি আপনি যাহা তাহাই আছেন এবং চিরকাল তাহাই থাকিবেন। সন্তান, প্রজা এবং দাসদাসী না থাকিলে পিতা, রাজা, এবং প্রভুর মর্য্যাদা কে বুঝিবে? কে তাঁহার সেই দয়া উপভোগ করিবে? এই জন্য তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পিতা, রাজা, প্রভু বলিয়া ডাকিব ইহা তিনি বড় ভাল বাসেন। আমাদিকে ছাড়িয়া তিনি পরিবার গঠন করিতে পারেন না, আমরাও তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন অপদার্থ। আমাদিগকে তাঁহার কাছে যাইতে অধিকার দিয়াছেন ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব এবং গৌরব। পাঁচটী ভক্ত তাঁহার নিকট আসিল, অমনই পারিবারিক সৌন্দর্য্য হইল, তাহারা জগতে তাঁহার প্রেমের তত্ব প্রকাশ করিল, ভক্তদিগের মুখে প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন শুনিয়া মৃতজগৎ জীবিত হইয়া উঠিল। ভক্ত-

বৃন্দের মুখে প্রভুর নাম সংকীর্ত্তন শুনিয়া কোথায় আমাদের পিতা, কোথায় আমাদের রাজা, কোথায় আমাদের প্রভু বলিয়া জগৎ ব্যাকুল হইল। দেখ একটী ক্ষুদ্র ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল করিতেছেন। ঈশ্বর নিজে তাঁহার দয়াময় নাম গান করিয়া শুনাইতে পারেন না, তাঁহার নাম গান করিয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগাইবার জন্য আমাদের প্রয়োজন, এই জন্য দয়াল প্রভু আমাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল। দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কেমন আশ্চর্য্য সম্পর্ক, আমাদের এই ধূলি নির্ম্মিত রসনা তাঁহার নাম গান করিয়া জগৎ মাতাইতেছে। ধূলি লইয়া তিনি ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতেছেন ধূলি না হইলে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হয় না। কেন না গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য নিম্মাতা এবং সামগ্রী দুয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ভিন্ন, যেমন মনুষ্যের কোন স্বতন্ত্র মহত্ত্ব নাই, তেমনই আবার মনুষ্য যদি জড়যন্ত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অধীন হইত তাহার মনুষ্যত্ব থাকিত না। ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দেন, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁহার নিকট যাইতে অধিকার দেন। অতএব স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চেষ্টাকে কেহই সামান্য মনে করিও না। ইহাতে তুমি নিজে অতি মহৎ তাহা বলিতেছি না, তুমি অতি সামান্য তৃণতুল্য, আবার নিজের দোষে তুমি অতি জঘন্য ; কিন্তু তুমি উপকরণ হইয়া স্বাধীনভাবে যখন ঈশ্বরের হস্তে নিয়োজিত হইবে, তখন তোমারই দ্বারা তাঁহার অমূল্য

স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত হইবে। অতএব, কদাচ আপনাকে নিকৃষ্ট ভাবিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিও না, যতই কেন তুমি নিকৃষ্ট হও না, ঈশ্বরের নিকট তোমারও সহায়তা আবশ্যক। দেখ তাঁহার ইঙ্গিতে দেশ বিদেশ হইতে শত শত কারীকর আসিয়া তাহাদের হস্ত বিস্তৃত করিল, তাহাদের মধ্যে তিনি তাঁহার হস্ত দিলেন। এইরূপে ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের হস্ত একত্র হইয়া সেই স্বর্গীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। বিশ্বাসী সাধু তিনি, যিনি জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। মনুষ্য যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র কার্য্য করিলে জীবন কেমন পবিত্র এবং মধুময় হয় তাহা তাহার পরীক্ষার বিষয় হয়। তখন ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের ইচ্ছা এক হয়। পিতা পুত্রের এমনই নিগূঢ় ঐক্য হয় যে কোন্‌টুকু পিতার এবং কোন্‌টুকু পুত্রের, কোন্‌টুক পার্থিব, কোন্‌টুক স্বর্গীয় তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন হয়। কোন স্থানে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের সম্মিলন হয় কে তাহা বলিতে পারে? মনে কর, এক জন পর্ণ কুটীরবাসী তাহার রসনা ঈশ্বরের বড় বড় কথা সকল বলিতেছে, বলিতে বলিতে তাহার মুখশ্রী স্বর্গীয় কান্তিতে উজ্জ্বল হইতেছে, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে, সেই সকল কথা শুনিয়া সহস্র লোক ঈশ্বর প্রেমে প্রমত্ত হইল, তাহাদের চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সামান্য লোকের কথা শুনিবার জন্য এতগুলি লোকের সমারোহ, এবং সকলের চক্ষে ভক্তি ধারা, এ সমুদয় অলৌকিক

ব্যাপার দেখিয়া জগৎ যে ঈশ্বরের অবতার বিশ্বাস করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মগণ, কেবল তোমরাই জগতের এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ; কিন্তু অবিশ্বাসী হইয়া এই কথা বলিও না যে, যাহা কিছু দেখিলে সকলই পার্থিব। ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলিলেন, ভক্তের ভক্তির মূলে ঈশ্বরের দয়া কার্য্য করিল; অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ভূমিতে স্বয়ং ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া তাহা দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। জড়জগতে ঈশ্বর তাঁহার মহিমা, দয়া এবং সৌন্দর্য্য স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্যদিগের দ্বারা তিনি তাঁহার যে স্বর্গীয় শোভা এবং পবিত্রতা বিস্তার করেন, আর কোথায়ও সেই সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। যাহার কিছুই নাই, ধন নাই, বিদ্যা নাই, প্রেম নাই, পুণ্য নাই, এবং পাপবিকারে নিতান্ত কলুষিত, সেই ব্যক্তি যখন কেবল সরলভাবে তাঁহাকে চায়, রাজা হইতেও তাহাকে তিনি বড় করেন। তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হয়। মনুষ্যকে যদি যন্ত্রের ন্যায় তিনি অধীন করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার দয়া এবং অলৌকিক ক্ষমতা কাহারও নিকট প্রকাশিত হইত না। যখন স্বাধীন মনুষ্য বলিল, এই ব্রহ্মনাম করিলাম, আমার পাপ দূর হইল, আমার জীবনের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া জগৎ কাঁপিল; স্বাধীন হইয়া ঈশ্বরের অধীন হইলাম, ইহা দেখিয়া দেবতারা আমার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিলেন। ব্যভিচারী শঠ ছিলাম;

কিন্তু ঈশ্বরের নামে মহাপাপী পরিত্রাণ পাইল। এই দেখ এখন আমার জীবনের ভিতর দিয়া কেমন প্রবলবেগে ঈশ্বরের করুণা এবং পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এক একটী কথা দ্বারা পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং সমুদ্র শুষ্ক হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের সাধ্য কি যে এইরূপ জ্ঞাতসারে এত সতেজ ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। এ সকল অহঙ্কারের কথা নহে। এ সমুদয়ই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রকৃত বিনয়ের কথা। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, ভক্তির বল দেখাইতে তোমরা পৃথিবীতে আসিয়াছ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমরা বলিতে পার না যে, মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না। "আমি পারি না" ইহা অবিশ্বাসের কথা। ব্রহ্মসন্তান কিছু করিতে পারে না, কে এই কথা মানিবে? ব্রহ্মনাম লইয়া বজ্রদেহী হইয়া মহাবীরের ন্যায় রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম কর, যদি প্রয়োজন হয় রক্তপাত হইতে দেও। ঈশ্বরের কার্য্যে যেমন শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িবে, প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিবে, "এই আমি ঈশ্বরের চরণে পড়িতেছি, আজ হইতে দেখিবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম উৎপন্ন হইবে।" যে রক্তে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশিত হয়, তাহা সামান্য রক্ত নহে। ঈশ্বরকে যখন এক বার পিতা বলিয়াছ, তখন তোমা দ্বারা কিছুই হইবার নাই, এই কথা মুখে আনিতে পার না। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতার সীমা আছে, কিন্তু ঈশ্বর যিনি তোমার পিতা এবং নিত্য সহায়,তিনি অনন্ত জ্ঞান,

অনন্ত প্রেম, এবং অনন্ত পুণ্যের উৎস। তাঁহার কাছে থাকিলে তোমার অভাব কি? প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা স্বাধীনভাবে সেই অনন্ত উৎসের পরাক্রম দেখাইবার জন্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাতে অবিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস।

রবিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক।

যে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় সেই বিশ্বাসের দুই অঙ্গ—একটী পার্থিব, আর একটী স্বর্গীয়। একটী মনুষ্য সম্পর্কে, অন্যটী ঈশ্বরসম্পর্কে। এই দুই ভিন্ন কখনই মনুষ্য উদ্ধার হইতে পারে না। বিশ্বাসের অর্থ কি? ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ করিবেন। যে বিশ্বাস বলিতেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকাতেই মনুষ্যের দেবত্ব, অথবা ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতা ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র কিছুই নাই; সেই বিশ্বাসই বলিতেছে মনুষ্য শুদ্ধ নিজের চেষ্টায় কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। নিজের সাধন বলে ঈশ্বরের নিকট যাওয়া অসম্ভব। যে সাধনের মূলে ঈশ্বর, কেবল তাহাই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আপনার বলের উপর নির্ভর করে, তাহার পরিত্রাণ বহু দূরে। যে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া বাঁচিতে পারে না। যে আপনাকে অসহায় এবং হীনবল

বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় নাই। যে আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম, এবং আপনার পবিত্রতার উপর নির্ভর করে, সে কেন ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে? যে আপনার বলে বিশ্বাস করে, তার ধর্ম্মসাধনের মূলে অহঙ্কার। যে পর্য্যন্ত না আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তোমার সম্পর্কে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর দূর রহিলেন। আপনাকে অবিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বর আসিবেন। যদি বুঝিতে পারি, যে আমি নিজে অপদার্থ, তাহা হইলে আমাকে এমন বস্তু অন্বেষণ করিতেই হইবে, যাহাতে আমি শান্তি পাইব। সুতরাং আমাকে দৌড়িয়া ঈশ্বরের মন্দিরে যাইতেই হইবে। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের গৃহে যায়, ঈশ্বর স্বর্গের পবিত্র প্রেম লইয়া তাহার বাড়ীতে আসেন, ইহাই পবিত্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব। আমরা উপাসনাই করি অথবা ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তনই করি, যদি তাহাতে জীবন পবিত্র না হয়, তবে আমাদের সকলই কৃত্রিম। অকৃত্রিম উপাসনা ফলের দ্বারা জানা যায়। সত্যভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাঁহার পবিত্রতা ব্যাখ্যা করিলাম; অথচ আমার মন অপবিত্র রহিল ইহা হইতে পারে না। পবিত্রস্বরূপ পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মন পবিত্র হইবেই। তুমি যখন ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ কর, অথবা ঈশ্বর যখন তোমার হৃদয়ে আসেন, তখন পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে। ব্রহ্মমন্দিরে শরীর উপস্থিত হইলেই আত্মা উপস্থিত হয় না। আত্মা যখন ঈশ্বরের

পুণ্যালয়ে বাস করে, তখন কোন্ রিপুর সাধ্য যে তাহাকে স্পর্শ করে? যখন তাঁহার গৃহ ছাড়িয়া যাই, তখনই কুপ্রবৃত্তি সকল অবকাশ পাইয়া আমাদিগকে মহাপাপের পথে লইয়া যায়। প্রকৃত দেবোপাসনার সঙ্গে কি অসুরের ভাব থাকিতে পারে? যে পরিমাণে যথার্থ দেবোপাসনা হয়, সেই পরিমাণে অসুর দমন হইবেই হইবে। ধর্ম্ম সাধন করিবে, অথচ চরিত্র মন্দ থাকিবে ইহা হইতে পারে না। ধর্ম্মএবং নীতি স্বতন্ত্র নহে। পৃথিবী হইতে পাপস্রোত কেন শুকাইল না? কারণ ধার্ম্মিকেরাও নীতির প্রতি তেমন দৃষ্টি করেন না। অনেকে এই মনে করেন যে, ধর্ম্মসাধন ঈশ্বরেব সাহায্য ভিন্ন হয় না; কিন্তু নীতির সত্য সকল মনুষ্য আপন চেষ্টাতেই পালন করিতে পারে। এই জন্যই অনেক লোক যাহারা নিয়মিতরূপে গির্জ্জায় যায় অথবা মন্দিরে আসে, তাহাদের রিপু দমন হয় না। ধর্ম্মসাধন করিতে যেমন তাহাদের ব্যাকুলতা, সেই পরিমাণে পাপ দমন করিতে তাহাদের যত্ন নাই। যে পরিমাণে তাহাদের ধর্ম্মের আড়ম্বর এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠান, সেই পরিমাণে তাহা.. সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় নহে। কারণ ইন্দ্রিয়দমনে তাহাদেব তাদৃশ যত্ন নাই। আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই যে রিপু দমনের প্রধান উপায় ই.. র প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। যদি সূক্ষ্মরূপে জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিব, আমাদের আপনার প্রতি তেমন অবিশ্বাস হয় নাই, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিও

তেমন বিশ্বাস হয় নাই। নিজের প্রতি অবিশ্বাস না হইলে কেহই সহজে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয় না। অতএব যদি ঈশ্বর হইতে সাধুতা এবং শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে আপনার অন্তরের জঘন্যতা পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল শাসন না করিয়া যদি কেবল উপাসনা কর, তাহা কদাচ অকৃত্রিম হইবে না। অথবা উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন করিতে চেষ্টা কর, চিরকালের জন্য কখনই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে না। যদি চিরদিনের জন্য কুপ্রবৃত্তি-দমন করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের পবিত্রতা ভালবাসিতে হইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেহই আপনাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। মনুষ্য কেবল আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হইবে না; কিন্তু যাহাতে প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য তাহাকে প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। যেমন এক দিকে আপনার মধ্যে যে পাপ আছে তাহা নিষ্পীড়ন এবং নিগ্রহ করিবে, তেমনই অন্য দিকে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইবে। এক দিকে যেমন একটী পাপের আমোদও গ্রহণ করিবে না, অন্য দিকে তেমনই পুণ্যের আনন্দ এবং পুণ্যের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিবে। ঈশ্বর-সহবাসের পবিত্র আনন্দ আস্বাদ না করিলে পাপী কদাচ ইচ্ছা-পূর্ব্বক আপনার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে না। যে পবিত্র সুখ পায় নাই, সে কেন পাপের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে

চাহিবে? অতএব যেমন পাপের সুখ ছাড়িবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যের সুখ লাভ করিতে হইবে। অতএব যখন দেখিবে, কামরিপু যাহা মনুষ্যের মধ্যে অন্যান্য সমুদায় রিপু অপেক্ষা প্রবল, তোমাদিগকে নানা প্রলোভন দেখাইতেছে, সর্ব্বদা মন উত্তেজিত এবং চঞ্চল করিতেছে, চক্ষু মলিন করিতেছে, তখন কেবল অনুতাপ এবং রিপুকে নিগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইও না; কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যে যে সুখ তাহার লালসায় ব্যাকুলিত হইবে এবং "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এই দুর্জ্জয় অস্ত্র লইয়া সেই রিপুকে বধ করিবে। এত কাল ধর্ম্মসাধন করিয়া যদি স্ত্রীলোকের প্রতি পবিত্রভাবে দৃষ্টি করিতে না পার, তবে পবিত্র শান্তি কি তাহা তোমরা সম্ভোগ কর নাই। যে পথে গেলে সহজেই মনের দুষ্প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, মন যদি আপনা আপনি সেই পথে যায়, তবে নিশ্চয় আমরা স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত রহিয়াছি। দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা নিতান্ত কঠিন নহে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পবিত্রহৃদয় হওয়া তেমন সহজ নহে। অনেক লোক আছে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কোন যোগ রাখে না, অথচ যাহাদের চরিত্রে কাম, ক্রোধ এবং লোভ ইত্যাদি দুর্দ্দান্ত রিপুর কোন চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদের জীবন দেখিয়া মনে করিও না যে তাহাই ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ। মনুষ্য অনেক কারণে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে; কিন্তু তাহাতেই যে তাহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সামান্য ধন, প্রশংসা, কিংবা সম্ভ্রমের লালসায়

মনুষ্য ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে। জগতের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে কেমন আশ্চর্য্যরূপে মনুষ্যের একটী আসক্তি অপর আসক্তিকে হীন করিয়া ফেলিতেছে। কাহারও হয়ত পুস্তকের প্রতি এমনই আসক্তি জন্মিয়াছে যে, তাহা দ্বারা তাহার অন্তরের প্রবল কাম রিপু পরাস্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ সমুদয় বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন করা ব্রাহ্মোচিত সাধন নহে। কেন না যখনই এ সকল উপায়ের অভাব হইবে, তখনই আবার সেই রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ধন, মান, যশ, কিংবা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া তুমি কামের অপবিত্র সুখ পরিত্যাগ করিলে, কিন্তু ইহাতে কি তোমার পরিত্রাণ হইল? ইহাতে তুমি কেবল একটী পুরাতন পাপ ছাড়িয়া আর একটী নূতন আসক্তি সৃজন করিলে। ইহা কদাচ মুক্তির অবস্থা নহে। যথার্থই যদি পবিত্রহৃদয় হইয়া নারীর প্রতি দৃষ্টি করিতে চাও তবে তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। যদি জঘন্য সম্পর্ক দূর করিতে চাও, তবে পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা তোমরাও নারীদিগকে অত্যন্ত জঘন্য পশুর মত ঘৃণা করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইবে। যাহারা নারীজাতির মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার দেখিতে পায় না, তাহারাই নারীকে পাপের কারণ মনে করে; কিন্তু ইহা ব্রাহ্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। নারীজাতির কোন দোষ নাই, যাহারা নারীকে পবিত্র প্রেম দিতে পারে না তাহাদেরই হৃদয় নয়ন দূষিত। ঈশ্বরের চক্ষে পুরুষ নারী উভয়ই

সমান। যাহাদের অন্তরে অসুরের ভাব প্রবল তাহারাই নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য দুর্ব্বলা নারীদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিবার সংগঠন করিতেছেন। ঈশ্বরের এই আদেশ যে নারীদিগকে লইয়া তাঁহার পবিত্র পরিবার গঠন করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কে যথার্থ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে। কদাচ এরূপ মনে করিও না বাহিরের উপায় অবলম্বন করিয়া হয়ত পঞ্চাশ বৎসর কোন রিপুকে দমন করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধ বয়সে যে সেই রিপু আবার দুর্জ্জয় হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে না তাহা কে বলিল? যত দিন ঈশ্বরপ্রেম এবং ভগ্নীপ্রেম দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ না হয়, তত দিন কিছুতেই আপনাকে বিশ্বাস করিও না। যখন স্বর্গ হইতে স্বর্ণরজ্জু আনিয়া ঈশ্বর তাঁহার চরণে তোমার হৃদয়কে বাঁধিবেন, তখনই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব অসম্ভব হইবে। অতএব এক দিকে যেমন ভগ্নীকে অপবিত্রভাবে দেখিতে ক্ষান্ত হইবে, তেমনি অন্য দিকে তাঁহাকে ঈশ্বরের পবিত্রভাবে দেখিতে শিক্ষা করিবে। নিরাকারা ভগ্নীর প্রতি প্রেম সেই পরিমাণে প্রবল হওয়া আবশ্যক যে পরিমাণে মনুষ্যের পাপ রিপু প্রবল। জঘন্য রিপু উত্তেজিত হইলে যেমন, কি উপদেশ, কি সামাজিক শাসন মন কিছুই মানে না, কিন্তু অনলের ন্যায় জ্বলিয়া মনুষ্যকে পাগল করে, সেইরূপ যখন ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভগ্নীপ্রেম উদ্দীপ্ত হয়, তখন তাহাও মনু-

ষ্যকে পবিত্র উৎসাহে উন্মত্ত করে। তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া প্রত্যেক ভগ্নীকে নাম ধরিয়া ডাকেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরের কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আপনাপনি প্রফুল্ল এবং পবিত্র হয়। অতএব এক দিকে যেমন আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কন্যাদিগের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্ক সংস্থাপন করিবে, এবং তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিবে। এই ভাবে যিনি যত বার ভগ্নীকে দেখেন, তিনি তত বার ঈশ্বরকে দেখেন। যত বার ভগ্নীকে প্রণাম করেন, তত বার তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করেন; পিতার সম্মুখে ভগ্নীকে দেখিলে হৃদয় পবিত্র হয়, প্রাণ শীতল হয়, এবং পিতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ভক্তেরা পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করেন। এইরূপে ভগ্নীকে দেখিয়া এবং ভগ্নীর সেবা করিয়া কে না সেই ভগ্নীর পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে?

সমুদয় শক্তি ঈশ্বরের শক্তি এবং উহা পবিত্র।

রবিবার, ২৭ শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বরের রাজ্যে নানা প্রকার কৌশলপূর্ণ সামগ্রী। তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, করুণা এবং পবিত্রতার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু এক দিকে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য

এবং পবিত্রতা দেখিয়া যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, অন্য দিকে আমাদের হৃদয়ের পাপ এবং কদর্য্যভাব দেখিয়া আমাদিগকে তেমনই আশ্চর্য্য হইতে হয়। জড়জগত এবং মনুষ্যের মন উভয়কেই ঈশ্বরের হস্ত রচনা করিয়াছে; কিন্তু জড়জগত এবং মনুষ্যের মন এই উভয়ের মধ্যে কত বিভিন্নতা। জড়-জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, ইহার একটী বৃক্ষ নাই যাহা অপবিত্র। ইহার সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র, যাহার চক্ষু নিষ্পাপ, সে ইহাতে পাপ অপবিত্রতা দেখিতে পায় না। যে দিকে দৃষ্টি পাত করে, সেই দিকেই সে পুণ্যপ্রভা দেখিয়া পুলকিত হয়; কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি দৃষ্টি কর, এমন একটী মন নাই যাহা কোন না কোন পাপে বিদ্ধ না হইযাছে। ঈশ্বর তাঁহার নিজের প্রকৃতি হইতে স্বর্গীয় উপকরণ লইয়া মনুষ্যকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্য আপনার দোষে স্বর্গের মধ্যে নরক আনিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আপনার স্বরূপ হইতে সৌন্দর্য্য, প্রেম, এবং সদ্ভাব লইয়া মনুষ্যের আত্মাকে গঠন করিলেন; কিন্তু তাহার চরিত্রে সেই স্বর্গীয় শোভা কোথায়? সে নিজের দোষে তাহার আপনার সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিয়াছে। ঈশ্বর-দত্ত স্বাধীনতা প্রভাবে, আপনার ইচ্ছায় সে পাপের দাসত্ব করিয়া নিতান্ত কদাকার হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই কেন মলিন এবং অপবিত্র হউক না, ঈশ্বরপ্রদত্ত তাহার যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, কিছুতেই তাহা একেবারে বিনষ্ট হইবার নহে। স্বর্ণকে কর্দ্দমে নিক্ষেপ কর এবং তাহা

যদি নিজের রূপ ও কান্তি হারাইয়া কর্দ্দমের মত হইয়া পড়ে, তথাপি একটু জল দ্বারা ধৌত করিলে, দেখিবে সেই স্বর্ণ স্বর্ণই রহিয়াছে। সেইরূপ ঈশ্বররচিত আত্মার সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা যতই কেন পাপ কলঙ্ক দিক না, তাঁহার কৃপাবারি পড়িয়া এক দিন তাহাকে নিষ্কলঙ্ক করিবেই করিবে। মনুষ্যের আত্মার উপর পৃথিবীর ধূলি যতই কেন রাশী কৃত হউক না, স্বর্গীয় বস্তু স্বর্গীয় বস্তুই থাকিবে ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতার যতই কেন অপব্যবহার হউক না, এক দিন ইহা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবেই। অতএব হে মনুষ্য, তুমি আপনার স্বাধীনতার উপর কদাচ দোষারোপ করিও না। কখনই এ কথা মুখে বলিও না যে, আমার মনের স্বাধীনতাই নরক। যে ব্যক্তি স্বর্গকে নরক বলে, স্বর্গ তাহার কাছে নরক হয়। যে ব্যক্তি আপনার মনকে পাপের আকর মনে করে, তাহার মধ্যে পুণ্যভাব থাকিলেও সে তাহা দেখিতে পায় না। যেখানে আমাদের নিজের কার্য্য, সেখানেই স্তূপাকার পাপ, কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের ভাব, এবং তাঁহার প্রদত্ত প্রকৃতি, সেখানে নরক গমন করিতে পারে না। আমাদের শরীর মন ঈশ্বর দ্বারা নির্ম্মিত, এই জন্য সাধু ধর্ম্মোপদেষ্টারা বলিয়াছেন, তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ। আমাদের শরীর এবং মনের সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বর। অত-এব যে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত সমুদয় শক্তিকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন তিনিই ধন্য এবং নিরাপদ। তিনি

যেমন এক দিকে আপনার নির্ম্মিত নরক দেখিয়া আপনাকে ঘৃণা করেন, তেমনি অন্য দিকে তাঁহার অন্তরমধ্যে ঈশ্বর-সংস্থাপিত স্বর্গ দেখিয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাতে বিরাজ করিতে-ছেন। কিন্তু, হে বিশ্বাসী, সময়ে সময়ে তোমার অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিয়া ঈশ্বর আছেন মনে করিলে কি হইবে? যখন তুমি তোমার হৃদয় শূন্য দেখ, অথবা তোমার হৃদয় পাপপঙ্কে কলঙ্কিত দেখ, তখন কি বলিবে, ঈশ্বর তোমার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলেন? তবে তোমার দেখা না দেখার উপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মৃত্যু নির্ভর করে। যত ক্ষণ তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তত ক্ষণ তোমার পক্ষে তিনি নাই; কিন্তু ইহা কি তুমি জান না যে, তুমি নিতান্ত পাষণ্ড, নাস্তিক হইলেও তিনি তোমার আত্মার সিংহাসনে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন? তুমি স্বীকার কর আর না কর, ঈশ্বর চিরকালই জগতের ঈশ্বর থাকিবেন। যদি তুমি তাঁহাকে না দেখ, তোমারই পক্ষে তিনি অনুপস্থিত। তোমার কল্পনাতে তিনি নাই। কিন্তু আবার ঈশ্বরকে অনুভব না করিয়া ঈশ্বর আছেন বলিলে কি হইবে? যদি বলিতে হয় ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন, তবে হৃদয়ে আগে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে কি হইল? ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলাম, কিন্তু যখন মন্দির

ছাড়িয়া পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন দেখি হৃদয়ের মধ্যে আর ঈশ্বর নাই। এই জন্য বলিতেছি, নিজের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, আত্মার শক্তিসকলকে নরক বলিলে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই স্বর্গীয় শক্তি-সকল আমরা নিজের ইচ্ছায় পাপের মধ্যে আনিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু সেই জন্য কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, আর তাহারা ঈশ্বরের নহে। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিসকল তুমি তোমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে যতই কেন পাপ পথে নিয়োজিত কর না, চিরকালই তাহারা স্বর্গীয় থাকিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল, এই জন্য আমাদের নরকময় হৃদয় হইতেও তাঁহার উপস্থিতি এবং তাঁহার প্রদত্ত শক্তিসকল প্রত্যাহার করেন না। আমরা চারি দিকে নরক নির্ম্মাণ করি; তথাপি স্বর্গের রাজা পূর্ণ পবিত্রতা লইয়া তাহার মধ্যে বাস করেন। নরকের সাধ্য কি যে, তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত করে? আত্মার প্রত্যেক শক্তির মূলে ঈশ্বর, সুতরাং ইহার একটী শক্তিও অপবিত্র নহে। মনের সমুদয় শক্তি এবং সমুদয় প্রবৃত্তির মূলে ঈশ্বর দণ্ডায়মান; কেবল আমাদের পাপান্ধকার তাঁহাকে দেখিতে দেয় না, এবং এই জন্যই আমরা সেই সকল শক্তির উপর দোষারোপ করি। বস্তুতঃ আমাদের সমুদয় শক্তি এবং সমুদয় আসক্তির মূলে ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন। কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি অপত্য স্নেহ, কি দাম্পত্য প্রণয়, কি বন্ধুতা, কি হিতৈষণা ইত্যাদি সমু-

হৃদয়ের মূলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করিতেছে। আমাদের মন পাপে মলিন, এই জন্যই এ সমুদয় স্বর্গীয় শক্তি এবং প্রবৃত্তির মূলে আমরা ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পাই না, এবং আমাদের নিকট সংসার নরক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কর্দ্দম কতক্ষণ স্বর্ণের কান্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সেই পৃথিবীর পঙ্কের উপর চক্ষের এক বিন্দু অনুতাপ জল পড়ুক, দেখিবে তখনই মনের সমুদয় শক্তি আবার হেমবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বরের এইরূপ বিধান না হইলে কখনই এক ঘণ্টার উপাসনায় কাহারও মলিন পঙ্কিল হৃদয় পবিত্র এবং উজ্জ্বল হইত না। যেমন প্রচ্ছন্ন অগ্নি জ্বলন্ত হইয়া মলিন অঙ্গারকে উজ্জ্বল করে, সেই রূপ মনুষ্য আত্মাতে যখন সেই গূঢ়তম ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আপনাপনি মনুষ্যের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ হইয়া যায়। পবিত্রস্বরূপ যে অন্তরে বাস করিতেছেন, পাপ ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। প্রত্যেকের আত্মাতে গূঢ়ভাবে ঈশ্বরের অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে এক বার যদি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার ফুৎকার পড়ে, এক বার যদি তাহার উপর উপাসনার বায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা ভয়ানকরূপে জ্বলিয়া উঠে, এবং মনুষ্যের রাশীকৃত পাপ ভস্মীভূত হয়। তখন দেখিতে পাই যেমন জড় জগৎ এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু পবিত্র, তেমনই মন এবং মনের প্রত্যেক শক্তি পবিত্র এবং সুন্দর। উভয়ই পবিত্রতা হইতে বিনিঃসৃত, এবং পবিত্রতার মধ্যে অবস্থিত। নার-

কীর মনেও ঈশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সমুদয় শক্তি অধিকার করিয়া বসিলেন, যখন সে ব্যক্তি ইহা দেখিতে পায়, তখনই আশ্চর্য্য হইয়া সে এই কথা বলে "কি! আমার এই শক্তি ঈশ্বরের শক্তি!! আমার এই নরকের এত নিকটে স্বর্গের রাজা ঈশ্বর!!" তখনই মহাপাপীর জীবনে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন আসিল। সে মনে করিত তাহার সমুদয় শক্তি তাহারই শক্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে ঐ সমুদয় শক্তির কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু এখন এক নূতন রাজ্য দেখিল। তাহার আর কোন শক্তি রহিল না, নিজকৃত রাশি রাশি পাপ অন্ধকার ভিন্ন তাহার আর কিছুই রহিল না। কিন্তু দুর্ব্বল, শক্তিহীন এবং নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অন্ধকারমধ্যে পাপী ঈশ্বরের কাছে দাঁড়াইল। কৃপাসিন্ধু ঈশ্বরের কৃপায় তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল। যেখানে সে নরক দেখিয়াছিল, তাহারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল। দেখিল তাহার হৃদয়ের সেই কলঙ্কিত শক্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বর দণ্ডায়মান। এক একটী শক্তির প্রতি সে দৃষ্টি করে, দেখে প্রত্যেকের মূলে ঈশ্বর। তাহার জ্ঞান, ভাব, এবং ইচ্ছাতে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, এবং পুণ্যের প্রকাশ। পাপী পূর্ব্বে মনে করিত, কেবল সাধুদিগের ভক্তিসরোবরেই ঈশ্বরের চরণপদ্ম বিকসিত হয়; কিন্তু এখন দেখিল পাপের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে প্রেমভক্তিকুসুমসকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন, এবং স্বয়ং ঐ সকল পুষ্পোপহার গ্রহণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া

তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। যতই সে অনুধাবন করিয়া দেখে, ততই ঈশ্বরের প্রতি তাহার বিশ্বাস ভক্তি বাড়িতে থাকে, সে দেখিল ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে তাহার সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে। তখন পাপীর পরিত্রাণ আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সম্মিলন হইল। ঈশ্বরের বলে তাহার দুর্ব্বলতা ঘুচিল। মহাপাপী মুহূর্ত্তের মধ্যে পুণ্য-বান হইল। "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় তোমরাও পূর্ণ হও।" পাপী তখন আপনার জীবনে এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল। অতএব, হে মনুষ্য, কদাচ তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির উপর দোষারোপ করিও না। মুক্ত হইবার যদি অভিলাষ থাকে তবে, এই যে বিস্ময়কর ব্যাপার, আধ ঘণ্টার মধ্যে পাপী শুদ্ধ হয় তাহা বিশ্বাস করিয়া আপনার সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বরকে দর্শন কর। তোমার নিজের কোন শক্তি নাই যখন স্পষ্টরূপে তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে, সেই অসহায় দুর্ব্বল অবস্থায় দেখিতে পাইবে, তোমার অন্তরের সমুদয় শক্তি ঈশ্বর স্বয়ং পরিচালন করিতেছেন। এইরূপে যখন দেখিবে তাঁহার হস্তে তোমার সমস্ত জীবনের ভার, তখন পাপ প্রলোভন আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে দুর্গ ঈশ্বরের শক্তিরূপ প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত, সেই দুর্গমধ্যে যদি তুমি লুক্কায়িত হও, কাহার সাধ্য তোমাকে আক্রমণ করে? ঈশ্বর যদি অজেয় হন, তবে, হে বিশ্বাসী, তুমিও অজেয়, কেন না ঈশ্বরসন্তান, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়াও

ঈশ্বরের বলে বলবান্। ঈশ্বরের দুর্গ আমাদের হৃদয়ে নির্ম্মিত হউক; তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা নিরাপদ এবং পুণ্যবান্ হই।

জীব ও ঈশ্বরে সম্মিলন।

রবিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক।

সেই সময় আসিতেছে এবং সেই সময় আরম্ভ হইয়াছে, যখন ব্রাহ্মেরা এত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করিবেন এবং সম্ভোগ করিতেছেন যে, তাহা কোন মতে মুখে প্রকাশ করা যায় না। যাহার চক্ষু আছে দেখুন এক্ষণে কি প্রকার সময় আসিয়াছে, যাহার মন আছে চিন্তা করিয়া দেখুন এই সময় ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কেমন অনুকূল, যাঁহার রসাস্বাদ করিবার ক্ষমতা আছে তিনি দেখুন এখনকার স্বর্গীয় স্রোত কেমন সুমধুর। তেমন সুন্দর আর জগতে কেহ নাই যাঁহাকে ব্রাহ্মদিগের হৃদয় এখন দেখিতেছে। তেমন সুমিষ্ট নাম আর কোথায়ও নাই, যে নামামৃত ব্রাহ্মেরা এখন পান করিতেছেন। এক দিকে যেমন ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, অন্য দিকে সেইরূপ ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহারা পবিত্র প্রেমপরিবারের সুখাস্বাদ করিতেছেন। মনে করিতাম এমন সুখধাম কল্পনাতেই থাকিবে, কিন্তু এখন যাহা দেখিতেছি কল্পনা লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতেছে, অথবা কল্পনার সাধ্য নাই

যে এমন সুন্দর গৃহ চিত্রিত করে। প্রেমময় ঈশ্বর যদি এমন সুন্দররূপে প্রকাশিত না হইতেন, জগতের পরিত্রাণ এত সুলভ হইত না। কতকগুলি ক্ষুদ্র সন্তান লইয়া যে সকল ব্যাপার ঈশ্বর দেখাইলেন, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে যে, ব্রাহ্মদিগের হস্তে সেই ঔষধ আসিয়াছে, যাহা সেবন করিলে সকলের গভীর দুঃখ দূর হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে পাপীর প্রত্যক্ষ যোগ হয় ইহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। জগতের আর কোন্ ধর্ম্ম বলিয়াছে, মহাপাপীর ঘরে ঈশ্বর বাস করেন? তোমরা শুনিয়াছ, পবিত্রাত্মারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান; কিন্তু মহাপাপীও ঈশ্বরদর্শন লাভ করে। পৃথিবীর আর কোন্ ধর্ম্ম এই সুসমাচার প্রচার করিয়াছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটেই আমরা এই উচ্চ সত্য শিক্ষা করিয়াছি যে, যে মহান্ ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন, তিনিই দয়ার্দ্র বিপন্ন হইয়া ক্ষুদ্রকীট পাপীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। পাপীকে দূরদেশে যাইতে হয় না; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার পূর্ণতা লইয়া পাপীর হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। আবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ঈশ্বরদর্শন বর্ত্তমান কালের ব্যাপার নহে, যাহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরলোকে যাইবে তাহারাই কেবল সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মেরা বলেন, ঈশ্বরদর্শন ভবিষ্যতের ব্যাপার কিংবা আশার বস্তু নহে, এই ঘরে বসিয়া এখনই যদি ঈশ্বরকে ডাকি, তিনি দেখা দিবেন। কাহাকেও তিনি এই কথা বলেন নাই যে, আমি এখন তোমাকে দেখা দিতে পারি না, সাধন?

কর, প্রতীক্ষা কর, দুই শত বৎসর পর পরলোকে তোমাকে দেখা দিব। যে ব্যক্তি পাপের আগুনে পুড়িয়া হাহাকার করিতেছে, যাহার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ শান্তি নাই, তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া যদি তিনি এই কথা বলিতে পারেন, আরও কিছুকাল তুমি ক্রন্দন কর, পরে আমার দেখা পাইবে, তাহা হইলে তিনি পাষাণনির্ম্মিত কোন নিষ্ঠুর দৈত্য, কদাচ ঈশ্বর নহেন। না, আমাদের ঈশ্বর কোন সাধককে এরূপ বলেন না; কেন না তিনি এমনই দয়াল যে, যেখানে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে সেখানেই তিনি বর্ত্তমান, এবং যখনই তাঁহাকে ডাকিবে তখনই তিনি তোমার নিকটে উপস্থিত। তিনি মনুষ্যের রূপ অথবা অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যের ঘরে আসেন না, তিনি তাঁহার নিরাকার প্রেমপুণ্যে সুন্দর হইয়া প্রত্যেক পুত্র কন্যার প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি আপনি আপনার অরূপ রূপে পরম সুন্দর, ভক্তকে ইহাঁর রূপ কল্পনা করিতে হয় না, কেবল তিনি যেমন সেইরূপে তাঁহার দিকে তাকাইলেই ভক্তের প্রাণ মোহিত হয়। ব্রাহ্মদিগের নিকটে এই সুন্দর নিরাকার ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত। পৃথিবী বল, এই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতের যে শোভা হইয়াছে, এরূপ সৌন্দর্য্য কি তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? প্রেম পুণ্যের অনন্ত আধার নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতে যে সকল ফুল ফুটিতেছে, এই প্রকার নব নব ফুল আর কি ফুটিত? এখন যে স্বর্গের পূর্ব্বা-

শ্বাস পাইতেছি, ভূতকালে মনুষ্যজাতির পক্ষে কি ইহা অনন্থু-ভূত ছিল না ? আমরা পাপী ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র গৌরব নাই, সোপান পরম্পরায় ইহার জন্য পৃথিবী এত কাল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, যথাসময়ে এখন ইহার অভ্যুদয় হইল। পিতা পুত্রের এরূপ সম্মিলন কে আশা করিয়াছিল ? যাহারা জড়ের পূজা করিত, এবং নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় যাহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত ছিল, তাহা-রাই আজ কাল নিরাকার পিতাকে দেখিয়া আনন্দিত। সময়ে সময়ে পৃথিবীতে নানা প্রকার উচ্চতব ভাব প্রকাশিত হই-য়াছে ; কিন্তু নিরাকার ঈশ্ববের প্রতি পাপী মনুষ্যের এত ভক্তি এবং নিগূঢ় প্রেম হইতে পাবে, পুবাতন পৃথিবী ইহার অতি অল্প দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিতে পাবে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্ত-মান অবস্থা দেখিয়া কেহই আব এই কথা বলিতে পারিবে না যে, নিরাকাব ঈশ্বরকে ভক্তি কবা যায় না। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আমাদের ন্যায় মহাপাতকী, যাহারা অনেক দিন হইতে অধর্ম্ম কবিতেছে, তাহাবাই নিবাকাব স্বর্গের শোভায় মুগ্ধ হইল, তখন আব কিরূপে বলিব নিবাকার দেবতাকে ভালবাসা অসম্ভব ? মনুষ্য পাপে মলিন, ঈশ্বর পবিত্র, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইতেছেন ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, মনুষ্য ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মদিগের জীবনে এই সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হয় না ; কিন্তু আশা হইতেছে শীঘ্রই

ইহা চিরস্থায়ী হইবে। এত কাল জগতের যে প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহ আকারবিশিষ্ট দেব দেবীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে, বন্ধুগণ, সেই প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহের সহিত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা কর; দেখিবে পিতার নামে জগৎ মাতিবে। এখনও কিছু হয় নাই, পিতাকে তোমরা আরও প্রীতি ভক্তি কর, এবং তাঁহারই চরণ ধরিয়া এই দৃঢ় সংকল্প কর যে, পরিবার তিনি গঠন করিতেছেন, আর কখনও তোমরা অপ্রেম দ্বারা তাহা ভাঙ্গিবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বল ইন্দ্রিয় দমন করিতে তোমাদিগকে তিনি যে বল দিয়াছেন তাহা আর হারাইবে না। প্রতি জনকে গোপনে ডাকিয়া পিতা আমাদিগের ন্যায় দরিদ্রদিগকে কত বিশেষ বিশেষ ধনরত্ন দিলেন, সাবধান অকৃতজ্ঞ হইয়া কেহই যেন তাহা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছি, আরও মোহিত হইব, তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইয়াছি, আরও প্রমত্ত হইব, ইহাই দুঃখীদের আশা। তাঁহার সহবাস ছাড়িলেই আমাদের মৃত্যু এই ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিব। কি নির্জ্জনে কি বন্ধু বান্ধবের সহবাসে সর্ব্বত্র তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে বাস করিব। তাঁহার আবির্ভাব সম্ভোগ করাই আমাদের মনের আনন্দ হইবে। যে পথে পিতার অনেক প্রেমসুধা পান করিয়াছি, চিরকাল সেই পথে চলিব। যাঁহার কৃপাতে ভাই ভগ্নীদের পবিত্র প্রেমাস্বাদ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ ভাই ভগ্নীর কাছে যাইব।

বন্ধু, বন্ধুগণ, আমাদের দুঃখের নিশা শেষ হইয়াছে, এখন উল্লাসের, আনন্দের সঙ্গীত কর। বল, আর দুঃখী থাকিব না। ব্রহ্মসন্তান যদি আনন্দপূর্ণ মনে বলিয়া উঠেন, ব্রহ্ম আমার সর্ব্বস্ব, জগতে কাহার সাধ্য তাঁহার আনন্দ হরণ করে? বন্ধুগণ, দেখ, দুঃখের রজনী শেষ হইয়াছে, প্রাতঃকাল আসিয়াছে, ঐ রথে চড়িয়া স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। যাহারা নিতান্ত পাষণ্ড এবং নাস্তিক ছিল, ঈশ্বর প্রেমে তাহারা উন্মত্ত হইল, যাহারা বিরোধী ছিল এবং যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও সম্মিলনের আশা ছিল না তাহারা বন্ধু হইল। এ সকল দেখিয়া যদি না বল আঃ প্রাণ শীতল হইল, তবে অনাবৃষ্টির সময় তোমরা কি করিবে? সেই শুভক্ষণ আসিয়াছে যখন আমরা সকলে বাঁচিব। এখন ক্রমাগত ঈশ্বরের শ্রীচরণ হইতে পুষ্পের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে প্রেম শান্তি আসিয়া পড়িবে। যাঁহারা এত দিন কাঁদিয়াছিলেন, পিতার প্রসন্নতায় তাঁহারা এখন জয় দয়াময় বলিয়া ক্ষেত্রে যাইয়া আনন্দের সহিত প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিবেন। তাঁহারা আপনারা সুধা পান করিবেন এবং অপর সকলকে তাহা পান করাইয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সংস্থাপন করিবেন।

ব্রহ্ম প্রেমমত্ততা।

রবিবার, ২৩ শে ভাদ্র, ১৭৯৫ শক।

যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও, যদি মনে করিয়া থাক এত দূর ধর্ম্ম সাধন করিব ইহার অতিরিক্ত

আর যাইব না, অথবা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক যাহা সংসারের সুখের অনুকূল, কেবল সেই পথেই অগ্রসর হইব, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই। কেন না ইহাতে সে সকল সুখ পাইবার প্রত্যাশা নাই, ইহার সাধন এবং তপস্যা অনেক সময় মনুষ্যের সুখবাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি অসার সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধন যায়, মান যায়, সর্ব্বস্ব যায়, তথাপি ঈশ্বর যে দিকে নেন সেই দিকে যাইব, কোন মতেই তাঁহাকে ছাড়িব না, এই দৃঢ় সংকল্প করিয়া থাক, তবে এস, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা ঈশ্বর তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এই ধর্ম্ম সাধন করিলে হয়ত অনেক সময় তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে এবং এমন সকল কার্য্য করিতে হইবে যাহা দেখিয়া পৃথিবীর স্বার্থপর এবং বুদ্ধিমান্ লোকেরা তোমাদিগকে উপ-হাস এবং নির্য্যাতন করিবে : কিন্তু ব্রহ্মহস্তে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে, সহস্র দুঃখ নির্য্যাতনের মধ্যেও ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে পুণ্য শান্তি বিধান করিবেন, যদি এই আশা করিয়া ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর করিতে পার, তবে নির্ভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। যাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্ব-রের অনুগত হইতে প্রস্তুত নহে, তাহারা নিজের বাসনা কিংবা নিজের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত সাংসারিক সুখ ভোগের উপায়বোধে এক প্রকার পার্থিব ধর্ম্ম সাধন করে, নয়ত সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত করিয়া স্ত্রী পুত্র, জন-

সমাজপরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু এই উভয় দিকেই বিপদ এবং উভয়ই ভক্তের একান্ত পরিহার্য্য। এই সভ্যতার সময় বিরাগী হইয়া প্রায় কাহাকেও অরণ্যে যাইতে দেখা যায় না, অতি অল্প লোকই এখনও এত দূর অনাসক্ত যে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সংসারে আসক্তি যেমন ধর্ম্মজীবনে মহাবিপদ, অরণ্যেও তেমনি রাশি রাশি বিঘ্ন। সেখানে কেবল জড়প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে অনেকের মন নিস্তেজ হয় এবং উপদেষ্টা কিংবা পাঁচ জন সাধু বন্ধু না থাকাতে মনের অন্ধকার এবং নিরুৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া নানা প্রকার কুচিন্তা এবং পাপাভ্যাসে জীবন কলুষিত হয়। এ সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধু ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র এবং ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিবার মধ্যে বাস করেন, কিন্তু দেখিতে পান, পরস্পরের মধ্যে অপ্রেম, অশান্তি বৃদ্ধি হইতেছে, এবং পাপের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে হৃদয়ের পুষ্প সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আর তাঁহারা একত্র থাকিতে পারেন না। এইরূপে তাঁহারা কখনও সজন হইতে নির্জ্জনে, এবং কখনও নির্জ্জন হইতে সজনে যাতায়াত করেন; কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন কদাচ ভক্তের নিরাপদ অবস্থা নহে। ভক্ত সন্ধিস্থলে বাস করেন, সজনতার মধ্যে তাঁহার নির্জ্জনতা, এবং নির্জ্জনতার মধ্যে তাঁহার সজনতা। তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এমন এক খণ্ড ভূমির উপর দণ্ডায়মান, যাহা অবলম্বন করিলে

সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতে হয় না। সেই ভূমি কি? ঈশ্বরের অভয় চরণ। যেখানে নরনারী কেহই নাই, ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ভক্ত সেই গভীর নির্জ্জন স্থানে তাঁহার অসংখ্য ভাই ভগ্নীকে নিকটে দেখিতে পান; আবার যেখানে গভীর জনতা এবং ভয়ানক কোলাহল, তাঁহার সম্মুখস্থ সেই শত শত নরনারীর শরীর এবং শারীরিক রূপলাবণ্যের প্রতি ভক্তের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই—সেখানে ভক্ত কেবল এই অনুভব করিতেছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নিরাকার স্বর্গরাজ্য ভিন্ন আর কিছুই নিকটে নাই। যে সকল সাধক এই স্থানের আশ্রয় পায় নাই, তাহারা কখন দুই চারি সোপান উপরে উঠিতেছে, এবং কিছু কাল থাকিয়া আবার পড়িয়া যাইতেছে, কখন তাহারা নির্জনে যাইতেছে, কখন তাহারা সজনে আসিতেছে, কখন কয়েক জন বন্ধু লাভ করিয়া হাসিতেছে, কখনও আবার তাহাদিগকে হারাইয়া কাঁদিতেছে, এই-রূপে তাহাদের জীবনে কেবলই পরিবর্ত্তন। বন্ধুগণ, এই অবস্থায় কি তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার? আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেহই এই অবস্থায় থাকিতে চাও না, অতএব তোমাদিগকে বারংবার অনুরোধ করিতেছি, আর তোমরা নিজের বাসনা এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মসাধন করিও না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর, অভয়পদ লাভ করিবে। যাহারা নিজের রুচি এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী এবং বন্ধু-বান্ধব

সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া অবশেষে সুচারু নিয়মে ধর্ম্ম সাধন কবিব এইরূপ মনে করে, জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা তাহারা অবগত নহে। সাংসাবিকভাবে সকলকে আমাদেব বন্ধু কবিযা দিবাব জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেবিত হয় নাই। সাংসারিকতা যে পাপ তাহা চিবকালই পাপ থাকিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সাধন কবিলে সাংসাবিক লোকদিগেব প্রসন্নতা পাইব, ইহা মনে কবা নিতান্ত দুবাশা। নিবাকাব ঈশ্বরের পূজা করিলে পৌত্তলিক জগৎ আমাদিগকে উন্মাদ, ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস কবিবেই, এবং স্বর্গবাজ্য স্থাপন কবিবাব জন্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি সকলেব সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক পবিত্যাগ কবিলে, তাঁহাদেব হস্তে আমাদিগকে কঠোব ব্যবহাব সহ্য কবিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কবিয়াছি বলিযা যে সকল দিক্ অনুকূল হইবে, কদাচ এরূপ মনে কবিও না। যাহাবা মনে কবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন কবিলে এ সকল সাংসাবিক সুখ পাইব, তাহাদেব আশা কখনও সুসিদ্ধ হইবে না, কেন না যাহাবা ঈশ্ববেব বিবোধী এবং সংসাবাসক্ত তাহাবা চিবকালই বিষ পান কবাইযা ভক্তেব প্রাণ বধ কবিতে উদ্যত। তুমি দু দণ্ড উপাসনা কব, তাহাবা উপহাস কবিযা বলিবে এ ব্যক্তি কি কবিতেছে? কেহ কোথাও নাই, শূন্য মধ্যে কাহাকে ডাকিতেছে? কি বলিতেছে? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহাব বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। এ সকল কথা শুনিয়া কি তুমি উপাসনা করিতে পার? যেখানে

তোমার নিজের পিতা মাতা, এবং নিতান্ত আত্মীয় এইরূপে তোমাকে আঘাত করিতেছেন, সেখানে কিরূপে তুমি তোমার মন সুস্থির রাখিবে? যাহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, কিংবা ঘোর সংসারী, তাহাদের নিকট বসিয়া কি দুর্ব্বল মনে সেই উচ্চব্রত উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু, ভাই, জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি লোকভয় নহে? লোকের নিকট উপাসনা করিতে কেন, তেমন ইচ্ছা হয় না? ইহার কারণ কি এই নহে, লোকে যে আমাকে ক্ষিপ্ত বলিবে ইহা আমার সহ্য হয় না? নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করিতে তোমাদের ইচ্ছা হয় ইহা মানি; কিন্তু অধিক ক্ষণ ধ্যান কর লোকে তোমাদিগকে দেখিয়া হাসিবে। তাহারা পরিহাস করিয়া বলিবে এ ব্যক্তি এত ক্ষণ কি ভাবিতেছে? আধ্যাত্মিক নিরাকার বস্তুতে এমন কি শোভা আছে, যাহা মনুষ্যকে এত ক্ষণ ভুলাইয়া রাখিতে পারে? কিংবা প্রাতঃকালে ৬ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোৎসব কর, এবং অবশেষে "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর" এই ভাবের সঙ্গীত কর, লোকে বলিবে ইহারা নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর লোকে এই চায়, ধর্ম্ম সাধন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে সংসারের সুখে বঞ্চিত থাকিতে হয় এরূপ কোন কার্য্য করিও না। যদি উপাসনায় উন্মত্ত হইয়া অন্ন বস্ত্র না পাও এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার হারাইতে হয়, তবে সে উপাসনায় প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মের অনুরোধে সংসার পরিত্যাগ করিও না,

কিন্তু সংসারের আজ্ঞা লইয়া অল্প অল্প ধর্ম্ম সাধন কর, ইহাই পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিকতা ; কিন্তু আমি আরম্ভেই বলিয়াছি, যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর কেমন সুন্দর, যদি এক বার তোমরা জীবনে দেখিয়া থাক, তবে অবশ্যই তোমরা পৃথিবীর এই পরিমাণ ঘৃণা করিবে। আমরা যে পথে যাইতেছি ইহা উন্মত্ততার পথ। ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিয়া কি কেহ সংসারী কিংবা অপ্রেমিক থাকিতে পারে? প্রেমসিন্ধু পিতার এই নিয়ম যে তাঁহাকে দেখিলেই পুত্র কন্যার মন প্রেমে মত্ত হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের দয়া দেখিয়া যদি আমাদের মন মোহিত না হয় তবে কিরূপে আমরা তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব? সমস্ত দিন রাত্রি যদি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা-সাগরে নিমগ্ন থাকিতে না পারি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া আমাদের কি লাভ হইল? যে পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইবে, সেই পরিমাণে জগতের লোক তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস করিবে, কিন্তু যে পরিমাণে জগৎ তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, সেই পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের নিকট আদরণীয় হইবে এবং যে পরিমাণে সংসার তোমাদিগকে শত্রু জানিবে, সেই পরিমাণে ঈশ্বর তোমাদিগকে মিত্র জানিবেন। ইহাতে এ কথা বলা হইতেছে না, যে তোমরা সংসারের লোকের প্রতি শত্রুতা করিবে।

তাঁহারা হয়ত তোমাদিগকে বিনাশ কবিতে আসিবেন; কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা, তাঁহাদিগকে স্বর্গের প্রেমামৃত দান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এত ভাল বাসেন যে, সেই সংসারকে তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ব্যাকুল। মায়ার সংসার আব থাকিবে না; তাহাব অনুগত সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকাদিগের চেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্ম্মের সংসার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই শুভ দিন আসিয়াছে, যখন নরনারীব হৃদযে আর পাপাসক্তি থাকিবে না; কিন্তু সকলে স্বর্গীয়প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পুণ্যেব সংসারে বাস করিবেন এবং আনন্দিত মনে ধর্ম্মের পরিবার সংগঠন কবিবেন। যাঁহারা এখন খড়্গ লইয়া আমাদিগকে কাটিতে আসিতেছেন, তাঁহারাই এক দিন ব্যাকুলিত হইয়া এই পরিবার মধ্যে প্রবেশ কবিবেন। তখন ঈশ্বেব দয়ায় শত্রু মুখে "ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলম্," এই জয়ধ্বনি শুনিয়া আনন্দে আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবে। হায! এমন দিন কি হবে যখন জগদ্বাসী সকলেই একহৃদয় হইয়া ব্রহ্মের জয়ধ্বনি করিবে? নিশ্চয়ই এক দিন জগতে সেই শুভ সময় আসিবে যখন সমস্ত পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আমবা হযত মৃত্যুর সময় তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এখন যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, ইহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমরা স্বর্গের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া যাইব, অন্ততঃ কতক-গুলি ভাই ভগ্নীকে পিতার প্রেমে উন্মত্ত দেখিয়া যাইব।

বন্ধুগণ, বারংবার তোমাদিগকে বলিতেছি, আর সংসারের দাস দাসী থাকিও না, ধন যায়, মান যায়, সর্ব্বস্ব যায়, ক্ষতি নাই, লোকে ক্ষিপ্ত বলিতে চায় বলুক, পিতার প্রেমে উন্মত্ত হও! যদি সংসারের অনুরোধে পিতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, বিষবৎ সেই সংসার পরিত্যাগ কর। প্রিয়তম ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা চরিতার্থ করিলে যদি জগৎ আমাকে সুপণ্ডিত বলে, সে সুখ্যাতি আমি চাহি না। আমার আত্মা ঈশ্বরধনে বঞ্চিত রহিল, আত্মার দরিদ্রতা ঘুচিল না, কিন্তু শরীর পুষ্ট এবং সুন্দর হইল, ইহাতে যদি কেহ আমাকে ধনী বলে, সে ব্যক্তি অন্ধ। যদি ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইলে সংসার হারাইতে হয় সে সংসারে আমার কাজ নাই, যদি সর্ব্বদা উপাসনা করিলে মানুষ আমাকে বধ করিতে চায় করুক, পিতার কাছে থাকিলে আমার ভয় কি? পৃথিবীর লোক এই উন্মত্ততা সহ্য করিতে পারে না, এই কথা লইয়া তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার আন্দোলন, বিবাদ হইবে আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া আমরা ধার্ম্মিক হইতে চাহি না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইলে পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, কেন না পৃথিবীর লোক জানে না ব্রহ্ম কেমন বস্তু এবং ব্রহ্মনামে কত সুধা। আবার বলি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হও, ভক্তিসুধা পান করিতে করিতে অন্তরের সমুদয় দুঃখ পাপ দূর কর। কেহ যদি বলে যথেষ্ট হইয়াছে আর পান করিও না; তাহার কথায় ভুলিও না, কারণ সে তোমার

মহাশত্রু। এইরূপে পিতার প্রেমে প্রেমিক হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।

আত্মপরিচয়ে ব্রহ্মপরিচয়।

রবিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৭৯৫ শক।

যদি পৃথিবীতে কোন লোক থাকে যাহাকে ভাল করিয়া চিনি নাই, অথবা পৃথিবীতে যদি এমন কোন গ্রন্থ থাকে যাহা আমি ভাল করিয়া পাঠ করি নাই, সে লোক এবং সেই গ্রন্থ আমি আপনি। অথবা ঈশ্বরের রাজ্যে যদি এমন কোন পথ থাকে, যে পথে আমি চলিতে শিখি নাই, সে পথ আমার অন্তরের পথ, এবং পৃথিবীতে যদি কোন খনি থাকে যেখানে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহা আমার নিজের আত্মা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত কাল জ্ঞান এবং ধর্ম্ম সাধন করিলাম অথচ আমি আমাকে ভাল করিয়া চিনিলাম না, আমাকে আমি ভালরূপে পড়িলাম না, আমার ভিতরে আমি প্রবেশ করিলাম না, এবং আমার আত্মাতে যে সকল রত্ন আছে আমি তাহার ব্যবহার জানিলাম না। ধন্য তিনি যিনি আপনাকে চিনিয়াছেন, কেন না তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও এই পৃথিবীতে বাস করেন না; কিন্তু স্বর্গে আরোহণ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। আমি আমাকে চিনিলাম না, তবে এত দিন আমি কি করিলাম? কেন ধর্ম্ম আমার কাছে মধুময় হইল

না ? এই জন্য যে আমি আমার নিজের ঘর ছাড়িয়া অনেক দূর দেশে যাইয়া ঘুরিতেছি। গৃহবাসী হইয়া গৃহমধ্যে সুখ-তত্ত্ব অন্বেষণ না করিয়া এত দূর গিয়াছি যে সেখানে অভিলষিত বস্তু পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুখের জন্য বাহিরে বেড়াইতেছি; কিন্তু সুখ পাইলাম না। বিষয়ীরা এক প্রকারে ধন্য কেন না তাহারা যে সুখ অন্বেষণ করিতেছে পৃথিবীতে সেই সুখের অসংখ্য পথ রহিয়াছে। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ লাভ করিবার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে মনুষ্য সন্তান পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে, ইহার জন্য তাহারা সাগর অতিক্রম করিতেছে, হিমালয় আরোহণ করিতেছে, এবং পৃথিবীর বক্ষ বিদারণ করিতেছে। পৃথিবীর প্রায় পনের অংশ লোক কিসে বাহ্যিক সুখ পাওয়া যায় তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত কেবলই তাহারা ধন এবং সুখলোভের সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। তাহাদের চেষ্টা এবং উৎসাহে নানা প্রকার ইন্দ্রিয়সুখের প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং সে সকল অবলম্বন করিয়া কোটি কোটি লোক সুখী হইতেছে। আবার কত লোক কিরূপে সংসারের নানাবিধ সুখসম্পদ ভোগ করিতে পারা যায়, ইহার প্রচারক হইয়া শত শত পুস্তক লিখিয়া সংসারীদিগকে পার্থিব সুখতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে। বাস্তবিক এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় বিষয়সুখের এত উন্নতি হইয়াছে যে, এখন বোধ হয়, পৃথিবীতে সুখের আর কোন পথ অনাবিষ্কৃত নাই।

এখন বিষয়ীরা এক প্রকার সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই ধনী হইয়া বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহারা পৃথিবীর এ সকল মলিন পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, যে পথে চলিলে নিত্য শান্তি, এবং নিত্যসুখে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। সেই পথ কোথায়? বাহিরে নহে; কিন্তু অন্তরে। অপবিত্র বিষয়সুখে তাঁহাদের আত্মার দুঃখ দূর হয় না, এই জন্য তাঁহারা হৃদয়ের পথে চলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক এই পথের পথিক এবং তাহার মধ্যে আবার অতি অল্প সাধক ইহার সুখভোগে সমর্থ। কেন না এই পথ ক্ষুর-ধারের ন্যায় অতি কঠিন এবং সুতীক্ষ্ণ। যাঁহারা সংসারে অনাসক্ত এবং সুখ দুঃখে চিরকাল ঈশ্বরেরই থাকিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই পথে চলেন, তাঁহাদের ভয় নাই। কিন্তু যাহারা কুটিল, অর্থাৎ ঈশ্বরে যাহাদের তেমন অনুরাগ নাই, অথচ ঈশ্বরের নাম করিলে বিষয়সুখের সম্ভাবনা, এই জন্য কিছু দিন উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম সাধন করে, এই পথে তাহা-দের ভয়ানক বিপদ, কেন না যাই তাহারা দেখিতে পায় বহু-কালেও তাহাদের গূঢ় মনোরথ অপূর্ণ রহিল, আর তাহাদের নিকট ধর্ম্ম ভাল লাগে না। তখন পৃথিবীর অতি সামান্য প্রলোভনে তাহারা আকৃষ্ট হয়, এবং ভিতরের পথ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের ধন এবং সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। যাহারা গর্ব্ব করিয়া এই কথা বলিত যে, আমরা ধর্ম্মরত্নে এত সুখী হই-

য়াছি যে, আর কোথায়ও এমন সুখ নাই,তাহারাই এখন বিষয়-সুখে মত্ত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল, অনেক দিন আয়াস-সহকারে ধর্ম্ম সাধন করিলে কিছু সুখ হয় সত্য বটে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখে যেমন আমোদ, জিতেন্দ্রিয় হইলে কথনই তেমন হয় না ; বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত ব্যক্তিদিগের কৃচ্ছ্র জীবনাপেক্ষা বিষয়ীদিগের সুখের পরিমাণ যে অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহারা পতিত এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট এইরূপে তাহারা পাপের জয়ধ্বনি করে। তাহারা মহাকষ্ট করিয়া ধনের দ্বারা আপন আপন পরিবারের কুশল বৃদ্ধি করিতে পারে ; কিন্তু ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসর ধর্ম্ম সাধন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ এবং জগতের সেবা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তোমবা শুনিয়াছ যাহারা পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিক তাহারা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহে, কিন্তু যাহারা সকল প্রকার পার্থিব সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে তাহারাই বাস্তবিক যথার্থ ব্রহ্মানুরাগী ব্রাহ্ম। বন্ধুগণ, তোমরা কি জগৎকে এই কথা বলিবে না যে, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে রত্ন আছে তাহার নিকট পৃথিবীর সমুদয় ধন পরাস্ত হয়, এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আর কোন সুখেরই তুলনা হয় না ? ভিতরের কথা বল দেখি ; হৃদয়ের মধ্যে এমন রত্ন কি পাও নাই যাহা দেখিবা-মাত্র বলিতে পার, এই সুখসম্পদপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয় তথাপি আমি ইহা ছাড়িব না। পৃথিবীর লোক এই রত্ন দেখিতে পায় না, এই জন্য যাহারা ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হয়,

তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাহারা ঘৃণা করে, ভক্তের মর্য্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা অন্তরে স্বর্গ ভোগ করেন, পৃথিবীর গ্লানি এবং অপমান তাঁহাদের কি করিতে পারে? ভক্তেরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বলিয়া যে পুরুষ আছে, যিনি সেই পুরুষকে চিনিয়াছেন, তিনি নিত্যসুখের আধার পরম-পুরুষকে দেখিয়াছেন; কেন না সেই পুরুষের সঙ্গে পরম পুরুষের নিগূঢ় প্রত্যক্ষ যোগ। এই জন্যই সাধুরা বলিয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে চিনিয়াছেন তাঁহারাই সুখী, যিনি আত্ম-পরিচয় পাইয়াছেন, তিনি আপনার মধ্যে ঈশ্বরের অরূপ-রূপমাধুরী দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তাঁহার আর বলিবার ক্ষমতা নাই যে একটু একটু ধর্ম্মমধু পান করিব; কিন্তু ধর্ম্মের আনন্দে কখনই উন্মত্ত হইব না। তিনি দেখিয়াছেন হৃদয় রাজ্যে এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে সেই পরমপুরু-ষকে দেখা যায়। যাঁহার চক্ষু এক বার সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়াছে, আর তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না। বন্ধুগণ, হৃদয়ের ভূমি খনন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময়রূপ দেখিয়াছি, তবে আর কেন তাঁহাকে হারাইব? যে রূপ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা কি সুন্দরতর আর কিছু আছে? তবে কেন নূতন রূপ দেখিব এইরূপ দুরাশা এবং কল্পনা করিয়া, এই পুরাতন ঈশ্বরকে আমরা ছাড়িয়া দিই? আমাদের মন বড় চঞ্চল; তাই এক স্থানে বসিয়া

আমরা পিতার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে ভালবাসি না, আমাদের মন যদি শান্ত এবং সুস্থির হইত, আমরা অনিমেষ পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতাম না, এবং তাহা হইলে অকিঞ্চনে তাঁহার কত দয়া, প্রত্যেক পুত্র কন্যার প্রতি তাঁহার কেমন নিগূঢ় প্রেম, তাহা বুঝিয়া আস্বাদ করিতে পারিতাম। উন্মাদ কে? যিনি একটী সামগ্রী বারংবার দেখেন, এবং আর কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কেবল উহারই প্রতি তাকাইয়া থাকেন, অথবা আর সকলই বিস্মৃত হইয়া কেবল একটী শব্দ কিংবা একটি মন্ত্র সহস্র বার উচ্চারণ করেন। যদি ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হইতে চাও, তোমাদিগকেও সেইরূপ হইতে হইবে। অনিমেষ নয়নে পিতাকে দেখিবে অথচ পিতার রূপ পুরাতন বোধ হইবে না, অবিশ্রান্ত দয়াময় নাম সাধন করিবে, অথচ ইহা চির মধুর থাকিবে। যাহারা নিত্য নূতন বস্তু অন্বেষণ করে তাহারা প্রকৃত ঈশ্বরকে চাহে না। ভক্তের নিকট কখনই ব্রহ্মদর্শন কিংবা ব্রহ্মসঙ্গীত পুরাতন হয় না। বাহিরের চাকচিক্য এবং প্রণালীর নূতনতা ভক্তকে ভুলাইতে পারে না। তিনি হৃদয়ের নিম্নতম স্থানে বসিয়া যে সুধা পান করেন তাহার সঙ্গে কি সংসারের সুখের তুলনা হয়? অন্তরের মধ্যে তিনি যে রত্ন এবং যে সৌন্দর্য্য দেখেন, তাহাব নিকট পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদয় রূপলাবণ্য কিছুই নহে। মনুষ্যের পাপকলঙ্কিত আত্মার মধ্যে ঈশ্বর এমন স্বর্গ লুকাইয়া রাখিয়াছেন,

ইহা দেখিলে কাহার সাধ্য আর সংসারের দাসত্ব করে? অতএব, বন্ধুগণ, আর বাহিরে যাইও না, আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, আত্মারূপ শাস্ত্র পাঠ কর, আত্মারূপ আন্তরিক পথে চলিতে থাক, এবং আত্মারূপ খনি খনন কর, আপনি আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, আপনি আপনার ধনে ধনী হইবে। সুখ বল, শান্তি বল, নিত্য ধন বল, বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আপনার মধ্যে সকলই দেখিবে। যাহার নিজের হৃদয় উদ্যানে ফুল ফুটিয়াছে সে কেন পরের উদ্যানে যাইবে? ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, এইরূপে তোমরা সাধন কর, প্রত্যেকে নিজের আত্মার মধ্যে সেই পরম সুন্দর প্রেমময় পিতাকে দেখ, আর তোমাদের দুঃখ পাপ থাকিবে না, তখন সেই প্রেমে তোমরা উন্মত্ত হইবে, যাহাতে তোমাদের এবং জগতের পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হইবে। তখন তোমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে, জগদ্বাসিগণ দেখ আমাদের সুখ কেমন পবিত্র এবং নিত্য স্থায়ী; কিন্তু তোমাদের পার্থিব সুখ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, এবং অবশেষে তাহা হইতে দুঃখ এবং গরল উৎপন্ন হয়। তখন জগদ্বাসিগণ তোমাদের কথা শুনিয়া সেই হৃদয়ের সুখ অন্বেষণ করিবে, এবং তাহা হইলে এই জগতেই সেই নিত্য সুখধাম স্বর্গরাজ্য শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে।

ঈশ্বরের প্রেম প্রচার।

রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

পুষ্করিণীতে অল্প জল, ইহা অতি কৃপণ। স্রোতস্বতী নদীতে প্রচুর জল, ইহা অতি উদার। নদীর সঙ্গে পুষ্করিণীর উপমা হয় না, কেন না নদী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া অনবরত বহিতেছে, এবং উদারভাবে কোটি কোটি জীবের প্রাণ শীতল করিতেছে। দুই চারি জন লোক পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছে; কিন্তু নদীর দুই পার্শ্বে শত সহস্র লোক নিত্য স্নান করিতেছে। সামান্য কারণে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়; কিন্তু নদীর জলের অভাব কি? যত দিতেছে, ততই ইহা পাইতেছে। কৃপণতা কি নদী জানে না? উদারতাই ইহার ধর্ম্ম। আবার নদীর জল যখন উথলিয়া পড়ে, চারি দিকে লৌহময় প্রাচীর বাঁধিয়া দাও, কিছুতেই বাধা দিতে পারিবে না। নদী সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কার্য্য করিবেই করিবে। নদী যে সহস্র সহস্র ক্রোশ ধাবিত হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিতেছে, এবং শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, ইহাই নদীর স্বভাব। নদী উৎস হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাইব? কোথায় যাইব? যেখানে একটী সামান্য প্রণালী আছে কিংবা যেখানে কেহ একটী কলস রাখে, নদীর জল আপনি সে সকল স্থানে

গড়াইয়া পড়ে। ব্রাহ্ম, প্রচারক, এবং ভক্তবৃন্দের হৃদয় এইরূপ। ঈশ্বরের প্রেমরূপ সেই অটল উচ্চ পর্ব্বত হইতে তাঁহাদের অন্তরে যে প্রেমরস আসিতেছে তাহা বদ্ধ থাকিতে পারে না; কিন্তু সে সকল প্রেমবিন্দু সিন্ধুর ন্যায় হইয়া সকল প্রকার স্বার্থপরতারূপ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাল বৃক্ষেব ন্যায় উচ্চ হইয়া সমস্ত জগতে উথলিয়া পড়ে। যখন ভক্ত পরিবারে এইরূপ প্রেমের উচ্ছ্বাস হয় তখন জগদ্বাসীরা কি হইল বলিয়া মহা-কোলাহল করে; এবং বিষয়ীরা পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইল, পাপ সুখ ভোগের শেষ হইল, এই বলিযা ক্রন্দন করে। কিন্তু ভক্তেরা স্বর্গ হইতে ঢেউ আসিয়াছে, স্বর্গ হইতে ঢেউ আসিয়াছে, এই বলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন, এবং নরনারী, বালক বালিকা পবিবারের সকলে মিলিয়া সেই জল গ্রহণ করে। যতই গ্রহণ করে ততই সেই জল বৃদ্ধি হয, কিছুতেই তাহা নিঃশেষ হয় না। কোথায় হইতে সেই ঢেউ আসিতেছে তাহা তাহারা দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রবল বেগে সেই ঢেউ আসিতেছে ইহা তাহারা দেখিতে পায, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা সুবিজ্ঞ এবং সুচতুর, তাহাবা গভীররূপে সেই জল পান করিয়া জীবনের দুঃখ তাপ দূব করে। এক এক জন ধর্ম্ম-প্রচারক এইরূপ এক একটী নদীস্বরূপ। এইরূপ প্রেমস্রোত ভিন্ন নিজের বুদ্ধি বলে কেহ যথার্থ প্রচাবক হইতে পারে না। হরিদ্বারে গিযা দেখ ভাগীরথীর স্রোত কেমন পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেইরূপ ভক্ত প্রচারক

ঝুঝিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে যে স্রোত আসিতেছে, কাহার সাধ্য তাহা রুদ্ধ করে? জড়প্রকৃতির সামান্য নদীর দ্বারা যখন আমাদের এত উপকার হইতেছে তখন ভক্তের হৃদয়মধ্যে যখন ঈশ্বরের গভীর প্রেম উথলিয়া পড়ে, তাহা দ্বারা যে জগতের পরিত্রাণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? মনুষ্যের হৃদয় যখন ব্রহ্মাশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সাধকও তখন বুঝিতে পারে না কোন্ নিম্ন দেশ হইতে এত গভীর জল উঠিতেছে। এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে জ্ঞান, প্রেম এবং উৎসাহ শুষ্ক হইয়াছিল, ব্রহ্মহ্রদে ডুবিবামাত্র কোথা হইতে উৎস সকল ছুটিতে লাগিল, ভক্ত নিজেই বুঝিতে পারেন না, অপরে কিরূপে বুঝিবে? ব্রহ্মপদের সঙ্গে যদি ভক্তের প্রেমনদীর যোগ না থাকিত, তবে জগতের কি দুর্দ্দশা হইত। কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করেন নাই। তিনি প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয় তাঁহার অগাধ অতলস্পর্শ প্রেমহ্রদে নিমগ্ন রাখিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই ছোট ছোট পুষ্করিণীর জলের ন্যায় ভক্তের প্রেমস্রোত বদ্ধ থাকিতে পারে না। সামান্য বদ্ধজলে ব্রহ্মপিপাসু ভক্তের তৃষ্ণা দূর হয় না। তাহাতে না তাঁহার নিজের, না পরিবারের, না জগতের কাহারও দুঃখহরণ হয়। এই জন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন, পৃথিবীতে পুষ্করিণী থাকিবে না, কিন্তু সর্ব্বত্র নদ নদী হইবে। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের এক একটী প্রেম নদ নদী প্রবাহিত হইবে। অবিশ্বাসীরা বলিবে সেই দিন অনেক দূর,

কিন্তু ভক্ত বলিতেছেন নিশ্চয়ই সেই দিন আসিতেছে, যখন ধর্ম্মজলের জন্য আর কাহাকেও পুষ্করিণীতে যাইতে হইবে না। তখন প্রতিজনেরই হৃদয়ে স্বর্গ হইতে এত প্রচুর জল আসিবে যে, অপরের কূপ অন্বেষণ করিতে হইবে না, এবং প্রত্যেকের আপনার হৃদয়বাগানে এত ফুল ফুটিবে যে, কাহাকেও আর অপরের বাগানে যাইতে হইবে না। ধন্য তাহারা যাহারা আয়াস কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের পুষ্করিণীতে ধর্ম্মজল অন্বেষণ করে; কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য কত দিন এরূপ কঠোর সাধন করিতে পারে? পরের প্রেম ভক্তি এবং উপাসনার উপর যাহাদের নির্ভর, অবশেষে তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া কষ্ট হয়। চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে ভাই ভগ্নীরা বাঁচিবে? ধর্ম্মসাধনের প্রথমাবস্থায় বরং ইহা চলিতে পারে, কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি হইতে থাকে, তখন ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় এবং গভীরতর প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে, সাধকেব বাঁচিবার উপায় নাই। যখন দেখিতে পাও, সাধকেব মুখশ্রী ক্রমশঃ উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইতেছে, তখন নিশ্চয় জানিবে, সাধকের হৃদয়ের সঙ্গে স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড নদীর যোগ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য!! ঈশ্বরের স্পর্শে মহাপাপীর সংকীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত এবং অতলস্পর্শ জলের আধার হইল!! তখন সাধক আপনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইল, এবং আপনি আপনার প্রেমের অন্ত না পাইয়া অবাক্ হইল। ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে সেই প্রেম

বাহির হইতেছে এবং সাধকের হৃদয়মধ্য দিয়া আবার তাঁহারই চরণে সেই প্রেম সমর্পিত হইতেছে। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" দুই দিকেই ঈশ্বরের প্রেম, মধ্য স্থলে সাধকের হৃদয়। মূঢ় ব্রাহ্ম, মনে করিও না, তুমি আপনার বলে আপনি প্রেমিক এবং পুণ্যবান্ হইতে পার, তোমার নিজের কিছুই নাই ; কিন্তু যখন স্বর্গ হইতে তোমার অন্তরে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন তুমি ব্রহ্মপদস্রোতের জল তুলিয়া ব্রহ্মপদ ধৌত কর, এবং ব্রহ্মরূপ পুষ্প লইয়া ব্রহ্মকে উপহার দেও, ইহাই ভক্তিরাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব। তুমি কে ? প্রভুর হস্তের উপায়স্বরূপ। অতএব যখন সুন্দর-রূপে ভক্তি উপহার লইয়া তাঁহার পূজা কিংবা তাঁহার সেবা কর, তখন বিনীত দাসের ন্যায় তোমার এই কথা বলা উচিত, দেব, তোমার দ্রব্য তোমাকে দিলাম, ইহাতে আমার কোন গৌরব নাই। বন্ধুগণ, তোমরা নত হও, ব্রহ্মের নদ নদী সকল তোমাদের মস্তকে উপর দিয়া প্রবাহিত হউক, প্রত্যেকে এক একটী ব্রহ্মপ্রেম এবং ব্রহ্মশান্তির নদী হও। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের পুণ্য তোমাদের হৃদয়মধ্য দিয়া সমস্ত জগতে স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হউক। যদি স্বার্থপর হইয়া তোমরা প্রচারক না হও, তবে তোমরা ব্রহ্মের নও। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম উথলিয়া পড়ে, তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি কেবল ঘরে বসিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া

গ্রহণ করিল কি না, জগতের লোক তাঁহাকে ঐ শ্রেণীভুক্ত মনে করিল কি না, তিনি আর সে সকল বিষয় ভাবিতে পারেন না; কিন্তু এই জন্য তিনি প্রচারব্রত অবলম্বন করেন যে, সেই স্বর্গীয় স্রোতের অনিবার্য্য বেগ তিনি আর সংবরণ করিতে পারেন না। ইচ্ছা করিয়াও তিনি আর সেই স্রোত বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাহা আপনি উথলিয়া পড়ে। জগতের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি কি আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার প্রেমজলে সমস্ত জগতের অধিকার। তিনি আর নিজের বুদ্ধিবলে ধর্ম্মপ্রচার করেন না; কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রেম নদীর ধর্ম্মই এই যে, তাহা স্বভাবতঃ বাহির হইয়া পড়ে। সেই জল উদার প্রশস্ত হইয়া সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করে। ভাই, ভগ্নি, এই স্রোতের অধীন হও, তোমরা সহস্র সহস্র লোকের শান্তির কারণ হইবে। প্রত্যেকে এক একটী নদ নদী হইয়া অন্ততঃ একটী নগর এবং একটী পল্লীর দুঃখ মোচন কর। যখন সহস্র সহস্র লোক তৃষ্ণায় প্রাণ গেল, তৃষ্ণায় প্রাণ গেল বলিয়া চিৎকার করিতেছে, তখন কিরূপে তোমরা কৃপণ হইয়া থাকিবে? স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসিল আনন্দ মনে সেই ভাব বিস্তার কর। যে ভক্তিভাবের মূলে স্বভাবের বেগ তাহা আপনি জলের বেগের ন্যায় হুহু করিয়া বাহির হইতে থাকে। বুদ্ধি তর্ক করিয়া কেহ প্রচারক হইতে পারে না। বুদ্ধি যাহার নেতা এবং রাজা তাহার সাধ্য কি যে স্বর্গের ন্যায় সেই উচ্চ প্রচারব্রত পালন করে? যাঁহার আত্মা

ব্রহ্মরস পান করে,দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় প্রকাণ্ড নদীরূপে পরিণত হয়। তিনি ঘরে বসিয়া আছেন; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী, এসিয়া ইউরোপ তাঁহার হৃদয় হইতে জল তুলিয়া লইতেছে, তিনি দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছেন, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই। কেন না তিনি দেখিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার দ্বারা সকল কার্য্য করিতেছেন। ধন্য ব্রহ্ম, যিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া এই প্রেমস্রোত প্রেরণ করিলেন!! ধন্য তাঁহারা, যাঁহাদের দ্বারা ইহা বিস্তৃত হইতেছে। আজ কাল সমাজের যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছি ইহাতে মুগ্ধ হইয়া বিনীতভাবে ব্যাকুল অন্তরে তোমাদের পদতলে পড়িয়া এই মিনতি করিতেছি, ভাই ভগ্নি, তোমরা প্রত্যেকে প্রচারক প্রচারিকা হও। ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমতরঙ্গে জগৎকে ভাসাও। বল আর ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচিতে পারি না, পিতাকে অন্তরের নিগূঢ় প্রেম দাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহা হইলে তোমাদের এক এক জনের দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের পরিত্রাণ হইবে। জগৎকে বল কত সুধা তাঁহার,কেমন সুমিষ্ট তাঁহার নাম এবং তাঁহার স্নেহে জগৎ কেমন বশীভূত। তাহার প্রেমের ক্ষমতার কি তুলনা আছে? স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রেমের ঢেউ এই দেশে আসিয়াছে, এবারে বিলম্ব নাই। ভারত জানিবে পৃথিবী জানিবে, সেই ঢেউ কেমন। ভাই ভগ্নি, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, শুভ দিন আসিয়াছে, আর নিদ্রা যাইও না, প্রেমে মাত, প্রেমধামে পিতার সুমিষ্ট প্রেম গ্রহণ কর, পিতার মিষ্ট প্রেম দেশ বিদেশে প্রচার কর।

জীবন্ত সাধন।

[বাঁকিপুর।]

মঙ্গলবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য আমরা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই; কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের গভীর অভাব সকল দূর হয়, তাঁহাদের উপাসনা সুমিষ্ট হয়, পরলোকে দৃঢ় নিষ্ঠা হয় এবং সকলের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, সেই সমুদয় বিধান প্রচার করাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মেরা সাধন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি অনেকের নিকট সাধনের নিগূঢ় নিয়ম সকল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপর সংস্থাপিত, তাহা সাধন করা নিতান্ত সহজ নহে। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন, কিন্তু মিষ্টতাশূন্য উপাসনা কয় দিন অন্তরে স্থান পাইতে পারে? বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, অথচ ব্রাহ্মদিগের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন হইল না, কাহারও অন্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর উপাসনা এবং উচ্চতর জীবনের প্রত্যাশা নাই, নীরস উপাসনাই ইহার একমাত্র কারণ। ধর্ম্মরাজ্যে এমন একটী উচ্চ স্থান আছে, যাহা অধিকার করিলেই সাধকের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ হয় এবং উপাসনা তখন স্বভাবতই সরস হয়। যাঁহারা এই

নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া সেই মিষ্টরস আস্বাদ করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। অন্যথা যাহারা ধর্ম্মের উপরিভাগে সন্তরণ করে, অথবা যাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব সন্নিবেশিত হইতে পারে না, তাহারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এই জন্যই তাহাদেব উপাসনা শুষ্ক হয় এবং ঈশ্বরসাধন তাহাদের নিকট অতি কঠোর বোধ হয়। বাহিরে কোন সুন্দর দেব দেবী নাই, অথচ প্রতিদিন নিবাকার দেবতার ধ্যান করিয়া সুখী হইতে হইবে, ইহা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। যে দিন আমোদ আহার অপেক্ষা ব্রাহ্মদিগের নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা মিষ্টতর হইবে, সেই দিন বুঝিব যে, আমাদের দেশ বিদেশ ভ্রমণ করাব উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে। এই জন্য যাঁহারা উপাসনায় তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই, যাহাতে শীঘ্রই মরুভূমিতে স্বর্গের নদী প্রবাহিত হয়, এই আশা করিয়া তাঁহারা প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করুন। যদি তাঁহারা বলেন অনেক দিন আমরা এ সকল করিয়া দেখিলাম ; কিন্তু ঈশ্বরের নামে তেমন মিষ্টতা পাই না ; তাঁহাদের কথা বলিতে পারি না, কেন না কলিকাতায় আমরা ধর্ম্মভাবের যেরূপ মধুরতা আস্বাদ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে স্পষ্টরূপে বলিতে পারি, এ ধর্ম্মে অনেক সুধা আছে যাহা এখনও তাঁহারা পান করেন নাই, ইহার মধ্যে অনেক নবীন সত্য নিহিত আছে, যাহা এখ-

নও তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। অতএব বলিতেছি, আর কেহই বিলম্ব করিবেন না; কিন্তু চারি পাঁচ দিনের মধ্যে সকলেই উপাসনার মধুরতা এবং পবিত্রতা সম্ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করুন। যাহা চারি পাঁচ বৎসরে হয় নাই, তাহা চারি পাঁচ দিনে হইবে। কেন না ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার বিশেষ প্রণালী দ্বারা প্রতিজনকে তাঁহার শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। শুভক্ষণ আসিয়াছে, আমরা তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, শীঘ্রই তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অতএব কেহই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিবেন না। বক্তৃতার প্রয়োজন আছে সত্য, ইহা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান প্রচার হয়, এবং অনেকের হৃদয় উত্তেজিত হয়; কিন্তু এখন সাধনের সময় আসিয়াছে, বক্তৃতা এখন ঠিক সময়ের উপযুক্ত নহে। এখন যাহাতে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া সাধন করিতে পারেন সকলে তাহার আয়োজন করুন। ঈশ্বরসাধনের সার মর্ম্ম এই,—"হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" এই কথা বলিবামাত্র শরীর মন রোমাঞ্চিত হইবে। ইহাই সাধকের জীবনমন্ত্র যাহা সাধনমাত্র মৃত আত্মায় জীবন সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বর যদি মৃত শব হইতেন, তাহা হইলে সহস্রবার সেই বস্তুর সাধন করিলেও তোমাদের জড়তা দূর হইত না; কিন্তু তিনি জীবনপূর্ণ, জাগ্রৎ ঈশ্বর। কেবল তুমি এই কথা বল "ঈশ্বর, তুমি বর্ত্তমান।" বলিবামাত্র তোমার আত্মাতে নূতন রাজ্য প্রকাশিত

হইবে এবং সহজেই মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া তোমার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে। তখন ব্রহ্মপ্রকাশে তোমার হৃদয় অনুরঞ্জিত হইবে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলিবামাত্র সেই বন্ধুর বন্ধু পরমবন্ধু এবং মাতার মাতা পরম মাতাকে দেখিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি উথলিয়া পড়ে। 'অপাপবিদ্ধং' বলিবামাত্র ঈশ্বরের পুণ্যে তোমার সকল পাপ ভস্মীভূত হইবে। যাহারা ঈশ্বর, ঈশ্বর বলে চিৎকার করে, অথচ কেহ কাছে আছে দেখিতে পায় না, সম্মুখে কেবল শূন্য ধূধূকার করিতেছে দেখে, সে মৃত ঈশ্বরের সাধক; কিন্তু ভক্তের নিকট জীবন্ত ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, কাতর প্রাণে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন। ঈশ্বরসম্পর্কে যেমন পরলোক সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ জীবন্ত সাধন।

এই যে ঈশ্বরকে সম্মুখে জীবন্ত দেখিতেছি, ইহাঁরই কাছে আমার মৃত বন্ধুরা জীবিত আছেন। যাঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাঁচিয়া আছেন। কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন তাহা আমরা জানি না, সে বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই; কিন্তু এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, ইহলোকে আমি যাঁহার কাছে বাঁচিয়া আছি, পরলোকে আমার সমুদয় বন্ধুরা তাঁহারই কাছে বাঁচিয়া আছেন। এই জ্ঞানে আমাদের কত

আনন্দ হয়, ইহলোকে আমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, তিনিই পরলোক-বাসী সকলের ঈশ্বর। সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহ পরলোক দুইই আমার কাছে। ইহাই পরলোকসম্পর্কে জীবন্ত সাধন। যম নামে কোন জীব নাই, মৃত্যু বলে কিছুই নাই, এ ব্যক্তি মৃত, ইহার অর্থ নাই, কেন না দুইই জীবিত। আত্মার পক্ষে কেবল পাপই মৃত্যু।

অপর চরিত্র শোধন। বিশুদ্ধ চরিত্র সংগঠন করা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। পৃথিবীর নীতি শাস্ত্রে তাহা হয় না। পৃথিবীর নীতি এই বলে সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিও না, ইন্দ্রিয় দমন কর, শত্রুকে ক্ষমা কর ইত্যাদি, কিন্তু অন্তরে বল না থাকিলে কাহার সাধ্য এ সকল নিয়ম পালন করে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে পরাজয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় এবং নির্ম্মল হও, জগতের কে না এ সকল বিষয়ে শত সহস্র উপদেশ শুনিয়াছে? কিন্তু কয় জন লোক এ সকল সাধন করিতে পারে? যত দিন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিতে না পায়, তত দিন নীতি তাহার পক্ষে মৃত। যাহার ভিতরের বিবেক নিদ্রিত সে কিরূপে জীবন্ত নীতি সাধন করিবে? বিবেককর্ণে যখন শুনিবে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমার নাম ধরিয়া বলিতেছেন, সন্তান, ঐ পাপ ছাড়, আমার নিকট থাক, আমি তোমাকে সুখ শান্তি দিব, তখনই কেবল তুমি নীতি সাধন করিতে পার। আমাদের নীতি নিতান্ত

হীনাবস্থায় রহিয়াছে। প্রাতঃকালে আমরা ব্রহ্মোপাসনায় উন্মত্ত হই; কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না হইতে সমস্ত দিন অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসা, লোভ ইত্যাদি রিপু সকল প্রবল বেগে উত্তেজিত হইয়া আমাদের মন কলঙ্কিত করে, ইহার এক মাত্র কারণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনি না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদের রিপুকে রোগ বলিয়া বোধ না হয়, এবং পাপের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় আমাদের প্রাণ অস্থির না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদের মন ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে প্রস্তুত নহে। রোগের যন্ত্রণা যখন সহ্য হয় না, তখনই কেবল রোগী চিৎকার করিয়া বলে, দয়ালু চিকিৎসক এখনই আমাকে বাঁচাও। সেইরূপ পাপীর যখন অন্তরের জ্বালা অসহ্য হয়, তখন সে ঈশ্বরের আজ্ঞা আর না শুনিয়া থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ চরিতার্থ করিয়াছে, এক বার যদি সে আপনার মনের দুর্গতি দেখিতে পায়, সে কি আর হস্তে ঈশ্বরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিতে তখন তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে এখনও শতের মধ্যে প্রায় নব্বই জন মৃতপ্রায়। এই জন্য হিতেচ্ছা এবং অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সকলের হস্ত ধরিয়া এই অনুরোধ করিতেছি, আর নিরাশ নিরুৎসাহ এবং মৃত ভাবে দিন ক্ষয় করিও না। শুভক্ষণ আসিয়াছে, গঙ্গাতে যেমন জলপ্লাবন হইলে কোন বাধা মানে না; স্রোত তেজের সহিত দেশ বিদেশে চলিয়া

যায়, সেইরূপ যখন ভক্তিস্রোত আসিবে, আর তোমরা স্থিত বদ্ধভাবে থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর তত্ত্ব, পরলোক তত্ত্ব, এবং নীতি তত্ত্ব জীবন্ত ভাবে তোমরা এই তিনটী সাধন কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, এবং যে জন্য আমরা বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহা সুসম্পন্ন হইবে!

ঈশ্বর আমাদের সহায়।

[এলাহাবাদ।]

শনিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

অন্ধকার পথে কে একাকী ভ্রমণ করিতে পারে? কাহার এ প্রকার সাহস যে ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী পর্য্যটন করে? আবার যেখানে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু এবং পদে পদে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা, সেখানে কি অন্ধকার মধ্যে কেহ একাকী যাইতে পারে? যে স্থান দেখিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যেখানে সামান্য বায়ুর শব্দে মন কম্পিত হয়, সেখানে একাকী থাকা কাহারও পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এই পৃথিবী সেই অন্ধকার এবং রিপুময় স্থান। ইহার মধ্যে কি আমরা একাকী বাঁচিতে পারি? আমাদের অন্তরে বাহিরে যে সকল রিপুর উৎপাত এবং জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা, তাহা ভাবিলে কাহার মন না ভীত হয়? এরূপ অসহায় অবস্থায় এমন বলবান, সাধু

কে যান আপনার বলে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন? সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত নিজের বলে কেহই এ সকল দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এই জন্য বারংবাব বলিতেছি এই ভয়াবহ সংসারমধ্যে সেই অভয়দাতার আশ্রয় ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। বিপদকালে, হে দয়াময়, কোথায় রহিলে, হে দযাময়, কোথায় রহিলে, বলিয়া চিৎকাব কবিয়া ডাক, দেখিবে ডাকিতে না ডাকিতে সেই বিপদভঞ্জন পিতা আসিয়া তোমাদের সহায়তা করিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া, সাবধান, কেহই আব বন্ধুহীন অনাথের ন্যায় এই অন্ধকারময় সংসাবজঙ্গলে ভ্রমণ করিও না। নির্জ্জন গহনবনে একাকী ভ্রমণ কবিতে করিতে কোন বন্ধুকে লাভ কবিলে যেমন মনুষ্য নির্ভয় হয়, সেইরূপ এই সংসারপথে যিনি সেই ভয়বাবণ ঈশ্বরকে লাভ করেন তাঁহার আর আপদের ভয় থাকে না। ঈশ্বর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে বলেন, আমি তোমার নিকট বহিয়াছি, রিপুগণ তোমাকে বধ করিতে পাবিবে না। তোমবা যদি ঘোরান্ধকার রজনীর মধ্যে কোন বন্ধুকে পাইয়া আনন্দ মনে জয়ধ্বনি কবিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া থাক, তবে এই সংসার অন্ধকার মধ্যে পবম সহায় ঈশ্বরকে লাভ করিলে তোমাদের কত উৎসাহ এবং কত আনন্দ বৃদ্ধি হইবে, তাহা আপনারাই অনুভব করিতে পার। ঈশ্বর আমাদের সহায়, ইহা শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়। দেশবিদেশে তিনি ভিন্ন আব উপায় নাই।

দীনবন্ধু, বলিয়া কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাক, অন্তরের দুঃখ পাপ আপনি দূর হইবে। ধন, মান, পৃথিবীর বন্ধুবান্ধব এবং বিষয়সুখ কদাচ আত্মার অভাব মোচন করিতে পারে না। ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইলে পাপভয় হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে ডাকিবে, যাহার মন তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে তাহারই নিকট তিনি আসিবেন। ভক্তের হৃদয়উদ্যানে তিনি আপনি আসিয়া বাস করেন, এই জন্য ভক্তের পথ নিষ্কণ্টক। অতএব, ভ্রাতৃগণ, কেহই একাকী থাকিও না, ব্যাকুল অন্তরে সেই অসহায়ের সহায় ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, হৃদয়, প্রাণ, সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ কর, আনন্দ মনে তাঁহার জয় ঘোষণা কর। তাঁহারই গুণ গান কর, প্রচুর সুখ শান্তি পাইবে, আর দুঃখ ভয় থাকিবে না; সমুদয় কষ্ট যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া সেই শান্তিনিকেতনে পিত্রালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। আবার বলিতেছি, যদি এই "ভব গহনবন রিপুময় স্থান" পরিত্যাগ করিয়া সেই আনন্দধামে প্রবেশ করিতে চাও, তবে সেই স্বর্গীয় পিতার সাহায্য গ্রহণ কর, তিনি তোমাদের কাছে আসিয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়া বরণ কর, তোমাদের পাপ ভয় দূর হইবে। তিনি হস্ত ধরিয়া তোমাদিগকে সেই গৃহে লইয়া যাইবেন, যেখানে নিত্য পুণ্যের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং যেখানে ভক্তের হৃদয় নিত্য স্বর্গের আনন্দ জ্যোৎস্নায় পুলকিত হয়।